পবিত্রা নিবেদিতা,

বৎসে !

তুমি আমার নূতন নাটক হইলে আমোদ করিতে। আমার নূতন নাটক অভিনীত হইতেছে, তুমি কোথায়? কাল দার্জ্জিলিং যাইবার সময়, আমায় পীড়িত দেখিয়া স্নেহবাক্যে বলিয়া গিয়াছিলে, “আসিয়া যেন তোমায় দেখিতে পাই।” আমি তো জীবিত রহিয়াছি, কেন বৎসে, দেখা করিতে আইস [illegible] নিতে পাই, মৃত্যুশয্যায় আমায় স্মরণ করিয়াছিলে, যদি দেবকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া এখনও আমায় তোমার স্মরণ থাকে, আমার অশ্রুপূর্ণ উপহার গ্রহণ কর।

১৩ নং বসুপাড়া লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।
৩রা পৌষ, ১৩১৮ সাল।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

চরিত্র।

পুরুষ।

ব্রহ্মা, ব্রহ্মণ্যদেব, ইন্দ্র, ধর্ম্মরাজ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ।

বিশ্বামিত্র...	...	...	কান্যকুব্জের অধিপতি।
বশিষ্ঠ	...	...	ব্রহ্মর্ষি।
শক্ত্রি	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
ত্রিশঙ্কু	...	...	ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা।
কল্মাষপাদ	...	...	ঐ
অম্বরীষ	...	...	ঐ
সদানন্দ	...	...	বিশ্বামিত্রের বয়স্য।
শুনঃশেফ	...	...	ব্রাহ্মণ-কুমার।
পরাশর	...	...	শক্ত্রির পুত্র।

বিশ্বামিত্রের মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাসদ, জ্যেষ্ঠপুত্র (যুবরাজ) ও দূতগণ; ঘোষণাকারীদ্বয়, নাগরিকগণ, নগর-রক্ষক, ব্রাহ্মণগণ, ঋষিগণ, ব্রহ্মদূত, দিব্যধামবাসিগণ, অম্বরীষের দূতদ্বয়, সিদ্ধচারণগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

বেদমাতা	...	...	গায়ত্রী দেবী।
সুনেত্রা	...	...	বিশ্বামিত্রের মহিষী।
অরুন্ধতী	...	...	বশিষ্ঠের পত্নী।
বদরী	...	...	ত্রিশঙ্কুর রাণী।
অদৃশ্যন্তী	...	...	শক্ত্রির স্ত্রী।

মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী, ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরাগণ, নাগরিকাগণ, দিব্যধামবাসিনীগণ, দেবীগণ ইত্যাদি।

তপোবল।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বশিষ্ঠের তপোবনের একপার্শ্ব।

বিশ্বামিত্রের সভাসদ, সেনাপতি ও সদানন্দ।

সদানন্দ। ভারি অন্যায়, ভারি অন্যায়!

সভাসদ। কার অন্যায়, ঠাকুর?

সদা। এই ব্রহ্মার—

সভা। কেন বল দেখি?

সদা। এই দেখ না, আপনার বেলায় চার মুখ ক'রেছেন, আর পেটের ভেতর—গোটা আষ্টেক না হোক—চারটে তো খোল নিশ্চিত ক'রেছেন; আর মানুষের বেলা একটী মুখ আর একটী

পেটের খোল! আরে ছাই, পেটও তো কারো কাছে ধার কর্‌বার জো নাই! এই নিজের পেট নিয়ে যতটুকু পারো, আমার গালে-মুখে চড়াতে ইচ্ছা হ'চ্চে!

সেনাপতি। আহা, তাইতো ঠাকুর, অন্যায়ই তো বটে!

সদা। অন্যায় নয়? পাহাড় পাহাড় মোণ্ডা, পাহাড় পাহাড় পুরী, পাহাড় পাহাড় মিঠাই, পুকুর পুকুর ক্ষীর, পুকুর পুকুর দধি! হায় হায়, কি হ'লোরে, এ সব ফেলে চ'লে যেতে হ'লো! বাম্‌নীরে, তুই কোথা? ছেলেপুলের হাত ধ'রে চ'লে আয়—আমার আপ্‌শোষে প্রাণ বেরুচ্ছে—শেষ দেখাটা দেখে যা।

সেনা। আর কি ক'রবে, ঠাকুর! চল, মনের আপশোষ মনে মেরে, সহরে ফেরা যাক্।

সদা। যাও, আমার সঙ্গে কথা ক'ও না, আমি এখন রেগেছি! ওই বশিষ্ঠের হেস্ত নেস্ত না ক'রে আমি আর এ বন থেকে নড়্‌চিনে। এমন আবাগের বেটা মুনি হয়! রাজারাজড়া যে খাদ্য চোখে দেখ্‌তে পায় না—সেই সকল খাদ্য-সামগ্রী—রাজার অসংখ্য চতুরঙ্গ সেনাকে খাওয়ালে, একটা সামান্য পদাতিক পর্য্যন্ত বঞ্চিত হ'লো না; আর আমার কি না—মুখে ছুটো একটা দিতে না দিতে—পেট ভ'রে এলো! হায় হায়, কি হ'লো! বাম্‌নিরে, তোর সঙ্গে আর দেখা হ'লো না! আমি বিবাগী হ'লেম, এ বন ছেড়ে আমি আর কোথাও যাচ্চিনে।

সভাসদ। কি ঠাকুর, বৈরাগ্য উদয় হ'লো না কি?

সদা। হবে না? ব্রাহ্মণের ছেলে, তপোবন ছেড়ে যেতে পারি?

(বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বিশ্বা। মুনিবর,
কল্পনা-অতীত এই অদ্ভুৎ ঘটনা !
ভ্রমিলাম সসাগরা ধরা,
বহুস্থানে বাহুবলে পাইলাম পূজা ;
কিন্তু জন্মেনি ধারণা—
এতাদৃশ আতিথ্য সৎকার সম্ভাবনা কভু।
অপূর্ব্ব বসন, অপূর্ব্ব আসন—
পূর্ব্বে যাহা চক্ষে না হেরিনু—
অপর্য্যাপ্ত সে সকল তব তপোবনে !
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, ষড়্‌রসযুত
ভক্ষ্য দ্রব্য কত, শতপুত্র সনে,
চতুরঙ্গ সৈন্যে মিলি ভুঞ্জিতে নারিনু।
কহ হে তাপস,
এ ঐশ্বর্য্য কোথায় পাইলে—
অনায়াসে হৈল যাহে আতিথ্য সৎকার ?

বশিষ্ঠ। কামধেনু আছে মম সবলা নামেতে,
যে ঐশ্বর্য্যবলে, যে দ্রব্য যখন প্রয়োজন,
সবলা দোহনে প্রাপ্ত হই সেইক্ষণে।

বিশ্বা। মুনিবর, কোটী গাভী করিব প্রদান,
বিনিময়ে সবলারে করহ অর্পণ।

বশিষ্ঠ। এ কি আজ্ঞা দেন, মহারাজ,
সবলারে কিরূপে ত্যজিব ?

বিশ্বা। শুনহে তাপস,
ধনরত্ন রাজ্য আদি যাহা অভিলাষ—
যেবা ইচ্ছা তব—
দানিব তোমায়, দেহ সবলা আমায়।

বশিষ্ঠ। মহারাজ, কি ঐশ্বর্য্য অভাব আমার,
সবলার কল্যাণে সকলি পাই আমি।

বিশ্বা। রাখ মান, দেহ দান, কৃপা কর, মুনি।

বশিষ্ঠ। মহারাজ, পূরাইতে নারিব বাসনা।
কামধেনু সবলা প্রভাবে,
যাগযজ্ঞ, পিতৃলোক ক্রিয়া,
আতিথ্য সৎকার আদি
অনায়াসে হয় সমাধান।
অন্যায্য যাচ্ঞা তব কেন মহারাজ ?

বিশ্বা। জান, মুনি, আমি সম্রাট তোমার ?

বশিষ্ঠ। কর্ত্তব্য আছিল যাহা সম্রাটের প্রতি,
করিয়াছি সে কার্য্য সাধন।

বিশ্বা। উত্তম যে রত্ন যথা আছে ধরাতলে—
ভূপতি সবার অধিকারী ;
গোরত্ন রেখেছ তুমি রাজারে বঞ্চিয়ে।

বশিষ্ঠ। পাইয়াছি কামধেনু তপস্যা প্রভাবে,
শাস্ত্রমত নাহি তাহে রাজ-অধিকার।

বিশ্বা। অধিকার সকলি রাজার।
দেহ, নহে বলে আমি করিব গ্রহণ।

বশিষ্ঠ। তনয়া-অধিক প্রিয় সবলা গোধন,
স্বেচ্ছায় নারিব তারে করিতে অর্পণ।
কামধেনু ইচ্ছামত মম অনুগত,
ইচ্ছা যথা তথা ধেনু রহে ;
যদি তবাশ্রয় করে আকিঞ্চন,
করহ গ্রহণ ;
যদি বলে রাজা করহ হরণ—
দরিদ্র ব্রাহ্মণ—মম কি আছে উপায় ?
কিন্তু মম সুদৃঢ় বচন,
স্বেচ্ছায় সবলা নাহি করিব প্রদান।

বিশ্বা। সেনাপতি, দেহ আজ্ঞা গোধন আনিতে।
যে রত্নে রাজার অধিকার,
বঞ্চনা করিয়ে ভূপে রেখেছে ব্রাহ্মণ।

[সেনাপতির প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। মহারাজের জয় হোক !

[বশিষ্ঠের প্রস্থান।

সভা। দেখেছ দেখেছ, সদানন্দ, ভণ্ড বামুন বল্লে "জয় হোক", কিন্তু মনে মনে বল্লে "ক্ষয় হোক।" আর তোমার এবার সুবিধা

হ'লো, আর বনে এসে বিবাগী হ'তে হবে না; রাজপুরেই বিবাগী হ'লে চ'ল্‌বে।

সদা। উঁহু, ভাল বুঝ্‌ছি নে।

বিশ্বা। কি ভাল বুঝ্‌ছ না?

সদা। মহারাজ, ও বামুনের গরু, ও পথে-ঘাটে যেথানে সেথানে নাদ্‌বে না, ও গোয়ালে এসে নাদে।

সভা। তুমিও তো ব্রাহ্মণ আছ, মহারাজকে বলে, গরুটী তোমার গোয়ালেই রাখিয়ে দেওয়া যাবে।

সদা। বড়ই তো হাম্বা ডাক্‌ছে, দেখ্‌তে হ'লো।

[সদানন্দের প্রস্থান।

সভা। মহারাজ, অকস্মাৎ রণ-কোলহল শোনা যাচ্চে! এ কি কোন বিপক্ষসৈন্য আক্রমণ ক'র্‌লে না কি?

(প্রথম দূতের প্রবেশ)

বিশ্বা। কি সংবাদ?

১ম দূত। মহারাজ—গাভী নয়, গাভী নয়—মায়াবী, দানবী! আমরা বলপূর্ব্বক বন্ধন ক'রে ল'য়ে যেতে চেষ্টা ক'র্‌লুম, গাভী রজ্জু ছেদন ক'রে বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হ'লো। মানবীভাষায় বল্লে, "পিতঃ, কি নিমিত্ত আমায় বিদায় দিচ্চেন?" বশিষ্ঠ বল্লেন, "মা, আমি নিরুপায়, রাজা বলপূর্ব্বক তোমায় ল'য়ে যাচ্চেন, আমি তোমায় বিদায় দিই নাই। ক্ষত্রিয়ের বল—তেজ, ব্রাহ্মণের বল—ক্ষমা; তোমার যদি অভিরুচি হয়, গমন কর।" গাভী বল্লে, "আদেশ প্রদান করুন, আমি আত্মরক্ষা করি।" বশিষ্ঠ আদেশ দিলেন;

এই গাভী হুঙ্কার ত্যাগ ক'র্‌লে—সে এক বিকট মূর্ত্তি—এখনো হৃদ্‌কম্প হ'চ্চে! গাভীর সর্ব্বাঙ্গ হ'তে নানা বর্ণের সৈন্য সৃষ্টি হ'য়ে, আমাদের প্রতিরোধ ক'চ্চে। সেনাপতি প্রাণপণে তাদের নিরস্ত ক'র্‌তে পাচ্চেন না।

(সদানন্দের পুনঃ প্রবেশ)

সদা। মহারাজ—পালান, পালান! গাভী যেমন ছানাবড়া নাদে, তেম্‌নি সৈন্য চোনায়। পালান, পালান, তিলমাত্র অপেক্ষা ক'র্‌বেন না।

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনা। মহারাজ, অদ্ভুত কথন!—
করিয়ে তাড়না, ধেনু ল'য়ে যাই রাজ্য-মুখে,
অকস্মাৎ ভীষণ মুরতি
কামধেনু করিল ধারণ!
প্রভাত অরুণ সম আরক্ত লোচন,
গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়ে,
বজ্রনাদে হাম্বা রব করি পরিত্যাগ,
সৃজিল অদ্ভুত সৈন্য শ্রেণী!
লোহিত হরিত পীত বিবিধ বরণ,
সৈন্যগণ বিকট দর্শন,
নানা অস্ত্রে অশ্বগজরথে,
সুসজ্জিত রাজসৈন্য কৈল আক্রমণ।

আকুল স্বপক্ষ সেনা—
চতুর্দ্দিকে ধায় উভরড়ে।

বিশ্বা। কি, ভীরু সৈন্যগণ পলায়ন ক'চ্চে! তুমিও রণস্থল পরিত্যাগ ক'রেছ? এস, দেখি বিপক্ষ সেনার কত বল!

(যুবরাজের প্রবেশ)

যুবরাজ। রাজাধিরাজ কেন অগ্রসর হবেন, আমরা শত ভ্রাতা উপস্থিত র'য়েছি।

বিশ্বা। যাও, ভণ্ড তাপসকে আমার সম্মুখে ল'য়ে এস। রাজ-আজ্ঞা উপেক্ষা ক'রে দণ্ডনীয় হ'য়েছে।

[যুবরাজের প্রস্থান।

সেনাপতি, যদি সাহস হয়, কুমারের পশ্চাৎ গমন কর।

[সেনাপতির প্রস্থান।

সভা। মহারাজ, ঘোর রণ-কোলাহল শ্রুত হ'চ্চে, অস্ত্র-দীপ্তিতে দশদিক আলোকিত!

বিশ্বা। এ কি! মহা অস্ত্র কে প্রয়োগ ক'র্‌লে? কোন দেবরথী কি বশিষ্ঠের সহায় হ'লো?

(দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ)

২য় দুত। মহারাজ—মহারাজ—

বিশ্বা। শীঘ্র কহ কি সংবাদ, ভীরু?

২য় দুত। মহারাজ, বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, কালান্তক যম,
যষ্টি করে পশিল সমরে—
অনল উথলে যষ্টি মুখে—

রাজসৈন্য তুলা সম হৈল ভস্মসাৎ!
অগ্রসর শতেক কুমার রণে,
কিন্তু কালান্ত অনল বরিষণে,
ব্রাহ্মণ সমীপে সবে যাইতে অক্ষম;
কি জানি কি হয় মহা রণে!

(তৃতীয় দূতের প্রবেশ)

৩য় দূত। মহারাজ, মহারাজ,
শত রাজপুত্র হত বশিষ্ঠের রণে!
যষ্টি করে, অটল মেরুর সম মুনি,
যষ্টি হ'তে প্রদীপ্ত হইল মহানল;
হর-কোপানলে দগ্ধ মন্মথ যেমন,
তেমতি হইল ভস্ম শতেক কুমার!

বিশ্বা। পুত্রহন্তা ব্রাহ্মণের আজ নিস্তার নাই।

[সদানন্দ ও সভাসদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সদা। আর কি দেখ্‌ছেন, চলুন—গুটি গুটি, রাজার সঙ্গে গিয়ে ওড়া যাক্।

সভা। এ সময় পরিহাস কর, ব্রাহ্মণ?

সদা। না, পরিহাস নয়, ভস্ম হ'লে দেহের ভারটা কিছু লঘু হবে—বায়ুভরে বিচরণ ক'র্‌তে পারা যাবে।

সভা। কি, তুমি যুদ্ধ ক'র্‌বে না কি?

সদা। না, যুদ্ধ ক'র্‌বো না, ভস্ম হব।

সভা। সে কি?

সদা। সে কি আর! রাজার সঙ্গে অনেক চর্ব্ব্য-চোষ্য আহার হ'য়েছে, নানা রাজ-পরিচ্ছদ ধারণ করা হ'য়েছে, নানাপ্রকার আমোদ-আহ্লাদ হ'য়েছে; শেষটা পোড়্বার পালা, ওটা আর বাকী রাখ্ছি নে। ম'শায় যদি না এগোন, ধীরে ধীরে ফিরুন। ব্রাহ্মণীকে খবর দেবেন যে তাঁর পতি অগ্নি-স্পর্শে দেহ পবিত্র ক'রেছেন।

সভা। না, আমিও দেহ পবিত্র করিগে চলুন।

সদা। বটে! দেখ্ছি এক সঙ্গে অনেক শ্রাদ্ধাদি হবে। বেঁচে থাকূলে অনেক শ্রাদ্ধে ভোজনক্রিয়াটা হ'তো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বশিষ্ঠের তপোবনের অপর পার্শ্ব।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র।

বশিষ্ঠ। আরে নৃপাধম, এখনো তোর দম্ভ দূর হ'লো না! শতপুত্র নাশ, অরণ্যবৎ সৈন্যক্ষয় স্বচক্ষে দেখ্লি, তথাপি তোর ব্রহ্মতেজ উপলব্ধি হ'লো না! অশ্ব, রথ, সারথী বিনষ্ট, তূণীর অস্ত্রহীন, ধনুর্গুণ ছিন্ন, তথাপি গদা হস্তে আস্ফালন কচ্ছিস?

বিশ্বা। আরে কপট তপস্বী, তোরে এই দণ্ডেই বিনাশ ক'র্‌ব, দেখি, জগতে কোন তেজ ক্ষত্রিয়তেজ নিবারণ করে! বালক পুত্রগণ ও সামান্য সৈন্য বিনাশ ক'রে, তোর এতদূর অহঙ্কার! সে অহঙ্কার এই গদাঘাতে চূর্ণ ক'র্‌বো।

বশিষ্ঠ। নৃপকুলকলঙ্ক, এখনি তোর গর্ব্ব খর্ব্ব হবে।

(সহসা বশিষ্ঠ-হস্তস্থিত ব্রহ্মযষ্টি প্রজ্জ্বলিত হওন)

বিশ্বা। কি আশ্চর্য্য, এ কি কোন কুহক, না এই ব্রহ্মতেজ! এই তেজে কি আমার শত পুত্র নিহত হ'য়েছে? আমার তূণীর শূন্য, মহা অস্ত্র সকল ভস্মীভূত, ব্রাহ্মণ অচল অটল অবস্থায় অবস্থান ক'চ্চে! আমি স্বয়ং বা ভস্ম হই! এ দারুণ অগ্নি আমায় গ্রাস ক'র্‌তে আস্‌ছে।

(অরুন্ধতীর প্রবেশ)

অরু। প্রভু, প্রভু, ব্রহ্মতেজ সম্বরণ করুন! সামান্য কামধেনুর নিমিত্ত তপোবনে বহু নরহত্যা হ'য়েছে; মহারাজ বিশ্বামিত্রকে ভস্ম ক'র্‌বেন না। ওঁর শতপুত্র ভস্ম হ'য়েছে; অৰ্দ্ধ সৈন্য ভস্মীভূত, অর্দ্ধ সৈন্য পলায়িত; দেখুন—সৈন্যহীন, অস্ত্রহীন, রথহীন—একমাত্র মহারাজ ব্রহ্মযষ্টি তেজে মুহ্যমান অবস্থায় দণ্ডায়মান! আর কেন ক্রোধ ক'চ্চেন? আপনি তেজ না সম্বরণ ক'র্‌লে এখনি ভস্ম হবে।

বশিষ্ঠ। কিরূপ ব'ল্‌ছ? আমি তেজ সম্বরণ ক'র্‌লে, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় এখনি আমায় বধ ক'র্‌বে।

অরু। প্রভু, ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের যে জন্মমৃত্যু আছে, তা তো কই

শ্রীমুখে শুনি নাই। তবে ব্রহ্মতেজ না সম্বরণ ক’রলে সংসারে ঘোরতর অনিষ্ট উৎপন্ন হবে; এবং জনবিনাশে—সে তেজ প্রয়োগজনিত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়ায়—আপনি ব্রহ্মতেজ-বর্জ্জিত হবেন। অনেক অনিষ্ট হ’য়েছে, কে জানে বিশ্ব-নিয়মে তার পরিণাম কি! ঐ দেখুন, দেবগণ, সিদ্ধচারণগণ—প্রলয়কালীন কালানলসদৃশ আপনার দণ্ডনিঃসৃত অনলদৃষ্টে—ভীত হ’য়েছেন! ঐ শুনুন—“ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও”—সকলে উচ্চ শব্দ ক’চ্চে।

বশিষ্ঠ। তুমি প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, তুমি সদুপদেশদাত্রী। আমি তেজ সম্বরণ ক’রলেম। সত্য, আমার আবার জন্ম-মৃত্যু কি? আমি, সামান্য জীবের ন্যায়, জন্ম-মৃত্যুর প্রতি লক্ষ্য ক’রেছি। তুমি প্রকৃত বিদ্যাশক্তিসম্পন্না, তোমার আশঙ্কা সত্য। এ অনিষ্ট সাধনের ফলভোগী—আমি, এবং আমার দোষে তোমাকেও ফলভোগী হ’তে হ’লো। বিশ্বামিত্রের শত পুত্র বিনাশে, আমিই আমার বংশের অনিষ্ট সাধন ক’রলেম। যদি বংশ রক্ষা হয়, সে কেবল তোমার পুণ্যবলে। (বিশ্বামিত্রের প্রতি) মহারাজ বিশ্বামিত্র, আমি না বুঝে কামধেনু আপনাকে দান ক’রতে অসম্মত হ’য়েছিলেম। আমি ধেনুর অধিকার পরিত্যাগ ক’রলেম, আপনি গ্রহণ করুন।

বিশ্বা। না বশিষ্ঠ, কামধেনু অধিকারের যোগ্য আমি এক্ষণে নই। কামধেনু তোমার শক্তিতে, নচেৎ কামধেনু—ধেনু মাত্র। আমার চক্ষু উন্মিলীত, ব্রহ্মশক্তিই শক্তি, ক্ষত্রিয়-শক্তিতে শত ধিক্! আমার বজ্রধারী ইন্দ্র তুল্য শতপুত্র তোমার তেজে ভস্মীভূত! যে অস্ত্রে সাগর শোষিত হয়, সেই অস্ত্র তোমার তেজে নিষ্ফল! যদি

পাই, তোমার সম্মুখীন আবার হব। ব্রহ্মবলই বল, ব্রহ্মবলই বল, শতধিক ক্ষত্রিয় বলে! এ অপমানের প্রায়শ্চিত্ত— মৃত্যু, অপর প্রায়শ্চিত্ত নাই, অপর প্রায়শ্চিত্ত নাই। ধিক্ ধিক্, ক্ষত্রিয় বলে শতধিক!

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

অরু। প্রভু, বোধ হয় রাজা মনের আবেগে সংসার পরিত্যাগ ক'রে কোথায় গমন ক'চ্চেন, আপনি ওঁরে নিবারণ করুন।

বশিষ্ঠ। সে শক্তি আমার নাই। রাজা দৃঢ়সংকল্প, তাঁর সংকল্প কদাচ ভঙ্গ হবে না। বোধ হয়, তপস্যায় গমন ক'চ্চেন। ব্রহ্মলোকে শুনেছি, আশ্চর্য্য তপোবলের মাহাত্ম্য অচিরে সংসারে প্রচার হবে। অনুমান হয়, এই তার সূচনা। কি ক'র্‌লেম, কি ক'র্‌লেম, সামান্য কামধেনুর নিমিত্ত এত গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হ'লেম!

অরু। প্রভু, আপনি ক্লান্ত হ'য়েছেন, কুটীরে আসুন, দাসীর সেবা গ্রহণ ক'র্‌বেন।

বশিষ্ঠ। কল্যাণি, আর আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌বো না। এই মহা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন।

অরু। কেন, কেন, প্রভু, আপনার অপরাধ কি? আপনি আত্মরক্ষা ক'রেছেন মাত্র।

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, তুমি ব্রাহ্মণের নিয়ম কি অবগত নও? ব্রাহ্মণের রক্ষার ভার ব্রহ্মণ্যদেবের, স্বয়ং তার আত্মরক্ষার অধিকার নাই। মায়া-মোহের আবাস এই পাঞ্চভৌতিক দেহরক্ষার নিমিত্ত, কোটী কোটী নরহত্যা, রাজপুত্র হত্যা দ্বারা, রুধিরে তপোবন কলুষিত

ক'র্‌লেম। এর প্রায়শ্চিত্ত নিতান্ত প্রয়োজন, নচেৎ বেদমাতা গায়ত্রী আমায় পরিত্যাগ ক'র্‌বেন। যদি তপঃ-প্রভাবে দুর্দ্দম মন দমন ক'র্‌তে বিশিষ্টরূপে সক্ষম হই, তবেই পুনরায় বশিষ্ঠ নামের যোগ্য হব; নচেৎ তপ জপ হোম যজ্ঞ, সকলই বিফল। শুভে, তুমি কামধেনু সবলাকে ব'লো, যেন সবলা কোন যোগ্য তাপসের আশ্রয় গ্রহণ করে; আমার আশ্রমে সে কলুষিত হবে।

(বশিষ্ঠের প্রস্থানোদ্যোগ)

(বেদমাতার প্রবেশ)

বেদমাতা। বশিষ্ঠ, কোথায় চলেছ?

বশিষ্ঠ। আপনি কে, মা?

বেদ। আমি তোমার সঙ্গেই আছি, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না? বোধ হয়, ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ায়, সেই ধূমে তোমার দৃষ্টিশক্তি আবরিত ক'রেছে, তাই চিন্‌তে পাচ্ছ না। ব্রাহ্মণ পরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বে, পরের পাপ গ্রহণ ক'র্‌বে; আপনার পাপ, কর্ম্মফল-ভোগ দ্বারা শাস্তি ক'র্‌বে। ব্রাহ্মণের শাস্তি—জ্ঞানার্জ্জন, কর্ম্মফল অপ্রতীকার পূর্ব্বক সহ্য করা। তুমি জ্ঞানী হ'য়ে কেন আত্মবিস্মৃত হ'চ্ছ? তোমার শাস্ত্রাধ্যয়ন কি সকলই বিফল?

বশিষ্ঠ। মা, মা, আমি জ্ঞানী নই, আমি মহা অজ্ঞান! তবে আপনার দর্শনে যদি জ্ঞানলাভ হয়। বিশ্বামিত্রের শত পুত্র বিনাশ ক'রেছি, অপক্ষপাতী বিধির নিয়মে তার প্রতিশোধ হওয়া উচিত।

বেদ। যদি বুঝে থাক, তবে গৃহত্যাগ ক'চ্চ কেন?

বশিষ্ঠ। হাঁ মা, তোমার কৃপায় আমার উপলব্ধি হ'য়েছে যে ক্রোধ

বশতঃ আমি কুলক্ষয় ক'রেছি; তবে যদি সুশীলা অরুন্ধতীর পুণ্যবলে বংশ রক্ষা হয়, পিতৃলোকের পিণ্ডরক্ষা হয়। মা, আমি গৃহেই চল্লেম। মন—পশু, কখন্ মোহ আশ্রয় ক'র্‌বে জানি না, তুমি আমায় সর্ব্বদা সতর্ক ক'রো।

[বশিষ্ঠের প্রস্থান।

অরু। মা, যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিলে, আমার সেবা গ্রহণ ক'র্‌বে এস!

বেদ। তোমার সেবা তো আমি চিরদিনই গ্রহণ করি। তুমি কুললক্ষ্মী, তুমি তোমার স্বামীর সেবায় দিবারাত্র নিযুক্ত, এ অপেক্ষা প্রিয় সেবা আমার নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রয়াগ—ত্রিবেণী-তীর।

বিশ্বামিত্র।

বিশ্বা। এই দম্ভ, এই বীর্য্য, ক্ষত্রিয়-গৌরব—
পরাভব একমাত্র ব্রাহ্মণ প্রভাবে!
শত পুত্র হত, চতুরঙ্গ সেনা নিপাতিত
বিনা অস্ত্রে—একমাত্র যষ্টির প্রভাবে!

যষ্টি করে,
সশস্ত্র নিবারে মোরে দরিদ্র ব্রাহ্মণ !
অপমান—ঘোর অপমান—
রাখিতে নাহিক স্থান বিস্তীর্ণ ধরায়।
হইলাম উপহাসভাজন সবার,
ত্যজি ছার প্রাণ, অপমানে পাব পরিত্রাণ।
ত্রিধারায় বহিছে ত্রিবেণী,
পুণ্য তীর্থ শুনি,
দানি' দেহ বিসর্জ্জন, করিব মনন—
জন্ম যাহে হয় মম ব্রাহ্মণ-ঔরসে।
ধিক্ ধিক্ ক্ষত্রিয়ের বলে শতধিক !

(অবসন্নভাবে উপবেশন)

(বালকবেশী ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ)

ব্রহ্মণ্য। অহে ! ওঠ—ওঠ, চল চল, আমার সঙ্গে চল।

বিশ্বা। তুমি কে বাপু ?

ব্রহ্মণ্য। আমি যে হই না, তুমি এস।

বিশ্বা। কেন, তোমার সঙ্গে যাব কেন ?

ব্রহ্মণ্য। আমি তোমায় পুষ্‌ব।

বিশ্বা। পুষ্‌বে কি ?

ব্রহ্মণ্য। পুষ্‌ব কি জাননা ?—যেমন বানর পোষে, হনুমান পোষে, ভালুক পোষে—

বিশ্বা। আমি কি জানোয়ার ?

ব্রহ্মণ্য। জানোয়ারের বাড়া; জানোয়ারেরা মর্‌তে চায় না, তুমি ম'র্‌তে চাও।

বিশ্বা। আমি ম'র্‌তে চাই, তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

ব্রহ্মণ্য। আমি তো তোমার মত আহাম্মক নই, যে বুঝ্‌তে পারবো না। বুড়ো ধাড়ি বামুন, আক্কেল নাই, বুদ্ধি নাই, গালে হাত দিয়ে—জলে ঝাঁপ দেবে কি না ভাব্‌ছ?

বিশ্বা। বালক, কোথায় যাচ্ছ যাও, আমি ব্রাহ্মণ নই।

ব্রহ্মণ্য। ব্রাহ্মণ যদি নও, তবে ম'রে বামুন হবে কি ক'রে?

বিশ্বা। কে তুমি! আমার মনোভাব তুমি জান্‌লে কি প্রকারে?

ব্রহ্মণ্য। এই যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বক্তৃতা ক'র্‌ছিলে; নইলে পোষবার জন্যে ধ'রে নিয়ে যেতে আস্‌বো কেন?

বিশ্বা। কে তুমি?

ব্রহ্মণ্য। আমি যে হই না কেন, তোমার আক্কেলের দৌড়টা দেখি; যদি বামুন নও, তবে বামুন হবে কি ক'রে?

বিশ্বা। ব্রাহ্মণের ঔরষে জন্মে।

ব্রহ্মণ্য। তাহ'লে কি হবে, তোমার চার্‌টে হাত বেরোবে, না ল্যাজ বেরোবে? এখন কোন্‌টা কম আছে যে তখন সেটা বেশী হবে?

বিশ্বা। বালক, তুমি জাননা, ব্রাহ্মণের ঔরষে না জন্মালে ব্রহ্মতেজ লাভ ক'র্‌বো কিসে?

ব্রহ্মণ্য। বোকারাম, তুমি জান না, এক ব্রহ্মতেজ ব্যতীত বেঁচে আছ কি ক'রে? কথা ক'চ্চ কি ক'রে? ব্রহ্মতেজেই জগৎ। যাও, তোমার কাছে থাক্‌তে নাই, আমি চল্লুম।

বিশ্বা। বালক, তুমি কে? ব্রাহ্মণের ঔরষে জন্ম ব্যতীত কি ব্রাহ্মণ হয়?

ব্রহ্মণ্য। আরে কি আহাম্মকের মতন বকে! ব্রাহ্মণের ঔরষে জন্মেও চণ্ডাল হয়। ব্রাহ্মণ-পুত্র গোতম চণ্ডাল হ'য়েছিল; তার কৃতঘ্নতায়, শৃগাল-কুকুরে তার মাংস ভক্ষণ করে নাই; কার্য্যে—ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল প্রভেদ। আত্মা সবার সমান। যে তপস্যায় আত্মদর্শন করে, সেই-ই ব্রাহ্মণ; নচেৎ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে, দু'গাছা সুতো গলায় দিয়ে, "ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ" ক'র্‌লে কি ব্রাহ্মণ হয়?

[ব্রহ্মণ্যদেবের প্রস্থান।

বিশ্বা। কে জানে, কে এ বালক! সত্য, তপস্যাই বল। ব্রাহ্মণ তো অনেক আছে, কিন্তু বশিষ্ঠ এরূপ তেজস্বী কেন? বশিষ্ঠ—তপের প্রভাবে বশিষ্ঠ। তপঃ-প্রভাবে আমিও ব্রাহ্মণ হব; না, তাও কি সম্ভব? কই, কোন ক্ষত্রিয় তপঃ-প্রভাবে ব্রাহ্মণ হ'য়েছে? যা'হোক, আজ ম'র্‌বো না, চিন্তা ক'রে দেখি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কান্যকুব্জ—সুসজ্জিত নগর-তোরণ।

(ঘোষণাকারীদ্বয়ের প্রবেশ)

ঘোষণাকারী। মহারাজাধিরাজ বিশ্বামিত্র দিগ্বিজয় ক'রে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'চ্চেন। সপ্ত দিবানিশি সকলে আনন্দোৎসব কর, মহারাণীর আদেশ। রাজকোষ হ'তে উৎসবের ব্যয় হবে। জয়, মহারাজ বিশ্বামিত্রের জয়!

[নেপথ্যে—জয়, মহারাজ বিশ্বামিত্রের জয়!]

[ঘোষণাকারীদ্বয়ের প্রস্থান।

(নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ)

(গীত)

অবনত সসাগরা অবনী।
বাজে দুন্দুভি বিজয়, উঠে গম্ভীর জয়ধ্বনি॥
উজ্জ্বলা দীপের মালা, হাসে নগরী,
সুরভি কুসুম-হার পরি;
গরবে উড়্‌ছে ধ্বজা, নতশির অরি,
নয়ন ভরি এস নেহারি, এস নাগর-নাগরী;
শৌর্য্য বীর্য্য ভুবন-পূজ্য রাজ্যে আসে নৃমণি॥

[সকলের প্রস্থান।

(মন্ত্রী ও নগররক্ষকের উভয় দিক হইতে প্রবেশ)

মন্ত্রী। নগর-রক্ষক মহাশয়, সর্ব্বনাশ! আহত সেনানায়ক এসে সংবাদ দিলে যে তপোবনে মহারাজ, বশিষ্ঠ সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে, কোথায় গিয়াছেন, কেউ সন্ধান পাচ্চে না। উৎসব নিবারণ করুন, চতুর্দ্দিকে সতর্ক দূত প্রেরিত হোক; ঘোষণা দেন, যে মহারাজের সংবাদ দেবে, কোটি স্বর্ণ মুদ্রা তার পারিতোষিক।

নগর-রক্ষক। এঁ্যা, কি সর্ব্বনাশ!

মন্ত্রী। যান যান, আক্ষেপের সময় নাই, তিলমাত্র বিলম্ব না হয়; দূতগণ এই দণ্ডেই চতুর্দ্দিকে ধাবিত হোক।

[নগর-রক্ষকের প্রস্থান।

(সুনেত্রার প্রবেশ)

মন্ত্রী। এ কি, মা, আপনি হেথায় কেন?

সুনেত্রা। রাজা অদর্শন;
রাজ্যের সুব্যবস্থা কারণ,
আগমন মম, বৎস, তব সন্নিধানে।
শিশুপুত্রে দিয়ে রাজ্যভার,
রাজকার্য্য করহ উদ্ধার,
যাব আমি পতি অন্বেষণে।

মন্ত্রী। সে কি, মা, রাজরাণী কোথায় যাবেন?

সুনেত্রা। নহি আর রাজরাণী, শুন সুধীবর!
পতি গৃহত্যাগী,
কেমনে রহিবে সতী গৃহে?

যথা পতি, তথায় বসতি আজি হ'তে,
নগরে নাহিক স্থান।
হত পুত্র শত,
নিরুদ্দেশ রাজ-রাজেশ্বর ;
হের, দীপমালা সজ্জিত নগর,
জ্ঞান হয় তিমির আচ্ছন্ন যেন!
শুষ্ক পুষ্পমালা, কুঞ্চিত পতাকা
উড্‌ডীন গৌরবহীন—
দস্তে নাহি হয় সঞ্চালিত—
রাজ্যেশ্বর বিহনে কাতর যেন!
তুমি বিচক্ষণ,
সতীর কর্ত্তব্য তব নহে অবিদিত,
দেহ, বৎস, বিদায় আমায়।
পারি যদি, পতি সনে ফিরিব নগরে,
নহে মম কিবা রাজ্য—কিসের সংসার!

মন্ত্রী। মা, হ'য়েছে প্রেরিত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি দূতগণ,
রাজার সংবাদ ল'য়ে অবশ্য ফিরিবে।
কেন হেন সহসা উতলা রাজরাণী?
কুলের কামিনী, শুনগো জননি,
অকর্ত্তব্য একাকিনী ত্যজিতে আলয়।

সুনেত্রা। কেবা দূত, তত্ত্ব কেবা দেবে,
কে পারিবে ফিরাতে রাজায়?

জান কি কোথায় নরবর,
কেন তিনি নিরুদ্দেশ ?
শুন মম স্বপ্ন বিবরণ,
মিথ্যা স্বপ্ন নহে কদাচন।
স্বপ্নে, ঘোর রণ ক'রেছি দর্শন,
হেরেছি তাপসবেশে রাজরাজেশ্বরে
পশিতে নিবিড় বনে।
কভু মম স্বপ্ন মিথ্যা নয়,
উপস্থিত সংবাদ প্রমাণ তার।
নিরুদ্দেশ নরপতি তপস্যা কারণ,
ব্রহ্মতেজ করিতে অর্জ্জন—
যেই তেজে পরাভব বাহুবল তাঁর।
অন্তরে অন্তরে
তপাচারী নেহারি রাজারে,
আজি আমি তপস্বিনী, নহি রাজরাণী।
ওই মম স্বপ্নদৃষ্ট সংবাদ-দায়িনী—
পথ প্রদর্শিনী এবে ;
নেহার, জননী
ব্যগ্রচিত্ত ল'য়ে যেতে ভূপাল সমীপে।
চল' মাতা, পথ দেখাইয়ে।

[সুনেত্রার প্রস্থান।

মন্ত্রী। এ কি সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ হ'লো! এ পাগলিনীকে তো নিরস্ত ক'র্‌তে পার্‌বো না। আমি স্বয়ং রক্ষক ল'য়ে গোপনে এর পশ্চাৎ গমন করি, এ ভিন্ন অন্য উপায় দেখি না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বন-পথ।

বৃক্ষে হেলান দিয়া ব্রহ্মণ্যদেব দণ্ডায়মান।

(সদানন্দের প্রবেশ)

সদা। এই দিক দিয়ে রাজা এসেছিল, কোন দিকে গেল? কোন রকমে ফেরাতে না পার্‌লে তো বিষম বিপদ! চিরদিন ননীছেনা খেয়ে, ভিক্ষা তো চল্‌বে না। বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের চলে কিসে? দুটো শ্লোকও শিখি নাই যে, আউড়ে মাতব্বর হ'য়ে কোথাও ভিক্ষা নিতে যাব। এই ছোঁড়াকে জিজ্ঞাসা করি, রাজা কোথায় গেল। ওহে ওহে—

ব্রহ্মণ্য। কি হে?

সদা। এদিকে কেউ গিয়েছে দেখেছ?

ব্রহ্মণ্য। কত লোক আস্‌ছে যাচ্চে, কে তার সন্ধান রাখে? আমি ভোজনানন্দ শর্ম্মা, ভোজন ক'রে একটু বিশ্রাম ক'চ্চি। তুমি কে?

সদা। আমিও ভোজনানন্দ শর্ম্মা, তবে ভোজন না ক'রে এদিক ওদিক ঘুরুচি।

ব্রহ্মণ্য। বেশ!

সদা। তোমারই বেশ, আমার আর বেশ কি বল?

ব্রহ্মণ্য। এই বেশ—দেখা হ'লো। চল না, তোমার সঙ্গে একটু ঘুরে ক্ষিদেটা করি, দশ জায়গায় খেতে হবে।

সদা। আর ঘুর্‌বে কেন? এইখানে একটু বিশ্রাম কর না, আমায় না হয় প্রতিনিধিই পাঠাও না?

ব্রহ্মণ্য। তুমি আমার প্রতিনিধি হ'তে পার্‌বে কেন?

সদা। খুব্ পার্‌বো! পরীক্ষা ক'র্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

ব্রহ্মণ্য। না, না, তোমার কর্ম্ম নয়। এই ধর না, পদীর মা ব্রত ক'রেছে, দশ সের দুধ মেরে ক্ষীর ক'রেছে, সে টুকু চুমুক দিতে হবে; ভুতোর বাপের শ্রাদ্ধ, দশ গণ্ডা লুচী আর দশগণ্ডা মোণ্ডা ওড়াতে হবে; নারাণের বাপের ছোট ছেলের পৈতে, চিঁড়ে-মুড়কির ফলার—

সদা। আর বলিস নি, দাদা, বলিস নি; তোর যেখানে খুসী, আমায় এক জায়গায় পরখ কর।

ব্রহ্মণ্য। তবে আমার সঙ্গে ঘুরবে চল। ষোড়শোপচারে ভোগ, যত পার, খেও।

সদা। ষোড়শোপচার তখন হবে, এখন এক উপচার—কাছাকাছি কোথাও আছে? তাহ'লে, সেই টুকু সেরে নিয়ে, রাজাকে একবার খুঁজি।

ব্রহ্মণ্য। রাজাকে কেন খুঁজ্‌চ? সে এখন বামুন হবার ফিকিরে ফির্‌চে।

সদা। হায় হায়, রাজার ছেলেকে কে এ দুর্ব্বুদ্ধি দিলে গো!

ব্রহ্মণ্য। কেন, বামুন হ'বে—তার আর দুর্ব্বুদ্ধি কি?

সদা। দাদা, বরাত তো আর সবার তোমার মতন নয় যে, পাঁচীর মা দুধ মেরে ক্ষীরের বাটী মুখে ধ'র্‌বে? দেখনা, উদরের জ্বালায় এই ছট্‌ফট্‌ ক'চ্চি!

ব্রহ্মণ্য। না, সে শুন্‌বে না, সে বামুন হবেই হবে।

সদা। হায় হায়, ঐ বশিষ্ঠের তপোবনে সেঁদিয়েই শনির দৃষ্টি ধ'রেছে!

ব্রহ্মণ্য। তা আর কি ক'র্‌বে বল? তোমার রাজা, বামুন না হ'য়ে আর ছাড়চে না।

সদা। তা হন হবেন, সখ হ'য়ে থাকে, ঘরে গিয়ে বামুন হবেন।

ব্রহ্মণ্য। তা হ'লে লোক মান্‌বে কেন?

সদা। না মান্‌লেই তো ভাল। নইলে কেউ এসে ব'ল্‌বেন—"ঠাকুর, আজ উপবাস ক'রে থাকো, রাত্রে লক্ষ্মীপুজা ক'র্‌তে হবে"। কেউ ফর্‌মাস ক'র্‌বেন—"আমার বাপের পিণ্ডি মাখাও"। ক্ষিদেয় পেট জ্ব'লে ভিরমিই যাও, আর যাই করো—সন্ধ্যে আহ্নিক না ক'রে, মুখে কিছু দিতে পাচ্চ না। শীত নাই, বর্ষা নাই, ভোরে ডুব ফুঁড়ে, কম্‌সেক্‌কম্‌ পঞ্চাশ কোসা জল মরা বাপের নাম ক'রে ঢা'ল! যার ছিঁটে ফোঁটা আক্কেল আছে, সে এ হাঙ্গাম ক'র্‌তে যায়!

ব্রহ্মণ্য। কেন, ঠাকুর, তুমি তো বামুন?

সদা। এখন হাড়ী হবার জো নাই, তা কি করি বল, দাদা? এখন চল না, তোমার পাঁচীর মা টঁাচীর মা, কে কোথায় আছে, একবার ঘুরে দেখা যাক্। ভয় পেয় না, আমি একচুমুক চুমুকেই তোমায় ক্ষীরের বাটী ছেড়ে দেব।

ব্রহ্মণ্য। চল, তোমায় খাইয়ে আন্‌ছি। তুমি রাজাকে ফেরাতে চাও?

সদা। চাই।

ব্রহ্মণ্য। তবে এক কাজ কর—রাজার গোটাকতক ভারি ভারি যজমান জোটাও। হোমের আগুনের ঠেলাতেই বাপ্ বাপ্ ক'রে বামুন হওয়ার সখ ছুটে যাবে।

সদা। বলেছ মন্দ নয়, তোমার ফন্দী-ফন্দা আসে। তা, যজমান কে জুটবে?

ব্রহ্মণ্য। তার জন্য ভেবো না, আমি তোমায় জুটিয়ে দেব। এখন এস, তোমায় দুধের বাটী খাইয়ে আনি।

সদা। না না—দাঁড়াও দাঁড়াও—ঐ রাজা আস্‌ছে। খেপ্‌লো না কি, কি ভাব্‌ছে?

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। অতীব সঙ্গত বাক্য কহিল বালক,
কি কাজ অসাধ্য তপোবলে!
তপস্যায় ব্রহ্মলাভ হয়,
ব্রাহ্মণ না হব কি কারণ?
নির্জ্জন এ স্থান,

কঠোর তপস্যা ব্রত করি অনুষ্ঠান ;
অনশনে, পবন ভক্ষণে
মহাধ্যানে রহি নিমগন।

সদা। মহারাজ—মহারাজ—

বিশ্বা। কে ও, সখা! কেন আমার অনুসরণ ক'চ্চ ?

সদা। মহারাজ শুন্‌চি বামুন হবেন, তা রাজ্যে গিয়ে বামুন হ'লে হয় না ?

বিশ্বা। না, সখা! রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। রাজ্যে ধিক্, ঐশ্বর্য্যে ধিক্! তপস্যা ক'রে দেখি, তপের কিরূপ প্রভাব।

সদা। রাজপুরে ঘরে দোর দিয়ে দেখ্‌বেন, চলুন না ?

বিশ্বা। শোন ব্রাহ্মণ, আমি অনাহারে অনিদ্রায় দিবারাত্র তপস্যা কর্‌বো ; যদি মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, তবেই জীবন সার্থক, নচেৎ এই মাংসপিণ্ড দেহভার বহন অনাবশ্যক।

সদা। মহারাজের, ও কাজের জন্য, বনে বাঘ-ভালুকের মুখে বাস ক'রে কি আবশ্যক ? মশারি নাই, মশা কামড়ে সর্ব্বাঙ্গে গুড়পিটে ক'রে দেবে। রাজপুরে দোর দিলেই নির্জ্জন হ'লো। আর অনাহারে থাক্‌তে চান, যখন রাজভোগ উপস্থিত হবে, আমি হাজির আছি, ডেকে পাঠাবেন ; অন্নব্যঞ্জন বেশ বাগিয়ে নেব, সচ্ছন্দে অনশনে থাক্‌তে পার্‌বেন। চলুন, রাজ্যে চলুন।

বিশ্বা। হে সখা, ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম করিয়া গ্রহণ,
ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য না বুঝ কি কারণ ?
কিবা রাজ্য, কি ঐশ্বর্য্য, কিবা ধনজন !

বশিষ্ঠ আশ্রমে,
ব্রাহ্মণ-প্রভাব তুমি স্বচক্ষে দেখিলে!
সপুত্র সাজিয়ে রণে চতুরঙ্গদলে,
জিনিবারে নারিলাম বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।
অপমানে দগ্ধ হয় প্রাণ,
ব্রাহ্মণের অতি উচ্চ স্থান,
সেই উচ্চ স্থান যদি পারি লভিবারে,
রাজপুরে ফিরিব আবার ;
নহে, সংসার-সম্বন্ধ নাহি রাখিব জীবনে।
তপ—তপ—তপমাত্র ঐশ্বর্য্য নরের।

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

সদা। ছোক্‌রা, এখন করি কি বল দেখি? ক্ষিদেয় তো মাথা ঠিক ক'র্‌তে পাচ্চি নে। এখন রাজার পেছু নি, না তোমার সঙ্গে পাঁচীর মার বাড়ী যাই?

ব্রহ্মণ্য। তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি উপায় ক'চ্চি। আমি তোমার রাজার একটা মস্ত জজমান জুটিয়ে দিচ্চি।

সদা। ছোক্‌রা, তুমি পোক্ত আছ; এখন আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি কর দেখি। তোমার তো দু'দশটা খদ্দের আছে বল্লে, আমায় গোটা দুই বাড়ী ছেড়ে দিয়ে একবার প'রখে নাও। দেখ, রাজার সঙ্গে থেকে মুখটা বিগড়ে গেছে, ভাল ভাল সামগ্রীটে কিছু খেতে ভালবাসি।

ব্রহ্মণ্য। দাদা, আমিও।

সদা। তবে চল, যেখানে হোক লাগিয়ে দাও।

উভয়ের গীত।

ব্রহ্মণ্য। উদরটী ব্রহ্মাণ্ড, দাদা, বুঝ্‌বে কে ভাই এর কদর।
সদা। আমারও ব্রহ্মাণ্ড খুদে, এটীও জবর উদর ॥
ব্রহ্মণ্য। আমায় যে যা দেয়—তাই খাই,
সদা। আমারও ভাই—তাই,
রসকরা পক্কান্ন মিঠাই—সাম্‌নে দিতেই নাই;
ব্রহ্মণ্য। আমার ক্ষীরসর নবনীর উপর ঝোঁক,
সদা। আমারও ওই রোগ—
বুঝ্‌বে দাদা, দু'চার রকম পরখ আগে হোক;
ব্রহ্মণ্য। আমি ক্ষীরে ভাসি দিবানিশি, ক্ষীরোদবিহারী,
সদা। ক্ষীরখোর রসনা আমার, আমি কোন্ হারি;
উভয়ে। যার ঘরে ভর ক'র্‌বো রে ভাই, তারই বেজায় বরাত জোর ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

——ঃ*ঃ——

বন।

বেদমাতা উপবিষ্টা।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। কে এ রমণী, এ নিবিড় বনে একাকিনী বসে আছে? তেজস্বিনী জোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি—যেন ধ্যানগঠিতা! মা, কে তুমি?

বেদ। বাবা, আমায় জান না? আমি তোমার হিতৈষিণী; যথন তুমি গর্ভে, তথন থেকে তোমার মঙ্গল কামনা করি।

বিশ্বা। নিশ্চয় কোন পুত্র-শোকাতুরা পাগলিনী! বোধ হয়, আমায় পুত্রজ্ঞান ক'রে, আমার প্রতি স্নেহপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ ক'চ্চে।

বেদ। বাবা, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চ না, আমি তোমার মঙ্গল-কামনাতেই এখানে বসে আছি। তুমি একা—যদি তোমার এই নিবিড় বনে বাস ক'র্‌তে সঙ্কোচ হয়—তাই আমি এগিয়ে বসে আছি। আমি ব্যতীত তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌বে কে, বাবা?

বিশ্বা। মা, আমার কি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে? আমার কি মনোবাঞ্ছা জান, মা? আমি ব্রাহ্মণ হ'বার কামনা করি।

বেদ। তুমি ব্রাহ্মণ হবে কি?—তুমি ব্রাহ্মণ। অজ্ঞানতায় তোমার নয়ন আবদ্ধ আছে, তাই আপনাকে চিন্‌তে পাচ্চ না। যথন চিন্‌বে, তথনি বুঝ্‌বে—তুমি ব্রাহ্মণ।

বিশ্বা। কিরূপে চিন্‌ব ?

বেদ। তপস্যায় চিত্ত শুদ্ধি কর, আমি তোমায় চিনিয়ে দেব।

(বেদমাতার গীত)

বিড়ম্বনা, যে চেনে না, আমায় চেনা খুব সোজা।
সেই চেনে, যার নাইকো মনে, গাঁট দেওয়া সাতপাঁচের বোঝা॥
গেরোর ফেরে ঘুরে ঘুরে, থাকি কাছে, যায় সে দূরে,
চিন্‌বে বল কেমন ক'রে, আঁধারে যার চোখ বোজা ?
মনে-মুখে একই বলে, সিদে পথে সদাই চলে,
চিন্‌তে পারে সরল প্রাণ হ'লে ;
তার কাছে তফাৎ থাকি, ভাবের মিলে যার গোঁজা॥

[বেদমাতার প্রস্থান।

বিশ্বা। মাগো, আমি ক্ষত্রিয়কুমার, তপ শ্রুতই আছি ; কিরূপে তপাচরণ ক'র্‌তে হয়, তা জানি না। আমার উপদেষ্টা নাই ; এস, মা, তুমিই আমার উপদেষ্টা হ'য়ে আমায় শিক্ষা প্রদান কর।

(বেদমাতার পুনঃ প্রবেশ)

বেদ। শুন বৎস, চঞ্চল মানব মন,
সংযম কারণ, তপ প্রয়োজন ;
যথাযোগ্য অনুষ্ঠান বিনা,
সংযম না হয় কদাচন।
রসাদি ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় বর্জ্জন—
প্রথম সোপান তপস্যার।

তপঃ বিঘ্ন—চিত্তের বিক্ষেপ।
ইন্দ্রিয়াদি না হ'লে দমন,
সুখ-দুখ মাঝে দোলে মন,
সংযম না হয় তায়।
সেই হেতু তরুর সমান,
শীত, তাপ, ঝঞ্ঝাবাত, বরিষার বারি,
তাপসের সহ্য প্রয়োজন।
করে তরু, বায়ু হ'তে আহার সংগ্রহ,
বায়ুভক্ষ্য তরু সম তাপস জীবন ;
তরু সম কঠোর আচারে
হয়, বৎস, তপস্যার পথে অগ্রসর।

বিশ্বা। কহ মাতা, ভৌতিক এ দেহ,
আশৈশব অন্যরূপ নিয়মে পালিত,
এ কঠোর ব্রত তবে কিরূপে সহিবে ?
কিরূপে হইবে, মাতা, এ দেহ রক্ষিত ?
কেমনে তপস্যা-পথে হব অগ্রসর ?

বেদ। মনের প্রকৃতি, বৎস, অজ্ঞাত তোমার,
সেই হেতু হয় তব ডর।
ভ্রমবশে ভাবে মন আমি অতি ক্ষীণ,
সুখ-দুঃখ শীত-তাপাধীন ;
কিন্তু যবে হয় উদ্বোধন,
আপনারে জানে যবে মন,

বুঝে—আমি মহাশক্তিমান।
সে শক্তি প্রভাবে
অসম্ভব সকলি সম্ভবে।
মনের প্রভাবে—তরুর প্রকৃতি লভে দেহ।
শীততাপে না হয় কাতর,
আত্মজ্ঞানে রহে নিরন্তর,
নারায়ণে প্রত্যক্ষ হৃদয়ে হেরে।
রহ তপস্যা-মগন,
ইষ্টলাভ নিশ্চয় হইবে।
তপ—তপ—তপ—
অন্য পন্থা নাহি কিছু আর।

[বেদমাতার প্রস্থান।

বিশ্বা। আরেরে, ভৌতিক দেহ,
নহি আর তোমার অধীন,
তুমিই আমার দাস,
দাস নহি তোমার কদাচ।
হও আজ্ঞাবাহী,
সিদ্ধ কর মম প্রয়োজন।
কর ইন্দ্রিয় দমন,
তপোবিঘ্ন না হয় আমার।

অনিল হইতে কর ভোজ্য আহরণ,
কুম্ভকে করহ শ্বাসরোধ,
দেহি-বোধ ভ্রান্তি আর না দেহ আমারে।
তপ—তপ, মহাতপে হব নিমগন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বন।

বিশ্বামিত্র।

বিশ্বামিত্র। চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া অনল,
হেঁট মুণ্ডে ঊর্দ্ধপদে—
সহস্র বৎসর করিলাম ঘোর তপ;
অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রি শেখরে,
বিনা আবরণে
বহুদিন হরিলাম ধ্যানে।
দ্রবময়ী হইয়া তুষার
প্রবাহিত স্রোতস্বতীরূপে,
মগ্ন তাহে রহিলাম কত কাল;
কিন্তু সকলি বিফল—
রাজর্ষিত্ব লাভ মাত্র হইল আমার!
বশিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি—আমি রাজর্ষি কেবল,
ধিক্ ধিক্ শতধিক্ ক্ষত্রিয়-জনমে!

(বেদমাতার প্রবেশ)

বেদমাতা। কেন বাবা, কেন এমন আত্মধিক্কার ক'চ্চ ?

বিশ্বা। মা তুমি না ব'লেছিলে, তপস্যা করো, ব্রহ্মর্ষি হবে! কঠোর তপস্যা ক'র্‌লেম—কি ফল হ'লো? আজ লোকপিতামহ দেবগণ পরিবৃত হ'য়ে এসে আমায় রাজর্ষি নামে সম্ভাষণ ক'রেছেন মাত্র। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, যদি তার সমকক্ষ না হই, আমার জীবন বৃথা। আমি কামনা ক'রে দেহত্যাগ ক'র্‌বো, পরজন্মে যা'তে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ হয়।

বেদ। বৎস, জান কি রাজর্ষি কিবা—
কি প্রভাব তার ?
মহা ভাগ্যোদয়ে হয় রাজর্ষিত্ব লাভ।
ব্রহ্মা-বরে রাজর্ষিত্ব করিয়া অর্জ্জন—
মহা শক্তি ধরো তুমি,
অচিরে হইবে তব শক্তির প্রচার ;
দেবদলে পুরন্দর পাবে তাহে ত্রাস,
চমৎকৃত হবে ত্রিভুবন ;
ব্রহ্মা আসি বরপ্রার্থী হইবে তোমার।
না করো সংশয়,
কভু মম বাক্য মিথ্যা নয়,
কিন্তু জেন' সোপানারোহণ—
উচ্চ স্থানে উত্থানের হেতু—প্রয়োজন!
রাজর্ষিত্ব সোপান করিয়া আরোহণ,

ক্ষত্রিয়তাপস করে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ;
সে সোপান আরোহণ করিয়াছ তুমি।
অগ্রে তব শক্তির বিকাশ
ত্রিভুবনে করহ প্রচার।
রজোগুণী মহাশক্তি জন্মেছে তোমার,
যেই মহাশক্তিবলে সৃষ্টিকর্ত্তা ধাতা।
রাজর্ষিত্ব সামান্য না কর, বৎস, জ্ঞান।

বিশ্বা। মা, তুমি কে? তোমার আশ্বাস-বচনে হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়।

বেদ। বৎস, যে দিন ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ক'র্‌বে, সেইদিন তোমার নিকট পরিচিত হব। তুমি আমার সন্তান, তোমার উন্নতিতে আমার উন্নতি। যেদিন তোমার পূর্ণ উন্নতি হবে, সেদিন তুমি আর আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে না, তুমি আপনি বুঝ্‌বে—আমি কে? বৎস, চঞ্চল হ'য়ো না, আজই তোমার তপঃপ্রভাব তোমার অনুভূত হবে। জেনো তোমার মাতা কেবল তোমায় গর্ভে ধারণ ক'রেছেন, আমি চিরদিন তোমার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত।

বিশ্বা। মা, মা, তুমি আমায় বলো—কে তুমি?

বেদ। আমার পরিচয় অনুভূত হয়, শুনে বুঝ্‌তে পারে না।

গীত।

দেখ্‌তে পাবে মনে মনে, সাম্‌নে দেখে চিন্‌বে না।
প্রাণ খোলো—প্রাণ জানিয়ে দেবে, তা না হ'লে জান্‌বে না॥

অন্তরঙ্গ থাকি অন্তরে, মনের ফেরে রাখে অন্তরে,
দূর ভেবে যে পর ক'রেছে, বুঝ্‌বে কি করে!
শুক্‌নো ধ্যানে পায়না ঠিকানা,
সন্দ এসে দ্বন্দ্ব বাধায়—ভাবে এই কি না!
আমি প্রাণময়ী প্রাণে থাকি, প্রাণ দে আমায় যায় কেনা॥

[বেদমাতার প্রস্থান।

বিশ্বা। নিশ্চয় পাগলিনী! আমার সদৃশ কোন বালককে প্রতিপালন ক'রেছিল, ক্ষিপ্ততাবশে আমায় সেই পালিত পুত্র বিবেচনা করে। যাই হোক, পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হই। ব্রহ্মর্ষিত্বলাভ বা দেহ-পাতন—এই আমার দৃঢ়সঙ্কল্প!

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুর।

ত্রিশঙ্কু ও বদরী।

ত্রিশঙ্কু। রাণী—রাণী, এবার এক ভারি মতলব ক'চ্চি।

বদরী। নাও—নাও, আর তোমার মতলবে কাজ নেই। তুমি এক একটা মতলব ক'র্‌বে, আর আমার প্রাণ বেরোবে। মতলব ক'র্‌লে এক বারের জলবিহার ক'র্‌বো—তা' জলে জলেই বেড়ালে,

একবার ডেঙ্গায় নাব্‌তে দিলে না। বন ভ্রমণ তো বন ভ্রমণ, মানুষের মুখ দেখ্‌বার যো নেই; গাছ দেখ—লতা দেখ—পাখী দেখ—আর চাঁপদেড়ে জটামাথায় সন্ন্যাসী দেখ—

ত্রিশঙ্কু। না, না—এবার ও সব নয়, এবার মহা ধূমের যজ্ঞ।

বদরী। হ্যাঁ গা—তোমার যজ্ঞ ক'রে অরুচি হয় না? এইতো গুনে হাজার যজ্ঞ ক'র্‌লে, আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ, এক কাপড়ে সমস্ত দিন উপোস ক'রে থাকা, হোমের ধোঁয়ে চোখ কাণা হ'তে ব'সেছিল!

ত্রিশঙ্কু। এবার বড় মজার যজ্ঞ, এই যজ্ঞ ক'রেই ও কাজ খতম্! যাক্—যজ্ঞের মুড়ো মেরে দেব'।

বদরী। এ আবার কি যজ্ঞ শুনি?

ত্রিশঙ্কু। আমি সশরীরে স্বর্গে যাব।

বদরী। না, না, অমন সর্ব্বনেশে যজ্ঞ ক'রো না।

ত্রিশঙ্কু। আমি কি এক্‌লা যাব, তোমায় নিয়ে যাব।

বদরী। ও মা গো, কি সর্ব্বনেশে কথা গো!

ত্রিশঙ্কু। স্বর্গে যাব, আবার সর্ব্বনেশে কথা কি?

বদরী। সে ম'রে তখন স্বর্গে যাওয়া যাবে, এখন ও সব কাজ নেই।

ত্রিশঙ্কু। আরে ম'লে তখন মজা হবে কি? এই জ্যান্তে স্বর্গে গিয়ে তোমার হাত ধ'রে এখানে বেড়াবো ওখানে বেড়াবো; কোথাও অপ্সর-অপ্সরা নাচ্‌চে, দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখ্‌লুম্; শচীর সঙ্গে দেবরাজ সুধাপান ক'চ্চে, হলো তোমার সঙ্গে ব'সে গেলুম, দু'পাত্র পান ক'রলুম; নন্দনকাননে বেড়িয়ে এটা সেটা ফুল তুলে একটা

তোড়া কর্‌লুম, হয়তো—একটা পারিজাত ছিঁড়ে তোমার খোঁপায় পরালুম।

বদরী। দোহাই তোমার, এখন ওসব কাজ নেই, ম'লে তখন খোঁপায় পারিজাত পরিও।

ত্রিশঙ্কু। আরে জানো না—মজা জানো না, এই চাঁদ তো দেখ চাকা-পানা উঠ্‌ছে, সেখানে সে রকম চাঁদ নয়, সখের প্রাণ ছোঁড়া-চাঁদ—সুধামেখেই বেড়াচ্চে!

বদরী। আর সূর্য্যি?

ত্রিশঙ্কু। সেও ছোঁড়া—ঝক্‌মক্ ক'রে বেড়াচ্চে,—সে দেখ্‌তেই এক তামাসা!

বদরী। তাই দেখ্‌বে,—আর সর্দ্দিগর্ম্মি হবে না?

ত্রিশঙ্কু। তোমার যে আক্কেল কিছু নেই, তোমায় বোঝাই কি করে? সর্দ্দিগর্ম্মির সূর্য্যি ঐ চাকাপানা যেটা ওঠে,—স্বর্গের সূর্য্যি বড় মোলাম সূর্য্যি।

বদরী। না, না দোহাই তোমার, স্বর্গে যেতে পার্‌বো না, মানুষের মুখ না দেখ্‌লে দম ফেটে মর্‌বো। বিকট বিকট মুখ গো, ওসব পূজা ক'র্‌তেই ভালো। কেউ শুঁড় দোলাচ্চে, কেউ জিব মেলিয়ে দাঁত খাম্‌টি মেরেছে, কেউ ষাঁড়ে চড়েছে,—কারও চারটে মাথা, কারো পাঁচটা মাথা, কারো গাময় চোখ—প্যাট্‌ প্যাট্‌ ক'রে চেয়ে র'য়েছে,—মাগো—স্বর্গে যাওয়ায় আর কাজ নেই!—মরবার পর চোখকাণ বুজে স্বর্গে থাকা যাবে, এখন ও সবে কাজ নেই।

ত্রিশঙ্কু। সে তুমি না যাও, আমি যাবই যাব। বশিষ্ঠকে ডাক্‌তে

পাঠিয়েছি, এলেই ফৰ্দ্দ ক'র্‌ছি, সশরীরে স্বর্গ যাবার যজ্ঞে কি কি চাই।

বদরী। দেখ—আমি মানা ক'চ্চি, ও যজ্ঞ ক'র্‌তে পাবে না।

ত্রিশঙ্কু। আমি যখন ধ'রেছি, সে ক'র্‌বোই ক'র্‌বো, আমার কথা মিথ্যা কখনই হবে না। দেখেছ, আমি কখনো তোমায় তামাসা ক'রে মিথ্যে কই? সেই যখন এক বৎসর জলবিহার ক'রেছিলুম, ডাঙ্গায় একবার পা'টী দিতে দিয়েছিলুম? আমার যে কথা—সেই কাজ।

বদরী। তা তোমার কাজ তুমি করগে—আমি যজ্ঞে যাচ্চি নি। ও মা সখ দেখ, সশরীরে স্বর্গে যাবেন! কেন বল দেখি—এই সব ছেড়েছুড়ে তাড়াতাড়ি স্বর্গে যাওয়া? মানুষের মতন কথা কও তো গায়ে সয়, আমি ও সব ভালবাসি নে।

ত্রিশঙ্কু। তুমি না যাও নেই যাবে, আমি একলাই যজ্ঞ ক'র্‌বো।

বদরী। ওগো শোনো—ভাল কথাই বল্‌চি। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার নানা হাঙ্গাম আমি শুনেছি,—বছর কতক পা উঁচু ক'রে থাক্‌তে হয়,—বছর কতক পা গাছে বেঁধে ঝুল্‌তে হয়, বছর কতক চার-দিকে আগুন জ্বেলে ব'স্‌তে হয়, বছর কতক খালি হাওয়া খেতে হয়,—বছর কতক গলা ডুবিয়ে জলে ব'সে থাক্‌তে হয়, অত হাঙ্গামায় কাজ নাই, ও সব ক'র্‌তে গেলে একটা উৎকট ব্যামো স্যামো হ'য়ে যাবে।

ত্রিশঙ্কু। আমি যখন ধ'রেছি, তখন ছাড়ছি নে।

বদরী। ওঁর মুরোদ ভারি, সশরীরে স্বর্গে যাবেন! তুমি কখনো

যেতে পার্‌বে না, এ তোমার কর্ম্ম নয়, সে শূন্যে উড়ে তবে স্বর্গে উঠ্‌তে হবে।

ত্রিশঙ্কু। কি—যেতে পার্‌বো না?—বাজী ফেলো।

বদরী। না না, আর বাজীতে কাজ নাই—থামো।

ত্রিশঙ্কু। পেছুচ্চ কেন—বাজী ফেলো না?

বদরী। বাজী আর কি বাজী—ডিগ্‌বাজী।

ত্রিশঙ্কু। বেশ কথা, একশো ডিগ্‌বাজী বাজী রইলো। যে হার্‌বে, সে একশো ডিগ্‌বাজী খাবে। এই আমি চল্লুম, বশিষ্ঠের আস্‌তে দেরি হ'চ্ছে—আমি চল্লুম।

[ত্রিশঙ্কুর প্রস্থান।

বদরী। ওগো দাঁড়াও—দাঁড়াও—

[পশ্চাৎ প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

বশিষ্ঠের আশ্রমের সম্মুখভাগ।

শক্ত্রি।

(ত্রিশঙ্কুর প্রবেশ)

শক্ত্রি। স্বাগত মহারাজ!

ত্রিশঙ্কু। প্রণাম হই, দেখ দেখি—তোমার বাপের আক্কেল দেখ দেখি! আমি তাঁর যজমান, আমার ক্রিয়া ক'র্‌তে অস্বীকার ক'র্‌লেন।

শক্তি। আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না, বোধ হয় তিনি কোন দেবকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, সময়ান্তরে তাঁর নিকট উপস্থিত হ'য়ে প্রার্থনা জানাবেন।

ত্রিশঙ্কু। না, না—একেবারে এ কাজ ক'র্‌বোই না ব'লে দিলেন। ওঁর আর বৃদ্ধ হ'য়ে মন্ত্রতন্ত্র আসে না বোধ হয়।

শক্তি। মহারাজ, পিতাকে অমন কথা ব'ল্‌বেন না, তাতে আপনার অকল্যাণ হবে।

ত্রিশঙ্কু। সত্য কথা ব'ল্‌ছো এতে আর কল্যাণ-অকল্যাণ কি? আমি সহস্র যজ্ঞ সম্পাদন ক'রেছি জানতো? ছেলেবেলা থেকেই তো রাজপুরে ফলার ক'রতে যাও, মনে নাই?

শক্তি। তারপর বলুন?

ত্রিশঙ্কু। আমি ওঁরে বল্‌তে গেলুম যে আমি মহাপুণ্যবান্, তাতো ঠাকুর জানো, এখন মানস ক'রেছি সশরীরে স্বর্গ যাবার জন্য যজ্ঞ ক'র্‌বো। তাতে তিনি বল্লেন কি জানো?—"না না হবে না—হবে না—সে যজ্ঞ হবে না।" কেন হবে না—টাকা খরচ ক'র্‌বো, হবে না কেন? এইতেই বলি, বুড়ো হ'য়ে সব ভুলে গেছেন! তুমি শুন্‌তে পাই দশকর্ম্মান্বিত হ'য়েছ, চলো, আমার যজ্ঞ ক'র্‌বে।

শক্তি। মহারাজ, যে কার্য্যে পিতা অসম্মত, আমি সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে পারি না।

ত্রিশঙ্কু। তিনি জানেন না—তাই অসম্মত, তুমি যদি না পারো—স্পষ্ট বল্লো, আমি আলাদা পুরোহিত দেখি। সশরীরে স্বর্গে আমার

না গেলেই নয়, রাণীর সঙ্গে বাজী রেখে এসেছি। এখন যা হয় একটা স্পষ্ট জবাব দাও।

শক্তি। মহারাজ তো আমার উত্তর শুনেছেন। যাতে পিতা অসম্মত, তাতে কি আমি সম্মত হ'তে পারি?

ত্রিশঙ্কু। আরে নাও নাও, তোমার বাপের গুমর রাখ। তিনি চীনদেশে গিয়েছিলেন, বলেন তারামন্ত্র সিদ্ধ হ'তে, তা নয়, সুরাপানের ঝোঁক হ'য়েছিল। তিনি মদ্যপান ক'রেছেন, অখাদ্য খেয়েছেন, তাঁর কি আর বাম্‌নাই আছে যে যজ্ঞ ক'র্‌বেন? যদি যজমান রাখ্‌তে চাও, এসো, একশো ভাই আছ, ভাল ভাল চেলির জোড় দেবো, যজ্ঞকুণ্ড ঘেরে ব'সবে চলো,—তারপর জান তো,—আমি মুক্তহস্ত পুরুষ, সোণার থাল, সোণার বাটি, সোণার ঘটী, সোণার গাড়ু, সোণার ঘড়া জোনাজুতি দেবো, আর দক্ষিণে আর সিদেতে দু'বছর এখন সংসার পানে চাইতে হবে না। বুঝ্‌লে, এত বড় ভারি যজমান ঘরটা ছেড়ো না।

শক্তি। না মহারাজ, আমার পিতা যে কার্য্যে অসম্মত, আমি সে কার্য্যে সম্মত হবো না।

ত্রিশঙ্কু। তোমার বাপ যদি এখন উচ্ছন্ন যায়! আর উচ্ছন্ন যাওয়া কারে বলে বলো? মদ খেলেন, অখাদ্য খেলেন, তুমিও কি সেই পথে চ'লবে? তোমার বাপ গোল্লায় গিয়েছে, বাম্‌ন্নাই আর ওতে নাই!

শক্তি। আরে নরাধম, পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মর্ষির নিন্দা ক'চ্চিস! তোর চণ্ডালের ন্যায় বুদ্ধি, তুই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হ।

[শক্তি র প্রস্থান।

ত্রিশঙ্কু। এঁ্যা—শাপ দিলে নাকি—শাপ দিলে না কি! দিক্ শাপ, আমি সশরীরে স্বর্গে যাব, তবে ছাড়্বো।

[ত্রিশঙ্কুর প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

বনমধ্যস্থ নদীতীর।

(চণ্ডাল প্রকৃতিগ্রস্ত ত্রিশঙ্কুর প্রবেশ)

ত্রিশঙ্কু। ওরে বাপ্‌রে, ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে কোথায় এলুম রে! আমায় নিশিতে পেলে না কিরে? ও মন্ত্রি, মন্ত্রি, ভেড়ের ভেড়ে কোথায় গেলরে! ও সেনাপতি, ও সেনাপতি, কোন সম্বন্ধীই যে নাই দেখ্‌ছি! ওঃ তেষ্টায় ছাতি শুকিয়ে যাচ্চে! এই নদী থেকেই দু' আঁচলা জল তুলে খাই। (নদীতীরে জলপানে অগ্রসর হইয়া স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শনে) ও বাবা, এ কার মুখ রে? এ নদীতে একটা রাক্ষস আছে না কি রে? আরে ছ্যা ছ্যা ছ্যা, ঐ টে আমার মুখ? আমার মুখই তো বটে! এ যে আমি যা ক'চ্চি—ও-ও তাই ক'চ্চে, এতো আমার মুখই বটে! ঐ ভেড়ের ভেড়ের শাপ লেগে গেছে গো! তাই তো রে—কি করি রে! আমি যে সশরীরে স্বর্গে যাব, আমি যে রাণীর সঙ্গে বাজী রেখেছি। হায় হায় কি হ'লোরে—কি হ'লো!

(ব্রহ্মণ্যদেব ও সদানন্দের প্রবেশ)

ব্রহ্মণ্য। ঐ রাজা, ওকে বিশ্বামিত্রের যজমান ক'রে দাও।

সদা। ওঃ! এতদিনে ছোক্‌রা তোমায় চিন্‌লুম; তুমি রাক্ষসের বাচ্ছা!

ব্রহ্মণ্য। কেন তুমি আমায় কটু ব'লছ?

সদা। কটু কেন ব'ল্‌বো—স্বরূপ ব'ল্‌ছি। বুঝ্‌লুম, এতদিন কেন ননী-ছানা খাইয়ে নিয়ে বেড়িয়েছ!

ব্রহ্মণ্য। কি বুঝেছ?

সদা। দিব্যি নধর মাংস পাঁচকুটুম্ব মিলে আহার ক'র্‌বে, আর কি! তোমার সুবাদে উনি কে হন?

ব্রহ্মণ্য। আমার কে হবে, উনি যে রাজা ত্রিশঙ্কু।

সদা। রাজা ত্রিশঙ্কু যদি ওঁর সাম্‌নে প'ড়ে থাকেন, তবে ওঁর পেটে আছেন।

ব্রহ্মণ্য। না না, আমি সত্য বল্‌ছি, উনি রাজা ত্রিশঙ্কু, বশিষ্ঠদেবের পুত্রের অভিশাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছেন।

সদা। বুঝেছি—বুঝেছি, তোমার উনি কে হন?

ব্রহ্মণ্য। আমার কে হবে?

সদা। তবে ওঁর খোরাকের জন্য আমায় এনেছ কেন?

ব্রহ্মণ্য। দেখ্‌ বামুণ, যাবি তো যা, নইলে তোর্‌ ঘাড় ভাঙ্গ্‌বো।

সদা। সে তো গোড়া থেকেই পার্‌তে, এতদুর টেনে আন্‌লে কেন? তা দেখ, ওঁর মুখে দিয়ে আর কি ক'চ্ছ, পেছন থেকে দু'খাবল রাংয়ের মাংস কাম্‌ড়ে নিয়ে আমায় ছেড়ে দাও।

ব্রহ্মণ্য। ঠাকুর, তুমি দেখো না, ওকে বাগাতে পার্‌লে দিব্য খোরাক চ'ল্‌বে।

সদা। তোমাদের চল্‌বে, আমার হাড় ক'খানি প'ড়ে থাক্‌বে।

ব্রহ্মণ্য। কথা শোনো না ; ওর কাছে যাও না।

সদা। তুমিই কেন গিয়ে, যে কথা বল্‌বার ব'লে এসো না, আমার উপর বরাত দিচ্চ কেন ?

ব্রহ্মণ্য। ও আমায় দেখ্‌তে পাবে না।

সদা। তা দেখ্‌বে কেন ? আমার মতন নাদুস্ নুদুস্ হ'লে দেখ্‌তো।

ব্রহ্মণ্য। তবে দেখ, এই ঘোর বনে তুমি একলা থাকো !

[ব্রহ্মণ্যদেবের প্রস্থান।

সদা। তাই তো বাবা, এ ঘোর বনই তো বটে ! এ ছোঁড়ার ধাপ্পায় প'ড়ে শেষ রাক্ষসের মুখে এসে প'ড়্‌লুম !

ত্রিশঙ্কু। হা ভগবান্—হা ভগবান্—চণ্ডাল হ'য়ে গেলুম ! তবে সশরীরে স্বর্গে যাই কি ক'রে ?

সদা। অ্যাঁ, ও কি ঢং ক'রে বুলি ঝাড়্‌ছে। এগুই, যা থাকে অদৃষ্টে।

ত্রিশঙ্কু। এখন বন থেকে বেরুই কি ক'রে ! ঐ যে কে একজন র'য়েছে, ওকে পথ জিজ্ঞাসা করি ; ও হয়তো বলে দিতে পার্‌বে। অহে, অহে—একটা কাজ ক'র্‌তে পারো ?

সদা। কি, সুড়্‌সুড়্‌ ক'রে তোমার মুখের মধ্যে সেঁধোবো না কি, তুমি চুসে হাড় ক'খানি বার ক'রে দেবে ?

ত্রিশঙ্কু। চুস্‌বো কি, আমি পথ দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, আমায় পথ দেখিয়ে দাও। কোন্ পথে যাব—বলে দাও ?

সদা। এই যে সাম্‌নে নদী, উলে বরাবর সিদে তলা দিয়ে চ'লে যাও।

ত্রিশঙ্কু। না, না, ডুবে যাব যে, আমি তেমন সাঁতার জানি না। আমি রাজা ত্রিশঙ্কু, পথ দেখিয়ে দাও, তোমায় তোমার ওজনে সোণা দেবো।

সদা। রাজা ত বুঝ্‌লুম, তা এ রাজমূর্ত্তিই বা পেলে কোথায়, আর এখানে এসেই প'ড়েছ কি ক'রে ?

ত্রিশঙ্কু। ঐ ভেড়ের ভেড়ে বশিষ্ঠের ছেলেটা শাপ দিয়েছে গো,—আমি কেমন দিক্ ঠাহর পাচ্চিনে।

সদা। না পেয়েছ বেশ করেছ ; ঐ দুষমন চেহারা নিয়ে রাজ্যে খাড়া হ'লে প্রজারা রাজ্য ছেড়ে পালাতো।

ত্রিশঙ্কু। দোহাই বাবা, পথ দেখিয়ে দে বাবা, আমি সশরীরে স্বর্গে যাব বাবা, একটা জবর মুনিটুনি দেখে পুরোহিত ক'রে যজ্ঞ ক'র্‌বো, বাবা !

সদা। (স্বগত) দেখি, গিয়েছি, না যেতে আছি ; মহারাজের কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা পাই। (প্রকাশ্যে) পুরোহিত খুঁজ্‌ছ—মহাতপা বিশ্বামিত্র এই বনে থাকেন,—তাঁর শরণাপন্ন হ'তে পারো ?

ত্রিশঙ্কু। খুব পারি, বাবা, খুব পারি, আমি তাকেই তো চাই, তার বশিষ্ঠের সঙ্গে ঝগড়া, আমি তাকেই পুরোহিত ক'র্‌বো, তাকেই পুরোহিত ক'রবো।

সদা। তা দেখ, ঐ তিনি আস্‌ছেন, একেবারে পায়ে জড়িয়ে কেঁদে পড়ো, কিছুতেই ছেড়ো না।

[সদানন্দের প্রস্থান।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। আজ হ'তে অনাহারে মহাতপে নিমগ্ন হবো, হয় অভীষ্ট লাভ না হয় দেহের পতন। যদি শাস্ত্রবাক্য সত্য হয়, তপোফলে ইষ্টলাভ নিশ্চয় হবে। কে এ রমণী—এ তো পাগলিনী নয়! এ যে আমায় শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিলে যে তপোপ্রভাবেই ব্রাহ্মণ, তপস্যাই ব্রাহ্মণত্ব। ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণে তপস্যা শিক্ষা হয়,—এই ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণের গৌরব। যার নির্ম্মল চিত্ত, বেদমাতা গায়ত্রী তাঁর প্রতিই প্রসন্না হন, আমারও প্রতি প্রসন্না হবেন।

ত্রিশঙ্কু। ও বাবা, ও বাবা, তুমি বিশ্বামিত্র বটে—বাবা? আমি তোমার শরণাগত—বাবা, তুমি আমায় রক্ষা করো—বাবা!

বিশ্বা। কে তুমি?

ত্রিশঙ্কু। আমি রাজা ত্রিশঙ্কু, বাবা।

বিশ্বা। তোমার এ আকার কি নিমিত্ত?

ত্রিশঙ্কু। ঐ ভেড়ের ভেড়ে বশিষ্ঠের ছেলে শক্তি্টে আমায় শাপ দিয়েছে, বাবা!

বিশ্বা। কি নিমিত্ত শাপ দিয়েছেন?

ত্রিশঙ্কু। আমি সশরীরে স্বর্গে যাব ব'লে বশিষ্ঠের নিকট বল্লুম, "যজ্ঞ ক'রবে এসো"। বেটা বল্লে, "হবে না।" আমি ভাল মানুষি ক'রে ভাব্‌লুম একেবারে পুরোহিত ঘরটা ছাড়্‌বো—তাই তার ছেলের কাছে গেলুম—সে ব্যাটা শাপ দিলে, বাবা! তুমি আমায় রক্ষা কর, বাবা! আমি রাণীর সঙ্গে বাজী রেখে এসেছি, বাবা; সশরীরে স্বর্গে যাব! আমি শরণাগত,

তুমি আমার পুরুত হও, বাবা, শরণাগতকে পায়ে ঠেল না, বাবা!

বিশ্বা। রাজন্, তোমার অনুরোধ কিরূপে রক্ষা ক'র্‌বো? তুমি সংসারী, আমি সংসারত্যাগী, তোমার পুরোহিত কিরূপে হব?

(সুনেত্রার প্রবেশ)

সুনেত্রা। না, প্রভু, তুমি তো ত্যাগী নও, তুমি যে সস্ত্রীক তপস্যা ক'র্‌ছ? আমি যে তোমার তপের সহায়, তোমার সহধর্ম্মিণী!

বিশ্বা। কেও, রাণী!

সুনেত্রা। আমি রাণী নই, আমি তাপস-সহধর্ম্মিণী—তপস্বিনী।

বিশ্বা। তুমি কোথায় ছিলে?

সুনেত্রা। আমার স্বামীর আশ্রমে—এই তপোবনে।

বিশ্বা। ওঃ, এতদিনে বুঝ্‌লেম, কে আমার পুষ্প আহরণ ক'র্‌তো!—কে বারি আনয়ন ক'র্‌তো! কে স্থান মার্জ্জনা ক'র্‌তো! সত্যই তুমি আমার সহধর্ম্মিণী! দেখ, এই এক বিপদ উপস্থিত, রাজা শরণাগত।

সুনেত্রা। এ আর বিপদ কি, প্রভু, আপনি ব্যতীত এই শাপগ্রস্ত রাজাকে আশ্রয় দিতে কার শক্তি হবে? এই দীন শরণাগতকে আশ্রয় দিয়ে জগতে আপনার শক্তি প্রকাশ করুন—রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

বিশ্বা। প্রিয়ে, সত্য বলেছ, শরণাগতকে আশ্রয় দানই প্রধান তপস্যা। (ত্রিশঙ্কুর প্রতি) মহারাজ, আমি আপনার পৌরহিত্য

গ্রহণ ক'র্‌লেম। আপনি যজ্ঞের উদ্যোগ করুন, আমি সে যজ্ঞ পূর্ণ ক'র্‌বো।

ত্রিশঙ্কু। এই তো ঋষি—একেই বলিতো ঋষি! নইলে—ভেড়ো! বশিষ্ঠ—ভেড়ো! বাবা, আমি এই দণ্ডেই উদ্যোগ ক'র্‌বো। তোমার কৃপায় আমি পথ চিন্‌তে পেরেছি, বাবা! আমি এক দৌড়ে রাজ্যে পঁহুচিচ্ছি; বাবা,এ চেহারাটা বদ্‌লে দাও, চেহারাটা বড় খারাপ হ'য়েছে!

বিশ্বা। চিন্তা ক'রো না, তুমি ঐ মূর্ত্তিতেই স্বর্গে গমন ক'রে দেব-শরীর প্রাপ্ত হবে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বন-পথ।

বিশ্বামিত্র ও ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র।

ইন্দ্র। কহ, হে রাজর্ষি, একি বুদ্ধিভ্রম তব?
উচ্চ আকিঞ্চন দিয়ে বিসর্জ্জন,
এ কি অসম্ভব প্রয়াস তোমার?
কি পুণ্য-প্রভাবে
ত্রিদিবে ত্রিশঙ্কু যাবে মানব-শরীরে?

ব্রহ্মশাপগ্রস্ত যেইজন,
তপ-জপ করি পরিহার,
পৌরহিত্য গ্রহণ ক'রেছ তুমি তার।
কহি হিতার্থে তোমার,
রহ রত অভীষ্ট সাধনে।
যজ্ঞপূর্ণ কভু কি সম্ভবে?
উপহাসভাজন হইবে লোকমাঝে!
ধর' উপদেশ,
অসম্ভব কল্পনা ক'র না কদাচন।

বিশ্বা। যজ্ঞসূত্রধারী তুমি দেখিতে ব্রাহ্মণ,
কখন কি করো নাই শাস্ত্র অধ্যয়ন?
আশ্রিত রক্ষণ হ'তে উচ্চ কার্য্য কিবা!
উপহাসভাজন হইব লোকমাঝে,
হেন কি আশঙ্কা তব?
ত্রিলোক দেখিবে,
অসম্ভব সম্ভব হইবে
তপের প্রভাবে মম!
নহে শাস্ত্র মিথ্যা—ক্রিয়া মিথ্যা—মিথ্যা সমুদয়!
হে ব্রাহ্মণ, নিজ কার্য্যে করহ গমন,
তব উপদেশ মম নাহি প্রয়োজন।

ইন্দ্র। এ কেমন দুরাশা তোমার?
জান না কি ইন্দ্র হবে বাদী,

ত্রিশঙ্কুরে স্বর্গে স্থান কদাচ না দিবে ?
ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ তব যজ্ঞে না আসিবে,
দক্ষযজ্ঞ সম পণ্ড এ যজ্ঞ হইবে।
হিত হেতু ব্রতী হ'তে নিবারি তোমারে।

বিশ্বা। হীন তুমি, হীন বাণী কহ সেই হেতু!
হয় হ'ক ইন্দ্র বাদী, দেবগণ সনে ;
না আসে বশিষ্ঠ যজ্ঞে, কিবা চিন্তা তায় ?
যজ্ঞপূর্ণ তপোবলে করিব নিশ্চয় !
ত্রিশঙ্কু ত্রিদিবে স্থান নিশ্চয় পাইবে,
মম কার্য্যে বিঘ্ন করে হেন শক্তি কার ?

ইন্দ্র। শুন, হে রাজর্ষি, আমি ইন্দ্রের প্রেরিত ;
ব্রহ্মশাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত যেই জন,
স্বর্গে স্থান কদাচন তাহারে না দিবে।

বিশ্বা। যাও তুমি দেবরাজে কহিও, ব্রাহ্মণ,
ক'রেছি প্রতিজ্ঞা, কভু না হবে লঙ্ঘন।
আশ্রিত-রক্ষণ ধর্ম্ম মম,
ত্রিশঙ্কু আশ্রিত, হ'য়ে আশ্বাসিত,
করিয়াছে যজ্ঞ আয়োজন,
সম্পূর্ণ করিব যজ্ঞ না হবে খণ্ডন।

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

ইন্দ্র। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত যেই জন,
সে পাপিষ্ঠে স্বর্গে স্থান করিলে প্রদান,

পাপ সঙ্গে স্বর্গভ্রষ্ট হইবে দেবতা।
অযথা সমস্ত কার্য্যে বিশ্বামিত্র রত,
ক্ষত্রিয়শরীরে চাহে হইতে ব্রাহ্মণ!
এত দর্প রাজর্ষি হইয়ে,
চাহে স্বর্গে পাপিষ্ঠে প্রেরিতে!
ব্রহ্মর্ষি হইলে নাহি ব্রহ্মাণ্ড রহিবে।
অঙ্কুরে অযথা কার্য্য উচ্ছেদ উচিত,
করিব সঙ্কল্প-ভঙ্গ, স্থির মম পণ!

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

(জনৈক ঋষির সহিত বিশ্বামিত্রের পুনঃ প্রবেশ)

বিশ্বা। ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে সকলেই উপস্থিত হবেন—কেবল বশিষ্ঠের পুত্রেরাই আস্‌বেন না? তাদের আস্‌বার বাধা কি বুঝ্‌লেন?

ঋষি। তাঁরা উপহাস ক’রে বল্লেন, এ আবার কি যজ্ঞ; যজমান চণ্ডাল—যাজক ক্ষত্রিয়! দেবর্ষিগণ সে যজ্ঞে হবিভোজন কদাচ ক’র্‌বেন না। আমরা ব্রাহ্মণ, চণ্ডালপ্রদত্ত ভোজ্য দ্রব্য কিরূপে আহার ক’র্‌বো? ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, সেই কার্য্যে ক্ষত্রিয় প্রবৃত্ত হ’য়ে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ কর্‌বেন—এ অপেক্ষা উপহাসজনক কথা আর দ্বিতীয় নাই!

বিশ্বা। ঋষিবর, বশিষ্ঠের শত পুত্রেরই কি এইরূপ-অভিমত?

ঋষি। আজ্ঞে হাঁ রাজর্ষি!

বিশ্বা। শুন তবে বচন আমার—
অবহেলা এ যজ্ঞে করিবে যেই জন,

ত্রিশঙ্কুরে চণ্ডাল ভাবিয়ে,
অশুচি রাক্ষস মুখে অপমৃত্যু তার!
করেন ক্ষত্রিয় জ্ঞানে অবজ্ঞা আমায়,
শাস্ত্র জ্ঞান নাহি—হেন অবজ্ঞা সে হেতু!
কহি আমি দৃঢ় বাক্যে শাস্ত্র সাক্ষ্য করি,
মম সম তপে রত যে জন রহিবে,
ঋষিত্ব লভিবে,
ব্রহ্মর্ষিত্ব ব্রহ্মা আসি করিবেন দান।
অগ্রে করি যজ্ঞ সম্পূরণ,
করিব সংসারমাঝে আদর্শ স্থাপন,
যাহে উচ্চচেতা হবে উত্তেজিত
ব্রহ্মত্ব করিতে লাভ।
নাহিক বিচার—
ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র বা চণ্ডাল—
তপস্যায় ব্রহ্মত্ব লভিবে।
স্বয়ং নারায়ণ ধরি নরকায়
জন্মিবেন হেন জনে সম্মান কারণে।
হেরিবে সংসার—আচার জাতির মূল।
হইলে আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ—চণ্ডাল।
সদাচারী শবর—ব্রাহ্মণ।
শাস্ত্রমর্ম্ম, লুপ্ত যাহা অযথা ব্যাখ্যায়,
প্রচার করিব ভূমণ্ডলে।

বংশ-অভিমান নাহি রহিবে কাহার,
তপের প্রভাব ব্যক্ত হবে তিন লোকে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

——:o:——

পথ।

সদানন্দ ও ব্রাহ্মণগণ।

১ম ব্রাহ্মণ। নাও, নাও, আর বাম্‌নাইয়ে কাজ নাই, যজ্ঞে চ'ল ; বশিষ্ঠের পুত্রদের মত কি শাপগ্রস্ত হবে?

সদা। তাই তো বটে, ভ্যালা মোর দাদা! 'মিষ্টান্নমিতরে জনা'— আমরা এক পেট খেয়ে আসি চল না!

২য় ব্রাহ্মণ। চল, জাতজন্ম আর কিছু রই'ল না!

১ম ব্রাহ্মণ। কেন কুণ্ঠিত হ'চ্চ? বিশ্বামিত্র যে যজ্ঞে হোতা, সে যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা হবি গ্রহণ ক'র্‌বেন।

২য় ব্রাহ্মণ। করুন ব্রহ্মা হবি গ্রহণ, তাই ব'লে চণ্ডালের অন্ন খেতে হবে?

সদা। মিষ্টান্ন অশুদ্ধ হয় না, দেহে নারায়ণ আছেন, শুদ্ধ ক'রে নেন।

(জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তোমরা কেন ইতস্ততঃ ক'চ্চ? বিশ্বামিত্রকে কি সামান্য ক্ষত্রিয় বিবেচনা কর? যদিচ উনি ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, তথাপি উনি গর্ভ থেকেই ব্রাহ্মণ।

২য় ব্রাহ্মণ। (স্বগত) বুড়ো হ'লে বেজায় লোভী হয়! এতদিন—এর অন্ন খাবো না, ওর অন্ন খাবনা, পট্‌পটানি ক'র্‌লেন—আজ নানাবিধ মিষ্টান্নের লোভে বিশ্বামিত্রকে ক্ষত্রিয়ার গর্ভ হ'তে ব্রাহ্মণ ক'চ্ছেন! (প্রকাশ্যে) ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ব্রাহ্মণ, এ কিরূপ আজ্ঞা ক'চ্ছেন?

সদা। হয়, হয়, ওর বচন আছে—আমরা টোলে প'ড়েছিলুম।

২য় ব্রাহ্মণ। কি বচন আছে, শুনি? অন্যায় কথা ব'ল্‌লে হবে কেন?

সদা। অন্যায় আমার, না অন্যায় ম'শায়ের? ব্রাহ্মণ ভোজনটা পণ্ড ক'র্‌তে ব'সেছেন?

২য় ব্রাহ্মণ। কিসের ব্রাহ্মণ ভোজন! চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ ক'রবো না।

সদা। স্বর্ণপাত্রে দোষ নাই, স্বর্ণপাত্রে দোষ নাই, পুঁথিটে যে আনি নাই, তা' হলে বচনটা তোমায় শোনাতুম। (বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি) বলুনতো, ঠাকুরদাদা মশাই!

২য় ব্রাহ্মণ। (বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি) ইনি কি আপনার পৌত্র?

সদা। খুব পৌত্র! যিনি ফলারের বিধি দেন, আমি তাঁর পৌত্রের পৌত্র!

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। শোন, আমি অন্যায় বলি নাই, সন্দেহ ক'রোনা! বিশ্বামিত্রের জনক গাধি রাজার কন্যাকে, ঋচিক ঋষি গ্রহণ করেন। তিনি

পত্নীর অনুরোধে, গাধিরাজের রাণী এবং স্বীয় পত্নীর নিমিত্ত, উভয়ের পুত্র-কামনায় দ্বিবিধ চরু প্রস্তুত করেন। তাঁর পত্নীর জন্য যে চরু প্রস্তুত হ'য়েছিল, সে চরু ব্রহ্মতেজপূর্ণ, অপর চরু ক্ষত্রিয়তেজপূর্ণ। কিন্তু মাতার অনুরোধে, কন্যা তার চরু মাতাকে প্রদান করে এবং মাতার চরু নিজে ভক্ষণ করে। সেই চরুপ্রভাবে, গাধিরাজ-মহিষীর গর্ভে ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—তিনিই এই বিশ্বামিত্র।

২য় ব্রাহ্মণ। আপনার এক কথা, চরুর প্রভাবে! তবে ঋচিকের ক্ষত্রিয় পুত্র হয় নাই কেন?

সদা। হ'য়েছে, হ'য়েছে, সে আমি জানি—সে দিগ্বিজয়ে গিয়েছে!

২য় ব্রাহ্মণ। (সদানন্দের প্রতি) এরও তোমার বচন আছে নাকি?

সদা। বচন নাই? ফলার তন্ত্রের প্রথম অধ্যায়েই লিখ্‌ছে—

২য় ব্রাহ্মণ। কি লিখ্‌ছে?

সদা। প্রথম শ্লোকেই সুরু ক'রেছে, তোমার বংশের পিণ্ড দান; দাদা মশাই জানেন, জিজ্ঞাসা ক'র।

বৃদ্ধ। ভায়া, চিন্তিত হ'য়ো না, ফলার মাটি হবে না!

সদা। (২য় ব্রাহ্মণের প্রতি) দেখুন, এবার যদি না বোঝেন, হাতাহাতি হবে!

বৃদ্ধ। সন্দিহান হ'য়ো না। ঋচিকের মহাক্ষত্রিয়তেজসম্পন্ন পৌত্র জন্মগ্রহণ ক'র্‌বেন। ক্ষত্রিয়কুল নিধনার্থে স্বয়ং নারায়ণ পরশুরাম রূপে উদয় হবেন।

২য় ব্রাহ্মণ। চরু খেলেন শাশুড়ী, বউমার গর্ভ হ'লো! ক্ষত্রিয় তেজটা হড়্‌হড়িয়ে এক পুরুষ নেবে গেল!

সদা। অমন নাবে, অমন নাবে, আমি পাঁচপুরুষ হড়হড়িয়ে নেবে এসেছি!

বৃদ্ধ। শোনো, আমি স্বরূপ ঘটনা বর্ণন কচ্ছি ঃ—যখন ঋচিক অবগত হ'লেন যে তাঁর পত্নী, মাতৃ-অনুরোধে চরু পরিবর্ত্তিত ক'রেছে, তিনি পত্নীকে বলেন, তোমার ক্ষত্রিয় সন্তান হবে। কিন্তু পত্নীর স্তবে সন্তুষ্ট হ'য়ে পত্নীকে বর প্রদান করেন যে, সেই চরুর প্রভাব তাঁর পৌত্রে প্রকাশ পাবে।

৩য় ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, বলুন তো, বলুন তো, চরুটে কি? এ চরু খেয়ে ব্রাহ্মণ হয়, ক্ষত্রিয় হয়, এ ব্যাপারখানা কি?

বৃদ্ধ। চরু অপর কিছুই নয়, চরু শুদ্ধান্ন; এতে অঙ্গ শুদ্ধ হয়। যে রমণী শুদ্ধাচার, তার চরুর প্রয়োজন নাই, সে ভাগ্যবতী নিজ আচার-প্রভাবে শুদ্ধাচার পুত্র প্রসব করে। সে পুত্রের অসাধ্য সংসারে কিছুই নাই। সে রমণী যদিচ চণ্ডালিনী হয়, আচার-প্রভাবে তার গর্ভে ব্রহ্মতেজসম্পন্ন পুরুষ জন্মগ্রহণ ক'র্‌বে। শাস্ত্র-মর্ম্ম এইরূপ, নিশ্চয় জেন'। চল, আমরা যজ্ঞে উপস্থিত না হ'লেও যজ্ঞপূর্ণ হবে, তবে আমরা অনুপস্থিতির জন্য দোষভাগী হব।

২য় ব্রাহ্মণ। চলুন, সকলের যখন মত, আমি অমত ক'র্‌বো না।

সদা। পথে এস, দাদা!

বৃদ্ধ। ঐ শোনো, বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে তপোবালাগণ, মানবী-বেশে, আনন্দধ্বনি ক'র্‌তে ক'র্‌তে যজ্ঞে গমন ক'চ্চেন।

[সকলের প্রস্থান।

(তপোবালাগণের প্রবেশ)

গীত।

বিমলা সরলা, খেলি তপোবালা, তপ-প্রাণা তপ-অশনা।
তপাচারী জনে, রাখি সযতনে, পূরে যাহে তপ-বাসনা॥
জ্যোতিকান্তি, বদনে শান্তি, তপ-ভূষণা-বসনা।
মিটাইতে ক্ষুধা, দানি তপ-সুধা, পিয়ে তাপস-রসনা॥
তপোজ্জ্বল হোমানল, দেখলো তপ-ললনা।
তপ-অঙ্গিনী, তপ-সঙ্গিনী, দানি তপোবল, চলনা॥

[তপোবালাগণের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

——:8:——

যজ্ঞস্থল।

বিশ্বামিত্র, ব্রাহ্মণগণ, ঋষিগণ ও বদরী।

ব্রাহ্মণগণ। ধন্য বিশ্বামিত্র! ধন্য বিশ্বামিত্র! ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ ক'র্‌লেন!

ত্রিশঙ্কু। (নেপথ্যে) রাজর্ষি, রক্ষা করুন! রাজর্ষি, রক্ষা করুন! ইন্দ্র আমায় স্বর্গ হ'তে নিক্ষেপ ক'রেছেন, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!

২য় ব্রাহ্মণ। (জনান্তিকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি) ঐ তোমার বিশ্বামিত্রের ভিরকুটি বেরিয়ে গেল! ঐ দেখ, হেটমুণ্ডে স্বর্গ হ'তে ত্রিশঙ্কু পতিত হ'চ্চে!

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এখনই অদ্ভুত রহস্য দর্শন ক'র্‌বে।

ত্রিশঙ্কু। (শূন্যে) রাজর্ষি, রক্ষা করুন! রাজর্ষি, রক্ষা করুন!

বিশ্বা। তিষ্ঠ!

(ত্রিশঙ্কুর শূন্যে অবস্থান)

বদরী। ও ঠাকুর! অমন তেশূন্যে রে'খ না গো! নাবিয়ে নাও, নাবিয়ে নাও! হায় হায়, আমি তোমায় এত ক'রে বারণ ক'র্‌লুম যে তোমার স্বর্গে ওঠায় কাজ নাই, স্বর্গে ওঠায় কাজ নাই! দেখ দেখি, শুন্‌লে না, ডিগবাজী খেতে খেতে তেশূন্যে র'য়ে গেলে!

বিশ্বা। অবতীর্ণ হও! [ত্রিশঙ্কুর অবতরণ।]

কে তোমার স্বর্গপথ রোধ ক'রে, তোমায় নিক্ষেপ ক'রেছে?

ত্রিশঙ্কু। ঐ দেবরাজ ইন্দ্র। আমি স্বর্গে উঠ্‌ছি, ঐ কট্‌মটিয়ে আগা-গোড়া চোক রাঙ্গিয়ে, আমায় গর্জ্জে এলো! চোখগুলো সব দব্‌দব্‌ ক'চ্চে! আমি উঠ্‌তে গিয়ে ভয়ে হ'ড়কে প'ড়ে গেলুম।

বিশ্বা। ভাল, আমি পুনরায় আহুতি প্রদান ক'চ্চি। ইন্দ্র তোমায় বাধা দিয়েছে, আমি তোমায় ইন্দ্রত্ব প্রদান ক'র্‌বো।

বদরী। ও ঠাকুর, কাজ নাই, ঠাকুর, ক্ষমা দাও, ঠাকুর, আমি ভালয় ভালয় ঘরে নিয়ে যাই! (ত্রিশঙ্কুর প্রতি) আরে, এ'স এ'স, আর তোমার স্বর্গে ওঠায় কাজ নাই! আমি তো তোমায় তখনই বারণ ক'রেছিলুম যে স্বর্গের দেবতাগুলো স'ব বিদকুটে! আর ঐ তেত্রিশকোটীর মধ্যে কি মানুষ টেঁকৃতে পারে? এখানে রাজা আছ, বেশ আছ, এখনই তেশূন্যে যে প্রাণটা যে'ত!

ত্রিশঙ্কু। না, আমি স্বর্গে যাব; এইবার দেখনা, আমি ইন্দ্র হই!

বদরী। স্বর্গে যেতে যেতে একটা ফাঁড়া কেটে গেল, এবার ইন্দ্র হ'লে আর বাঁচ্‌বে না। (বিশ্বামিত্রের প্রতি) ও ঠাকুর, দোহাই ঠাকুর, আর ইন্দ্র ক'রে দিও না!

বিশ্বা। শুভে, স্থির হও! তোমার স্বামী ইন্দ্র হবে, তুমি ইন্দ্রানী হবে।

বদরী। না ঠাকুর, মাপ করো,—ম'রে তখন যা হয় হবে—আমি সশরীরে স্বর্গে যেতে পার্‌বো না।

ত্রিশঙ্কু। খুব পা'র্‌বে! আমি তোমায় পাঁজাকোলা ক'রে তুল্‌বো!

বিশ্বা। স্থির হও! (আহুতি ধারণ) হে সর্ব্বভুক্‌, আমার আহুতি গ্রহণ কর'!

বৃদ্ধ। নিরস্ত হও! এ ব্রহ্মার সৃষ্টিতে, ব্রহ্মা ব্যতীত ইন্দ্র পরিবর্ত্তনের কা'র' শক্তি নাই।

বিশ্বা। ব্রাহ্মণ, সত্য ব'লেছ! কিন্তু আমার বাক্য মিথ্যা হবে না, আমি নূতন সৃষ্টি ক'র্‌বো—ব্রহ্মার সৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি! বসুন্ধরে, আমার আহুতি গ্রহণ কর, ব্রহ্মা-সৃজিত তরু, লতা, ফল, পুষ্প অপেক্ষা মানব-সুলভ সুন্দর ফলপুষ্প-শোভিত বৃক্ষলতা বক্ষে ধারণ কর। স্বাহা! (আহুতি প্রদান ও হোমকুণ্ড হইতে খর্জ্জুর বৃক্ষের উত্থান) বৃক্ষ! খর্জ্জুর বৃক্ষ নামে ধরায় অভিহিত হও, সুমিষ্ট ফল ধারণ কর, তোমার দৈহিক-রস-প্রস্তুত শর্করা, ইক্ষুরস-প্রস্তুত শর্করা অপেক্ষা সুমিষ্ট হ'ক। স্বাহা! (মর্ত্তমান রম্ভা বৃক্ষের উত্থান) রম্ভা তরু, তুমি ব্রহ্মা-সৃজিত রম্ভা অপেক্ষা উপাদেয় রম্ভা ফল ধারণ কর, মর্ত্তমান নামে অভিহিত হও, মর্ত্তমান দ্বীপের শোভা বর্দ্ধন কর। স্বাহা! (আতাবৃক্ষের উত্থান)

তরু, তোমার ফল তোমার সদৃশ নোনা ফলের অপেক্ষা সুন্দর ও রসনা-তৃপ্তিকর হ'ক, জনসমাজে আতা নাম ধারণ কর। স্বাহা! (কুষ্মাণ্ডের উত্থান) নব কুষ্মাণ্ড লতা! তোমার ফল ব্রহ্মার সৃজিত কুষ্মাণ্ড অপেক্ষা সুন্দর, সুমিষ্ট ও সুবৃহৎ হ'ক। স্বাহা! (পলাণ্ডুর উত্থান) পলাণ্ডু! তুমি লসুন অপেক্ষা জনপ্রিয় হও। নানাবিধ ফলপুষ্প উত্থিত হও। স্বাহা! (নানাবিধ ফল-পুষ্পের উত্থান) বিবিধ দেশে বিবিধ নামে পরিচিত হ'য়ে মানবের ব্যবহার্য্য হও! স্বাহা! (মাষকলাই বৃক্ষের উত্থান) তুমি মাষ নামে অভিহিত হও, তোমার বীজ মাংসাপেক্ষা তেজসম্পন্ন হ'ক! স্বাহা! (মুসুরী বৃক্ষের উত্থান) তুমি মুসুরী নামে পরিচিত হও, তোমার বীজ অতীব বলবর্দ্ধক হ'ক।

২য় ব্রাহ্মণ। রাজর্ষি, তরুলতা তো সৃষ্টি ক'রলেন, কিন্তু পৃথিবীর অধীশ্বর মানব সৃষ্টি তো ব্রহ্মার?

বিশ্বা। না, বসুন্ধরা মৎ-সৃজিত মানবের অধীন হবেন, আমি বৃক্ষ হ'তে মানব সৃজন ক'রবো; আর মানবকে গর্ভবাস-যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হবে না, এককালীন বহু সন্তান উৎপন্ন হবে। স্বাহা! (নারিকেল বৃক্ষের উত্থান) বৃক্ষ! নারিকেল নামে অভিহিত হও, এককালীন বহুসংখ্যক ফল উৎপন্ন ক'র, তোমার ফলে মানব-মানবী সৃষ্টি—

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। বিশ্বামিত্র, ক্ষান্ত হও! ক্ষান্ত হও! আমি লোক-পিতামহ, যদি ইচ্ছা কর, ত্রিশঙ্কু স্বর্গে স্থান পাবে।

বিশ্বা। প্রভু, আমি ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ ক'র্‌বো মানস ক'রেছি। আমি ত্রিশঙ্কুকে ইন্দ্রত্ব প্রদান ক'র্‌বো।

ব্রহ্মা। বৎস, তোমার তপোবলে কোন কার্য্য অসম্ভব নয়, কিন্তু আমার অনুরোধে কল্পনিয়ম পরিবর্ত্তিত ক'রো না। এ কল্পে যিনি ইন্দ্র আছেন, কল্পান্তর পর্য্যন্ত তিনি ইন্দ্র থাক্‌বেন।

[ব্রহ্মার অন্তর্দ্ধান।

বিশ্বা। প্রভু, আপনার বাক্য লঙ্ঘন ক'র্‌বো না। কিন্তু আমার সঙ্কল্প বিফল হবে না। মহারাজ ত্রিশঙ্কু, আমার পশ্চাৎ এস, আমি নব স্বর্গ সৃজন ক'র্‌বো, সেই স্বর্গে তুমি সশরীরে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হবে।

ত্রিশঙ্কু। প্রভু, ঠিক্ তো? আবার উল্‌টে ডিগ্‌বাজী খেয়ে প'ড়্‌বো না তো? দে'খ, প্রভু, আবার যেন ত্রিশূন্যে না ঝুলি!

বিশ্বা। কোন শঙ্কা নাই, তুমি সস্ত্রীক আগমন কর।

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

ত্রিশঙ্কু। এস, রাণী, শচী হবে এসো।

বদরী। না, না, তোমার আর ও বালাইয়ে কাজ নেই, এস ঘরে এস।

[ত্রিশঙ্কুকে টানিয়া লইয়া যাইবার উদ্যোগ।]

ত্রিশঙ্কু। ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! তুমি না যাও, নেই যাবে।

বদরী। না, না, এস, এস—

[ত্রিশঙ্কু ও বদরীর প্রস্থান।

২য় ব্রাহ্মণ। বিশ্বামিত্র কি কারখানা করে, দেখা যাক! গাধীর বেটা, ব্রহ্মা হ'লো না কি! স্বর্গ সৃষ্টি ক'র্‌বে কি বলে!

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

—০:❋:০—

উত্তর মেরু।

ব্রহ্মা ও ইন্দ্র।

ব্রহ্মা। কহ, দেবরাজ, ত্যজি দেবের সমাজ,
কি কারণে, এ বিজন স্থানে
আসিয়াছ ক্ষুণ্ণ মনে?
কেন হেন ব্যথিত হৃদয়?
নিরানন্দ দেববৃন্দ তব আচরণে,
আসি মম স্থানে জানাইল সমাচার।

ইন্দ্র। বুঝিতে না পারি, হে সৃজনকারি,
ইন্দ্রত্বে মাহাত্ম্য কিবা!
ব্রহ্মশাপে চণ্ডাল যে জন,
তাহার কারণ, নব স্বর্গ হইল সৃজন,
ইন্দ্রত্ব পাইল সেই তথা।
অসম্ভব শুনি এ বারতা!
বিশ্বামিত্র তপোবলে রাজর্ষি হইয়ে,
সৃজিয়াছে স্বরগ সুন্দর!
এত দম্ভ তার মনে,
বৃক্ষ হ'তে মানব সৃজন

ক'রেছিল আকঞ্চন,
যাহা করিতে বারণ,
স্তবস্তুতি আপনি ক'রেছ কত।
সুমিষ্ট রসাল ফল, সুগন্ধ কুসুম,
অগণন ক'রেছে সৃজন,
তুলনায় তব সৃষ্ট ফলপুষ্প আদি,
নরগণ হীন জ্ঞান করিবে যাহায়।
তপে, ধাতা, তুমি তুষ্ট নিরন্তর ;
যেবা মাগে যেই বর,
তখনি প্রদান' তারে।
নাহি কাজ স্বর্গ অধিকার,
কবে কার হইবে মনন,
তপে তোমা করি তুষ্ট, হে চতুরানন,
স্বর্গচ্যুত করিবে আমায়।
যাই পাতাল ভবনে,
অপমান নাহি সয় প্রাণে!
বারবার উচ্ছেদ না হব,
শান্তিতে রহিব,
পুনঃ পুনঃ না পাইব অপমান।

ব্রহ্মা। শুন, পুরন্দর, নাহি হও ব্যথিত অন্তর !
তপোবল যদি না রহিত,
কি শক্তি-প্রভাবে বল ত্রিলোক জন্মিত,

সুরপুরে ইন্দ্রত্ব পাইতে কি প্রকারে ?
মহাশক্তি করি আরাধনা,
পূর্ণ হয় সকল কামনা,
তপ নামে অভিহিত মহাশক্তি পূজা।
সৃষ্টিকর্ত্তা আমি সেই বলে,
শ্রেষ্ঠ তুমি দেবতামণ্ডলে,
হরহরি তপের প্রভাবে ।
কেন তুমি হও ক্ষুণ্ণমন ?
শুন, যে কারণ
ত্রিশঙ্কু পাইল নব-স্বর্গ-অধিকার।
করিল সহস্র যজ্ঞ ত্রিশঙ্কু ভূপাল,
চিরকাল ধর্ম্মে তার মন,
পরিহাসে না কহিল অসত্য বচন কভু ।
সশরীরে ত্রিদিব গমনে
হ'য়েছিল অধিকারী ;
কিন্তু তার জন্মে অহঙ্কার,
সেই হেতু বশিষ্ঠ করিল অস্বীকার
স্বর্গ-কামনার যজ্ঞে হইবারে হোতা।
কিন্তু কর্ম্মফলে ক'রেছিল ত্রিদিবে গমন,
অহঙ্কারে হইল পতন।
ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবে করি অবহেলা,
চণ্ডালত্ব জন্মেছিল তার।

ইন্দ্র। স্বরপুরে সত্য সেই না পাইল স্থান,
কিন্তু শতগুণে বর্দ্ধিত সম্মান,
হইল নির্ম্মাণ নূতন ত্রিদিব তার হেতু।
সৃষ্ট হৈল সপ্তর্ষিমণ্ডল,
অখণ্ডের আরাধনা স্থান।
পরব্রহ্ম-উপাসক ব্রহ্মবিদ্‌গণ,
তার স্বর্গে করিবে ভ্রমণ,
স্বর্গ হ'ল গৌরববিহীন!
মাত্র বিশ্বামিত্র লভি রাজর্ষি আখ্যান,
হেন বলবান, উপেক্ষি তোমারে
স্রষ্টা নাম করিল গ্রহণ,
এই হেতু ক্ষোভ জন্মে মনে।

ব্রহ্মা। বিষণ্ণ হ'য়োনা অকারণ,
আমা বিনা, অন্যে আর
কার অধিকার করিতে সৃজন?
সৃষ্ট বস্তু আমার র'য়েছে যে সকল,
বিশ্বামিত্র সৃজিত ফুলফল—
জেন' মাত্র তাহারি বিকাশ!
ক্রম-বিকাশের ক্রম—শক্তির নিয়ম।
কলিযুগে রহস্য হেরিবে, বিজ্ঞান-প্রভাবে,
নব ফল-পুষ্প কত মানব সৃজিবে;
সে বিজ্ঞান, জড় জ্ঞানে শক্তি-আরাধনা।

জড়শক্তি বিশ্বামিত্র ক'রেছে অর্জ্জন,
প্রকৃত সাধক যাহা না করে গ্রহণ ;
কিন্তু তাহে না হইবে পতন তাহার,
করিয়াছে শক্তির চালন, আশ্রিত-রক্ষণ হেতু।
ব্রহ্মর্ষি হইতে তার মন,
নিজ ইষ্ট করিল বর্জ্জন
আশ্রিত রক্ষণ তরে।
বোধগম্য সত্ত্বগুণী শক্তির প্রভায়,
কোটী বৎসরের তপ সম্পূর্ণ তাহার,
উচ্চ পথে বিশ্বামিত্র হৈল অগ্রসর।
শান্ত হও, বুঝ মনে শক্তির প্রভাব !
হের যেই অগণন নক্ষত্র সৃজন,
হইয়াছে মানবের হিতের কারণ,
এ সকল নক্ষত্রমণ্ডল
যেই স্থল করিবে উজ্জ্বল,
রহিবে তুষারপূর্ণ সদা ;
আলোকিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলে *
নরের বসতি যোগ্য হবে,
নহে অর্দ্ধ বর্ষ ঘোর অন্ধকারে
মরিবে, যে রবে এই স্থানে।

* Aurora Borealis.

জড়-বল হইবে প্রবল,
তপ-জপে রত কেহ না হবে এ স্থানে।
বাক্য ধ'র, সুরপুরে চল, পুরন্দর।

ইন্দ্র। নমস্কার মহা শক্তির চরণে!
জ্ঞানদাতা, তব পদে শত নমস্কার!
দূর মম অন্তর-বিকার!

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

—*—

সপ্তর্ষিমণ্ডল।

ত্রিশঙ্কু, বদরী, ব্রহ্মদূত ও দিব্যধামবাসিগণ।

ব্রহ্ম-দূত। মহারাজ ত্রিশঙ্কু, স্বর্গাপেক্ষা সুন্দর এই বিশ্বামিত্র-সৃজিত দিব্যধামের তুমি অদ্য হ'তে অধীশ্বর। তোমার সহস্র যজ্ঞের প্রভাবে বিশ্বামিত্র তোমার পুরোহিত হ'য়ে, তোমার কামনা পূর্ণ ক'রেছেন। ধরাধামে যারা ভোগাশায় কাম্যক্রিয়া সম্পন্ন ক'র্‌বে, তোমার এই লোকে তাদের স্থান, হেথায় কোটী কল্প তোমার অধিকার। রাজদম্পতি, সিংহাসনে উপবেশন কর'।

(ত্রিশঙ্কু ও বদরীর সিংহাসনে উপবেশন)

জয়, মহারাজ ত্রিশঙ্কুর জয়!

ত্রিশঙ্কু। প্রভু, আর জয়ধ্বনি ক'র্‌বেন না, আমার লজ্জা বোধ হ'চ্চে! যে যজ্ঞফলে দিব্যলোক সৃজিত হয়, যার ফলে ইন্দ্রত্ব লাভ হয়, সে যজ্ঞের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা আমার অনুভূত হয় নাই। হে ব্রহ্মলোকবাসি, আজ আপনাদের দর্শনে আমার জ্ঞানোদয় হ'য়েছে। আমি কি ছার স্বর্গ কামনা ক'রেছি, কি তুচ্ছ ইন্দ্রত্ব লাভ! ধরায় যেরূপ রাজ্য রক্ষার্থে সদাই সশঙ্কিত হ'তে হয়, কখন্ কোন্ শত্রু এসে সিংহাসনচ্যুত ক'র্‌বে—সদাই এই আশঙ্কা থাকে, ইন্দ্রত্বলাভেও সেইরূপ। বাসনানল নির্ব্বাণ হয় না, ধরণীতেও যেইরূপ অতৃপ্ত, স্বর্গেও সেইরূপ অতৃপ্ত। হে ব্রহ্মলোকবাসি, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তপঃপ্রভাবে আমি নিঃশঙ্ক ব্রহ্মলোকে বাস ক'রে ব্রহ্ম-ধ্যানে চিত্ত নিয়োগে সক্ষম হই। যেন কালে, যে স্থান বৈকুণ্ঠ, সেই স্থানে আমার বাস হয়।

ব্রহ্মদূত। মহারাজ, ভোগ কামনা ক'রেছেন, আপনার ভোগ পূর্ণ হ'ক; কালে নারায়ণ আপনার বাসনা পূর্ণ ক'র্‌বেন। মানবদেহ ধারণ ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না। ধরায় তাপসরূপে জন্মগ্রহণ ক'রে, বিষ্ণুর উপাসনায়, বৈকুণ্ঠবাসী হ'বার অধিকার প্রাপ্ত হবেন।

বদরী। প্রভু, আমি কোথায় স্থান পাব?

ব্রহ্মদূত। তুমি পতিব্রতা, তোমার পতির নিকট স্থান।

বদরী। প্রভু, প্রভু, এ কি আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ! এ কি নব ভাব! এ কি উজ্জ্বল জ্যোতি দেহ হ'তে বহির্গত হ'চ্চে!

ব্রহ্ম-দূত। রাজদম্পতি, বিস্মিত হ'য়ো না, তোমরা দেবশরীর প্রাপ্ত

হ'য়েছ, দেবভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ! জয়, নব-স্বর্গ-রাজদম্পতির জয়!

দিব্যধামবাসিগণ। জয়, নব-স্বর্গ-রাজ-দম্পতির জয়!

(দিব্যধামবাসিগণের গীত)

নব সৃজিত গ্রহ তারাদল, নভোমণ্ডল উজ্জল।
নব ত্রিদিবে নব দেবেন্দ্র, বামে নব শচী বিমল॥
ধন্য পুণ্য, ধন্য ধন্য, ভুবন পূর্ণ সুযশে,
নর-শরীরে নব ত্রিদশে ইন্দ্রাসনে কে বসে,
জয় জয় মহাকৃতী, নব দেবেন্দ্র দম্পতি,
সাগর উথাল, উঠে জয় রোল,
দ্যুলোক টল টল॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্বর্গ।

মেনকা ও রম্ভা।

মেনকা। সখি, কহ শুনি অদ্ভুত ঘটন,
নব স্বর্গ ক'রেছে সৃজন—
কেবা হেন জন বসে ধরণী-মাঝারে?
যদি কেহ তপে রহে রত,
তথা হই আমরা প্রেরিত,
তপঃ ভঙ্গ হেতু তার।
কিন্তু যদি হেন তপা বিশ্বামিত্র ঋষি,
কহ, লো রূপসি,
কেন দেবরাজ নাহি প্রেরিল অপ্সরা,
তপ বিঘ্ন করিতে সাধন?
কেবা সেই বিশ্বামিত্র জান কি, সুন্দরি?

রম্ভা। বিশ্বামিত্র ছিল শুনি মহাতেজা রাজা,
কিন্তু দ্বন্দ্ব করি বশিষ্ঠের সনে,

ব্রহ্মতেজে শত পুত্র হত,
পরাভব পাইল ঘোর রণে।
সেই হেতু করি দৃঢ়পণ,
করে আকিঞ্চন,
ব্রহ্মর্ষিত্ব করিতে অর্জ্জন।
এ সঙ্কল্প অসম্ভব জ্ঞানে,
তপস্যার বিঘ্নের কারণে
আমা সবে না প্রেরিল তথা।

মেনকা। এবে কি ধারণা, সখি, অমরমণ্ডলে,
তপোবলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ না হবে?
যার তপোবলে নব স্বর্গ হইল সৃজন,
সে তো নহে সামান্য কখন,
নরশ্রেষ্ঠ, সুদৃঢ়সঙ্কল্প বীর্য্যবান!
জান কি, সজনি, কোথা নরমণি
তপে এবে নিমগন?
ভাগ্যবতী কে রমণী তার,
তেজীয়ান নরশ্রেষ্ঠ পুরুষ সেবার
অধিকার পাইয়াছে পুণ্যফলে?

রম্ভা। নাহি জানি, কি রঙ্গে রঙ্গিনী
আজি তুমি, সুকেশিনি!
ত্যজিয়ে অমরে, নরে ভজিবারে
সাধ কি অন্তরে তব?

মেনকা। যদি নাহি কর উপহাস,
হৃদয়ের সাধ মম করিলো প্রকাশ।
যাই যবে ধরণী ভ্রমণে,
উঠে মম মনে,
প্রেমের বন্ধনে বঞ্চে সুখে নর-নারী।
উদ্বাহ-বন্ধন—প্রাণে প্রাণে অপূর্ব্ব মিলন!
দেহ দান—প্রাণ যারে চায়,
নহে কাম-পিপাসায়,
যখন যে চায়, সেবিতে তাহায়,
স্বর্গের মতন, নিয়ম নহেক তথা।
নাহি হৃদয়-বন্ধন,
কাম ক্রিয়া হেতু সংমিলন,
সত্য কহি, ধিক্কার জন্মেছে মম প্রাণে!
ত্রিদিবমণ্ডলে
ক্রীতদাসী আমরা সকলে,
ধরা-নিবাসিনী
ভাগ্য মানি যতেক রমণী!
প্রেমে দেহ বিতরণ ধরার নিয়ম।

রম্ভা একি সাধ, তব কৃশোদরি!
হইয়ে অমরপুরে দেব-সহচরী,
ঈর্ষা কর ধরাবাসী-নারীগণে?
রোগ-শোকাগার,

যৌবনে বার্দ্ধক্য পরিণাম,
পদ্মপত্র-জল, ধরামাঝে চঞ্চল সকলি,
নিত্য নিত্য বর্ত্তন সময়-স্রোতে।
স্থিরতা বিহীন,
এই আছে, এই কোথা লীন,
বর্ণনায় শরীর শিহরে!

মেনকা। স্বাধীন জীবন
অতি শ্রেয়, শত কল্প স্বর্গবাস হ'তে!
মৃত্যু, রোগ, শোকাগার যদ্যপি ধরণী,
কিন্তু নহে পর-ইচ্ছাধীন।
তথায় কানন
দেব-ইচ্ছাধীন নহে, নন্দন যেমন।
তরু, লতা, বিকচ উদার ভাবে,
নরনারী উদার হৃদয়,
প্রেম দান, প্রেম বিনিময়,
মানব জীবন সামান্য না কর জ্ঞান।
ধরে, সত্য, মৃত্তিকার কায়,
কিন্তু হয় সে শরীরে আত্মার বিকাশ।
সুদৃঢ়সঙ্কল্প যেই মানব মহীতে,
চিত যার উচ্চপদে রত,
ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব তুচ্ছ করি,
লীন হয় পরব্রহ্ম সনে।

ধরা, হেন স্থান, যথা জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান।
কর্ম্মক্ষেত্র—
কর্ম্মফলে ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব লভে।
স্বর্গ হ'তে শতগুণে শ্রেষ্ঠ মহীতল!
চল যাই, উদয় সময়, নৃত্য হেতু
হ'তে হবে সভায় উদয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০ঃ*ঃ০—

বন-পথ।

পুষ্পচয়ণ-রত শক্তি।

(কল্মাষপাদ রাজার প্রবেশ)

শক্তি। কি মহারাজ, কোথায় গমন ক'চ্চেন?

কল্মাষপাদ। কে, শক্তি না কি? পথ ছাড়, পথ ছাড়, আমি তপোবনে চ'লেছি।

শক্তি। তপোবন এ দিকে কোথায়? পিতার তপোবন যে পশ্চাৎ ক'রে এসেছেন?

কল্মাষ। আরে, রাখ রাখ, তোমার পিতার তপোবন! দাড়ি রেখে, গোটা কতক বনে হরিণ ছেড়ে দিয়ে, রোজ হোমের নাম ক'রে

একটু ঘি পোড়ালে তপোবন হয় না। পথ ছাড়, পথ ছাড়, আমায় অনেক দুর যেতে হবে।

শক্তি। মহারাজ, আপনি কিরূপ আজ্ঞা ক'চ্ছেন? আমি দেব-কার্য্যে পুষ্পচয়ণ ক'চ্চি। অপেক্ষা করুন, আমি পুষ্প আহরণ ক'রে এখনই প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌বো। রাজার কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণকে সম্মান। বিশেষতঃ আমি আপনার পুরোহিতপুত্র,আমার কার্য্যে ব্যাঘাত ক'র্‌বেন না।

কল্মাষ। আরে, নাও নাও, তোমার আর বাম্‌নাই দেখাতে হবে না। তোমার বাবার বাম্‌নাইও বোঝা গেছে! এক রাজা ত্রিশঙ্কু নিয়েই তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি সব বেরিয়ে পড়েছে! আর তোমাদের কি পুরোহিত রাখ্‌বো? মহাতপা বিশ্বামিত্রকে পুরোহিত ক'র্‌তে যাচ্চি। নাও নাও, পথ ছাড়! তুমি শাপ দিলে, "চণ্ডাল হও।" তোমার বাপ বল্‌লে, "কদাচ সশরীরে স্বর্গে যেতে পার্‌বে না।" মহাতপা বিশ্বামিত্রের প্রভাবে, সে এখন পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে, নূতন স্বর্গে অপ্সরা নিয়ে বিহার ক'চ্চে। পথ দাও, পথ দাও! তোমার বাবাকে ব'লো, আর আমি তাঁকে পুরোহিত রাখ্‌বো না। পৌরহিত্যে বিশ্বামিত্রকে বরণ ক'র্‌বো। সর'।

শক্তি। মহারাজের যেরূপ অভিপ্রায় হয়, ক'র্‌বেন; আমি পুষ্পচয়ণ করি, অপেক্ষা করুন।

কল্মাষ। সর্‌বি নি, বিট্‌লে বামুন, আমার কাছে আবার বাম্‌নাই ফলাতে এসেছ? সর্‌, পাজি! (কশাদণ্ড দ্বারা প্রহার)

শক্তি। আরে নৃপাধম, তুই যেরূপ রাক্ষসের ন্যায় আচরণ ক'র্‌লি, তুই রাক্ষস হ'য়ে অবস্থান কর্‌! [শক্তির প্রস্থান।

কল্মাষ। একি, আমার দেহে কি বিকার উপস্থিত হ'ল! এ কি আমার প্রবৃত্তি, নর-রক্ত পানে ইচ্ছা হ'চ্চে! আমি কি সত্যই রাক্ষস হ'লেম! তবে আমার উপায় কি? একমাত্র উপায় বিশ্বামিত্র, তাঁর নিকট উপস্থিত হই। রাক্ষসের ন্যায় নরমাংস ভক্ষণে প্রবৃত্তি হ'চ্চে, কিন্তু রাক্ষসের ন্যায় বল শরীরে নাই, তাহ'লে ঐ বামুনের ঘাড় ভেঙ্গে খেতুম। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

বন—বিশ্বামিত্রের আশ্রম।

বিশ্বামিত্র ও সদানন্দ।

সদা। রাজা, আর কেন তোমার তপস্যা করা? কখন জলে বুড়ে, কখন চারদিকে আগুন জেলে, কখন ঠ্যাং উঁচু ক'রে, কাজের খতম ক'রেছ! এখন চল, রাজ্যে ফিরি।

বিশ্বা। সখা, যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, তবে রাজ্যে প্রতিগমন ক'রবো।

সদা। বেশী বাড়াবাড়ি কেন ক'চ্চ? বশিষ্ঠকে খুব টক্কর দিয়েছ, বশিষ্ঠের বাবাও যা পারে না, তাই ক'রেছ। দোহাই রাজা, রাজ্যে চল, দিব্যি পায়ের উপর পা দিয়ে উদর পরিপূর্ণ ক'রে খাই!

বিশ্বা। কেন সখা, ত্রিশঙ্কুর পুত্র তো তোমায় খুব যত্নে রেখেছে?

সদা। না, অমন উমেদারি ক'র্‌তে আমার মন চায় না। যদি রাজ্যে না যাও, আমায় চেলা ক'রে নাও।

বিশ্বা। আমার চেলা হ'য়ে তো তোমার চল্‌বে না। দিনান্তে একটী আমলকী, কি একটী হরিতকী পাবে, তাই ভক্ষণ ক'রে কাল-যাপন ক'র্‌তে হবে।

সদা। কেন, বালাই, আমার শত্রু আমলকী খেয়ে থাকুক! তবে আর তোমার সাক্‌রেদি ক'র্‌তে চাচ্ছি কেন, বল না?

বিশ্বা। পার্‌বে?

সদা। খুব পার্‌বো।

বিশ্বা। ঊর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে জপ ক'র্‌তে পার্‌বে?

সদা। না।

বিশ্বা। গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে অগ্নিকুণ্ড রেখে জপ ক'র্‌তে পার্‌বে?

সদা। না।

বিশ্বা। শীতকালে জলে ব'সে জপ ক'র্‌তে পার্‌বে?

সদা। না।

বিশ্বা। তবে কি পার্‌বে?

সদা। ভোজনকালীন পদ্মাসনে ব'স্‌তে পার্‌বো, আর শয়নকালীন লম্বাসনে চোখ বুজে থাক্‌তে পার্‌বো।

বিশ্বা। এতটা কঠোর কতদিন ক'চ্চ?

সদা। বহুদিন হ'তে!

বিশ্বা। তবে আর কি! তুমি তো তপস্যায় সিদ্ধ হ'য়েছ।

সদা। সিদ্ধ হ'লে তোমার কাছে আর সাক্‌রিদি ক'র্‌তে আস্‌বো কেন?

বিশ্বা। সিদ্ধ হ'য়ে কি ক'র্‌বে ?

সদা। ছুটো চার্‌টে গাছ ত'য়ের ক'র্‌বো আর কি ?

বিশ্বা। কি গাছ ?

সদা। এই কোন গাছে থলো থলো হরিণমাংস ঝুল্‌বে, টস্‌টসিয়ে গরম গাওয়া ঘি ঝ'র্‌বে ; কোন গাছে বা বরাহ-মাংসের এক থালা পলান্ন ঝুল্‌ছে ; কোন গাছে বা ছাগ-মাংসের বাটী কতক ঝোল ; কোন গাছে আস্ত ময়ূরের চচ্চড়ি; আর কোন গাছের একটা ডালে মোণ্ডা, একটা ডালে মিঠাই, এক ডালে গরম পুরী, এক ডালে গরম কচুরী আর গরম গরম ছক্কা।

বিশ্বা। আমি তো এখন হিমাদ্রি-শিখরে চল্লেম, তুমি সেই হিমে পাহাড়ে উঠে আমার সঙ্গে যেতে পার্‌বে ?

সদা। অত বাড়াবাড়ি ক'র্‌লে পার্‌বো কেন বল ? এইখানেই তো খুব সরগরম ক'রেছ, আর কেন পাহাড়ে উঠ্‌বে ?

বিশ্বা। কি জানি, সখা, কি আমার মনের বিকার উপস্থিত ! আমি ধ্যানে ব'স্‌লে আমার মৃত শতপুত্র যেন আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়, বলে—"পিতা, বড় প্রতিহিংসা-তৃষা, বড় প্রতিহিংসা-তৃষা, বশিষ্ঠের শতপুত্রের শোণিতপান ব্যতীত সে তৃষা দূর হবে না !" এ অন্য কিছুই নয়, এ আমার অন্তরের লুকাইত মোহের প্রতিরূপ। এত তপস্যায় নির্ব্বীজ হয় নাই। বলবান রিপুসকল কতদিনে দমিত হবে ! [বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

সদা। না, এবার চল্লো সেই স্বর্য্যিমামার কাছাকাছি হিমাদ্রির চুড়োয় ! রাজাকে না দেখ্‌তে পাই, না দেখ্‌তে পাব, আমি আর কি ক'চ্চি

বল ? যেতে তো পার্‌বো না। পাহাড়-পথে একটা হোঁচট খেলে ব্রহ্মণ্যদেব অম্‌নি ছিরকুটে যাবে। আর একটা ঋষির বাচ্ছা কোন' রাজাকে অম্‌নি একটা অভিসম্পাত দেয়, সে বেটা যজমান হ'তে আসে, তাহ'লে ধুমধাম ক'রে এঁকে দিনকতক আট্‌কে রাখা যায়! তা রাজাগুলোও মরেছে, আর ঋষির বাচ্ছাগুলোও মরেচে! বশিষ্ঠের সব ছেলে, চোখ বুজে সারি সারি ব'সে গিয়েছে দেখে এলেম। ঐ কে এক ব্যাটা আস্‌ছে নয় ? পোষাক তো ঝক্‌ঝকে আছে, রাজা হ'লেও হ'তে পারে।

(কল্মাষপাদের প্রবেশ)

কল্মাষ। প্রভু, এখানে মহতপা—

সদা। চুপ কর, ব্যাজ ব্যাজ ক'রে বেশী বকিয়ো না, দুটো কেজো কথার জবাব দাও। তুমি তো রাজা ?

কল্মাষ। হ্যাঁ, প্রভু।

সদা। ভ্যালা মোর বাপ! তোমায় শাপ দিয়েছে ?

কল্মাষ। হ্যাঁ, দয়াময়, বশিষ্ঠের ছেলে শক্তি শাপ দিয়েছে।

সদা। খুব ক'রেছে! বিশ্বামিত্রকে পুরোহিত ক'র্‌তে এসেছ ?

কল্মাষ। হ্যাঁ, প্রভু, তাঁর চরণে আশ্রয় নিতে এসেছি।

সদা। তবে যাও, যজ্ঞের উদ্যোগ করগে ; সশরীরে স্বর্গে যাবে।

কল্মাষ। প্রভু, আমি যজ্ঞ ক'র্‌বার মানসে আসি নাই।

সদা। সেই মানসেই আস্‌তে হবে, নইলে যে উচ্ছন্ন যাবে, তে শূন্যে ঝুল্‌তে হবে!

কল্মাষ। প্রভু, আমি মনোদুঃখ তাঁর পাদপদ্মে নিবেদন ক'র্‌বো।

সদা। যা কর্‌বার তা ক'রো, এখন যজ্ঞ ক'র্‌বে কিনা বল?

কল্মাষ। তিনি আজ্ঞা ক'র্‌লেই ক'র্‌বো।

সদা। তিনি আজ্ঞা ক'রেছেন। তিনি ধ্যানযোগে জেনেছেন, তুমি আস্‌বে, তিনি আমায় ব'লে গেছেন, তুমি এখানে অপেক্ষা ক'রে থেক। তুমি তো,—কি নাম তোমার?—

কল্মাষ। কল্মাষপাদ।

সদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কমলাপদো, বলে গেছেন কমলাপদো—

কল্মাষ। আজ্ঞে না, কল্মাষপাদ।

সদা। এঃ, এর নেহাৎ আক্কেল নাই, আবার কথা কাটাকাটি ক'র্‌তে লাগ্‌লো!

কল্মাষ। কেমন হ'য়ে যাচ্চি, কেমন হ'য়ে যাচ্চি, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হ'চ্চে!

সদা। হবেই তো, যজ্ঞ ক'র্‌তে চাচ্চনা!

কল্মাষ। বশিষ্ঠের পুত্র আমায় 'রাক্ষস হও' ব'লে অভিসম্পাত দিয়েছে! দেখ্‌ছি তো আমার রাক্ষসের প্রবৃত্তিই উপস্থিত হ'লো! ওঃ, কণ্ঠ শুষ্ক হ'লো, সত্য সত্যই কি রাক্ষস হ'লেম! তাই তো, সত্যিই তো রাক্ষস হ'য়েছি!

সদা। বাবা, এ বেটা বলে কি!

কল্মাষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি রাক্ষস হ'য়েছি, রাক্ষস হ'য়েছি!

সদা। বের' ব্যাটা, তপোবন থেকে! বেরিয়ে গিয়ে রাক্ষস হ' গিয়ে!

কল্মাষ। ও প্রভু, ও প্রভু, বড় তৃষ্ণা! তোমার একটু হাত কাম্‌ড়ে নিয়ে রক্ত চুষে নে'ব?

সদা। আরে, না, মা! তুমি একটু স্থির হ'য়ে ব'স', আমি কাতান আন্‌তে চল্লুম, মুণ্ডটা কেটে দেবো—তুমি ডাবের মতন দু'হাতে ধড়্‌টা ধ'রে চক্ চক্ ক'রে রক্ত খেও!

কল্মাষ। না, এক ঢোক্ চুষে খাব—এক ঢোক্—

সদা। ওরে বাপ্‌রে!

(বিশ্বামিত্রের পুনঃ প্রবেশ)

বিশ্বা। কি সখা, কি—কি—কি হ'য়েছে?

সদা। রাজা, পালিয়ে এস, পালিয়ে এস, ঐ রাক্ষস বেটা বলে, রক্ত চুষ্‌বো!

বিশ্বা। কে তুমি,—রাজা কল্মাষপাদ নয়?

কল্মাষ। হ্যাঁ, দয়াময়, আমি বশিষ্ঠের পুত্র, শক্ত্রির শাপে রাক্ষস-প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হ'য়েছি। আমার নর-রক্তপান, নরমাংস আহারে রুচি হ'চ্চে। আমার মনে ঘোর বিকার উপস্থিত!

বিশ্বা। আমার নিকট কেন এসেছ?

কল্মাষ। আমার কি উপায় হবে?

বিশ্বা। মহারাজ, ব্রাহ্মণের কৃপা ব্যতীত তো তোমার কোন উপায় দেখি না। আমি আজও ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হই নাই, তুমি কোন ব্রহ্মর্ষির শরণাগত হও। যদি অপর কোন বর প্রার্থনা কর, আমি তোমায় দিতে প্রস্তুত।

কল্মাষ। তবে, প্রভু, বর দিন, যেমন রাক্ষসের প্রবৃত্তি হ'য়েছে, সেইরূপ দেহে রাক্ষসের শক্তি হোক।

বিশ্বা। যাও, সেইরূপই হবে। কিঙ্কর নামে এক রাক্ষস, দূর বনে

অবস্থান ক'চ্ছে, সেই তোমার দেহে প্রবেশ ক'রে, তোমায় শত হস্তীর বল প্রদান ক'রবে। যাও।

কল্মাষ। বেশ হ'য়েছে! বেশ হ'য়েছে! রাক্ষস হ'য়েছি, উত্তম হ'য়েছে! বশিষ্ঠের শত পুত্রের ঘাড় ভাঙ্গ্‌বো!

(কল্মাষপাদের প্রস্থান।

[অকস্মাৎ বিমানমার্গে শব্দঃ—"পিতা, পিতা, আমাদের প্রতিহিংসা-তৃষা তৃপ্ত! প্রতিহিংসা-তৃষা তৃপ্ত!"]

বিশ্ব। কিছু না, আমার অন্তরের মোহজনিত প্রতিহিংসার প্রতিধ্বনি! কি ক'র্‌লেম, কেন কল্মাষপাদকে রাক্ষস-শক্তির বর প্রদান ক'র্‌লেম! কে জানে, সংসারে কি মহা অনিষ্ট সাধিত হবে! আমার তপের মহা বিঘ্ন হ'লো। [বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

সদা। না, আর আমার রাজার মমতায় কাজ নাই! প্রাণ বড় ধন! রাজা ঠ্যাং উঁচু ক'রে ঝোলে ঝুলুক, আমি আর এ মুখো হ'চ্চি না! মর ব্যাটা কল্মাষপাদ! রাজা ত্রিশঙ্কুর মতন চণ্ডাল হ'য়ে আয়, একটা যজ্ঞ হোক, তা নয়, বেটা রাক্ষস হ'য়ে এলো, বেটা কি বেল্লিক গো!

(মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণের নেপথ্যে সঙ্গীত)

সদা। বাবা, এরা আবার কে! আর কিছু নয়, রাক্ষসী। শুনেছি, বেটীরে মায়া ক'রে মোহিনী বেশ ধরে। মানুষ নয়, মানুষে কি এমন হয়! এখন চুপি চুপি পালাই কি ক'রে! নজরে প'ড়লেই ঘাড় মট্‌কাবে! একপাশে কুম্‌ড়োর মতন তাল হ'য়ে পড়ে থাকি।

(সদানন্দের কুণ্ডলীকৃত হইয়া একপার্শ্বে অবস্থান)

(অপ্সরাগণের প্রবেশ এবং নৃত্য-গীত)

রাগ যদি না থাকে অধরে,
তা হ'লে বল, সজনি, ফুলশরে কি করে।
ল'য়ে ফুলশরাসন, কি ক'র্‌তো লো মদন,
সহায় যদি না হ'ত নয়ন!
নয়নে নয়ন মেলে, দেয়লো প্রাণে গরল ঢেলে,
ক্ষণ পেয়ে বাণ হানে তখন, তাইতো বেঁধে অন্তরে॥
প'রে ফুলসাজ, পেয়ে লাজ, যেতো ঋতুরাজ,
অঙ্গে লাবণ্য যদি না করে বিরাজ;
রয়েছে যৌবন, তাই মোহন কুঞ্জবন,
অঙ্গ ছুঁয়ে রঙ্গ ক'রে যায় মলয় পবন;
সুরভি কুসুম হেসে, সুরভি মাখায় কেশে,
প্রাণ কি শিহরে, লো সই, কোকিলের কুহুস্বরে॥

উর্ব্বশী। আহা! দেখ, দেখ, ব্রাহ্মণটী অমন ক'রে ব'সে প'ড়লো কেন বল দেখি? আহা, দেখি চল, বুঝি পীড়িত হ'য়েছে!

সদা। ঐ দেখ, আস্‌ছে বেটীরে এই দিকেই! বেটীরা মানুষের গন্ধ পায়। আজ কি কুক্ষণেই তপোবনে আস্‌বার জন্য পা বাড়িয়েছি! রাক্ষসের হাতে বেঁচে গেলেম তো এক ঝাঁক রাক্ষসী প্রবেশ ক'র্‌লে! ও মুখ দেখে ঠাওর পেয়েছি, বেটীরে মানুষের সদ্য রক্ত চুষে খায়!

উর্ব্বশী। আহা, ঠাকুর! তুমি অমন ক'রে প'ড়ে র'য়েছ কেন?

সদা। আমি মানুষ নই, আমি কুম্‌ড়ো। রাক্ষসী-দিদিরে, সাম্‌নে এগিয়ে পড়, অনেক নধর নধর মানুষ পাবে, দিনরাত রক্ত চুষো।

উর্ব্বশী। তুমিও তো মানুষ, তুমি তো কুম্ড়ো নও!

সদা। তোমরা জাননা, তপোবনের কুম্ড়োই এই রকম!

উর্ব্বশী। আহা, আমরা কুমড়ো বড় ভালবাসি! চল দিদি, নিয়ে যাই, ছেঁচ্‌কি ক'রে খাব।

সদা। না, না, আমি তিত্ কুমড়ো! একখানা কেটে মুখে দিলে, সাত দিন মুখের তেতো ছাড়্‌বে না। নইলে মুনির বাচ্ছারা ছেড়ে দেয়, এতদিন মোরোব্বা বানাতো।

উর্ব্বশী। আচ্ছা, তিত্ কুমড়ো, বল দেখি, এখানে বিশ্বামিত্রের আশ্রম কোথা?

সদা। এই পূর্ব্বমুখো এক দৌড়ে গিয়ে যেখানে পঁহুছিবে, সেইখানে।

ঘৃতাচী। দিদি, তরুলতার মনোহর শোভা দেখে বুঝ্‌তে পাচ্ছনা— এই তপোবন?

উর্ব্বশী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তোমার মনোচরা বিশ্বামিত্রের তপোবন।

মেনকা। আহা, ঐ না পুষ্কর সরোবর! এস, আমরা পুণ্যময় পুষ্কর-তীর্থে স্নান ক'রে যাই।

উর্ব্বশী। কুমড়ো ঠাকুর, আমরা যাচ্চি গো!

সদা। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে গুটি গুটি চ'লে যাও। আমার পানে চাইলে চোখ কাণা হবে। [মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণের প্রস্থান। (উত্থিত হইয়া) না, রাক্ষসী নয়। রাক্ষসী হ'লে, ঘাড়টা চেপে এক কামড় না দিয়ে ছাড়্‌তো না। তপোবনে তো নানারকম আম্‌দানি হয়, এই মজাতেই রাজ্য ছেড়ে আছে। [সদানন্দের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

——*——

পুষ্কর-সরোবর।

মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণের জলবিহার।

(গীত)

চল্‌লো চল্ মৃণাল-ভুজে কেটে জল।
হেসে হেসে জলে ভেসে, গরব না করে কমল॥
সলিলে ক'র্‌লে কেলি, নলিন-অধরা,
মত্ত হ'য়ে গুঞ্জে ধেয়ে আস্‌বে ভ্রমরা,
ঢাক্‌বো আঁচলে বদন, ভ্রমরা হবে বিকল॥
রঙ্গ ক'রে অঙ্গে ঠেকে তরঙ্গ খেলে,
হিল্লোলে গা দোলে, চ'লে পড়িলো হেলে,
থাকিস্ সাবধানে, উথ্‌লে জল যায় কাণে কাণে,
ডুব দিলে, সই, থই পাবিনে, উপর উপর ভেসে চল্॥

উর্ব্বশী। ঐ বুঝি বিশ্বামিত্র আস্‌ছে, ও দিকে চেয়োনা, ফিরে স্নান কর, আমরা স'রে যাই।

ঘৃতাচী। দেবরাজ ব'লেছেন, যদি বিশ্বামিত্রকে মুগ্ধ ক'র্‌তে পার, তাঁর গলদেশের মালা তোমায় পারিতোষিক দেবেন।

মেনকা। সখি, বিশ্বামিত্র যদি আমায় পায়ে স্থান দেন, আমি দেবরাজের শচী হবার বাঞ্ছা করি না। আমি বিশ্বামিত্রের গুণগ্রাম শ্রবণে মুগ্ধ হ'য়েছিলেম। দেখ দেখ, কি তেজঃপুঞ্জ পুরুষ!

উর্ব্বশী। হ্যাঁলা, তুই অপ্সরার নাম ডোবালি যে! সাধের প্রাণে বেড়ি প'র্‌লি ? তুই দেব-কুসুমের ভ্রমরী হ'য়ে নরের অনুরাগিনী হ'লি ?

মেনকা। সখি, পাও নাই প্রেমের আস্বাদ,
তাই হেন কহ বাণী।
কাম-পিপাসার বারি অপ্সরা ত্রিদিবে।
ভোগ্যকায় প্রেমহীন দেবতা-সেবায় ;
অথবা যে নর,
পুণ্যবলে আসে স্বর্গ স্থলে
ভোগতৃষা পূর্ণ হেতু,
বাধ্য মোরা সেবিতে তাহায়।
ছিঃ ছিঃ, হয় মনে ঘৃণার উদয় !
স্বর্গ-সুখ—প্রেমহীন কামক্রিয়া !
প্রণয়ের বিমল আস্বাদ—
পেতে সাধ হ'তেছে হৃদয়ে ;
পূজি বিশ্বামিত্র, চিত্ত তৃপ্ত করিব, সজনি !

উর্ব্বশী। আচ্ছা, ভাই ! বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি সাধ মিটোও, তোমার এক কাজে তু'কাজই হবে। তোমার সাধও মিট্‌বে, আর বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ ক'র্‌তে পার্‌লে,দেবরাজও তোমায় পুরস্কার প্রদান ক'র্‌বেন। আমরা তোমার মত প্রেম শেখ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বো,তাতে দেবরাজের প্রিয় হ'তে পার্‌বো। নাও, নাও, অমন মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে থাক্‌লে কি পুরুষ বশ হয় ? সলিলে তোমার অনাবৃত রূপরাশি দেখে, এখনই বিশ্বামিত্র এসে তোমার পায়ে-হাতে ধ'র্‌বে। চল্‌লো

আমরা যাই; ওঁর মাটীতে বেড়ানো সাধটা মিটে অসুক।

[মেনকা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। আমার যশঃ-সৌরভ ভুবন ব্যাপ্ত—অবশ্যই বশিষ্ঠের মনে ঈর্ষা জন্মেছে! এই ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ক'রেই "নমো নারায়ণায়" ব'লে সাম্‌নে দাঁড়া'ব, তাকেও নমস্কার ক'র্‌তে হবে। বুঝ্‌বে, আমি কিরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি কামজয়ী পুরুষ, সঙ্গে স্ত্রীসত্ত্বেও কাম-বিরত। এইবার পুনরায় কঠোর তপস্যায় রত হ'লেই ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদানে বাধ্য হবেন। (সহসা পুষ্করে মেনকাকে দেখিয়া) এঁ্যা, ও কে! যেই হ'ক না, আমি স্নান ক'রে চলে যাই। এঁ্যা, পরমা সুন্দরী! এমন সুন্দরী রমণী তো কখনও দেখি নাই! একাকিনী পুষ্করে স্নান ক'র্‌তে এসেছে! কে সুন্দরী? আর যেই হ'ক, আমি স্নান ক'রে যাই, আমার অত প্রয়োজন কি? না, জিজ্ঞাসা করি না, কে? সংবাদটা নিই না, তাতে আর দোষ কি? সুকেশিনী, গুরু-নিতম্বিনী! যে রূপ অঙ্গসৌষ্ঠব, বোধ হয়, মুখমণ্ডল সেইরূপ লাবণ্যপূর্ণ!

মেনকা। তেজঃপুঞ্জ তাপস, দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন।

বিশ্বা। মরি মরি,
জল বিহারিণী, কে তুমি রমণী,
নলিনীনয়না, নলিনী-লাঞ্ছিত তনু!
কৃপা করি কহ, লো সুন্দরি,

কোথায় আবাস তব ?
বিশ্বামিত্র রাজর্ষি আমার নাম।

মেনকা। মেনকা দাসীর নাম, শুন তপোধন,
জাতিতে অপ্সরা, আসিয়াছি ধরা,
স্নান হেতু পুষ্কর-সলিলে।
কিঙ্করীরে কর, ঋষি, আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ যেন হয় মনোসাধ।
আজ্ঞা কর, যাই ফিরে নিজ বাসে।

বিশ্বা। লো সুন্দরি, কৃপা করি
শুন মম কাতর বচন।
হেরি তব অমল বদন,
হয় মম প্রেম আকিঞ্চন,
বাসনা পূরাও, কৃশোদরি !
তপের প্রভাবে, অতুল বৈভবে
যতনে রাখিব সদা।
পূরাও কামনা,
এস সাথে, ক'র'না বঞ্চনা,
অদূরে আশ্রম মম।

মেনকা। প্রভু, আমায় বড় সঙ্কটে ফেল্লেম। আপনার বাক্যই বা কিরূপে লঙ্ঘণ ক'র্বো, আর স্বর্গে না ফিরে গেলে, দেবরাজ ক্রুদ্ধ হবেন। আমার সঙ্গিনীরা সব ফিরে গেছেন।

বিশ্বা। কে, ইন্দ্র? চিন্তা ক'রো না; তুমি জান না, আমি ইন্দ্র

সৃষ্টি করি। আজ রজনীতে আমার প্রভাব তোমায় দেখা'ব—কিরূপ উজ্জ্বল গ্রহ-তারা সৃজন ক'রেছি! প্রতি নক্ষত্রের সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতি; তবে বহু দূরে স্থাপিত, তাই ক্ষুদ্র দৃষ্ট হয়। নূতন স্বর্গ আমার সৃষ্ট। ইন্দ্রের ভয় ক'র' না। ইন্দ্র আমার ভয়ে সদাই সশঙ্কিত—পাছে তারে স্বর্গচ্যুত ক'রে অপর ইন্দ্র আমি স্থাপন করি। এস, এস।

মেনকা। যে আজ্ঞে, চলুন।

বিশ্বা। সাবধানে ওঠ, পায়ে কিছু না লাগে! স্থানটা বড় প্রস্তরময়, চল্‌তে ক্লেশ হবে, যদি অনুমতি কর, আমি তোমায় বহন ক'রে ল'য়ে যাই।

মেনকা। আমি কি এতদূর স্পর্দ্ধা ক'র্‌তে পারি, যে আপনি আমায় বহন ক'র্‌বেন!

বিশ্বা। দোষ কি! দোষ কি! (বাহু প্রসারণ। এমন সময়ে দূরে কলসী-কক্ষে সুনেত্রাকে আসিতে দেখিয়া, স্বগত) আঃ, এখন আবার সুনেত্রা এই দিকে আস্‌ছে!

মেনকা। প্রভু, কি দেখ্‌চেন?

বিশ্বা। শোন, শোন, যে স্ত্রীলোকটী কলসী-কক্ষে আস্‌ছে, ওর সঙ্গে এ সব কথার কোন প্রয়োজন নাই। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে ব'লো, সাধ হ'য়েছে, পুষ্করে স্নান ক'রে ঋষির সেবা ক'র্‌বে। এ সব কথা কিছু ব'লো না, এ সব কথা কিছু ব'লো না, ও আমার স্ত্রী। আমি আজই কৌশলে ওকে স্বদেশে প্রেরণ ক'র্‌বো। আমি যেরূপ বলি, তুমি সায় দিও।

মেনকা। প্রভু, দেখ্‌ছি উনি তপস্বিনী, উনি তো আমার প্রতি বিরূপা হবেন ?

বিশ্বা। না, না, ওকে এ সব কথা ব'ল্‌বো কেন ? দেখ না, আমি কৌশল ক'চ্চি।

(সুনেত্রার প্রবেশ)

আর কেন তুমি বারি হেতু আগমন ক'রেছ ? আমি কমণ্ডলুতেই জল নিয়ে যেতেম, আমার তো বারির অধিক প্রয়োজন হয় না।

সুনেত্রা। প্রভু, এক কলসী জল নিয়ে যাব, তাতে আর ক্লেশ কি ?

বিশ্বা। তোমার ক্লেশ হয় না, কিন্তু আমার ক্লেশ হয়। ভাবি, রাজরাণী তপোবনে তপঃক্লেশে আর কত দিন এরূপ থাক্‌বে ! আর আমার তো এক রকম কার্য্য সিদ্ধি হ'য়েছে ; আর দু'দশদিন তপস্যা ক'র্‌লেই ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ক'র্‌বো। তার পরেই রাজ্যে ফির্‌বো। তুমি রাজধানীতে ফিরে যাও, আর তোমার কষ্ট কর্‌বার আবশ্যক নেই। আমার সেবা করা তো তোমার হ'য়েছে, আমি তো তোমার প্রতি খুব প্রসন্ন, আমি তো তোমার প্রতি খুব প্রসন্ন। (মেনকার প্রতি) এস, এস, তপোবন দেখ্‌বে এস।

সুনেত্রা। প্রভু, ইনি কে ?

বিশ্বা। কে একজন বিদেশী রমণী, সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে পুষ্করে স্নান ক'র্‌তে এসেছিল, সঙ্গিনীরে সব ফেলে চলে গেছে, বিপদে প'ড়েছে। আহা, অনাথা ! আশ্রমে দুই একদিন আশ্রয় দিই, যখন আশ্রম বেঁধে র'য়েছি, অনাথাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত, কি বল ? (মেনকার প্রতি) এস গো এস, চিন্তা নাই, দু'দশ দিন

হেথায় থাক্‌তে পার্‌বে, তারপর তোমার লোক বাড়ী থেকে এসে নিয়ে যাবে। এস, এস।

সুনেত্রা। প্রভু—

বিশ্বা। কি ব'ল্‌ছ? আমার সেবা? তা ইনিই দিনকতক চালিয়ে দেবেন। কেমন গো, তুমি পার্‌বে না? পার্‌বেন ব'ল্‌ছেন। আর আমি তপস্বী, আমার সেবাই বা কি, সেবাই বা কি! আর দেখ, তোমার বনবাসের ক্লেশ আমি আর সহ্য ক'র্‌তে পাচ্ছি নে। তোমার ক্লেশ দেখে আমার তপ ভঙ্গ হয়। আজই তুমি রাজধানীতে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। (জনান্তিকে মেনকার প্রতি) কি ভাব্‌ছ? আমি আজিই ওরে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি নিঃশঙ্ক-মনে এস।

[মেনকা ও বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

সুনেত্রা। মাগো, মা মহামায়া! একি ঘোর মায়ায় আমার পতিকে আবদ্ধ ক'র্‌লে! কি হ'লো, তপ-জপ যে সমস্ত বিফল হবে! কি উপায় ক'র্‌বো! আমি কদাচ অবাধ্য হব না; আমি কুটীর পরিত্যাগ ক'র্‌বো; কিন্তু আমি সহধর্ম্মিণী, যেরূপে এই ঘোর মোহ দূর হয়, সে কার্য্য সাধন আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি অবলা রমণী, কিরূপ উপায়ে কার্য্য সিদ্ধ হবে! (যুক্তকরে) মা শিবরাণি, যোগিনি, যোগসিদ্ধি-প্রদায়িণি, দেবদেব মহাদেবের যোগসঙ্গিণি! নন্দিনীকে শিক্ষা দাও, কি উপায়ে পতিকে কামকলার হস্ত হ'তে উদ্ধার ক'র্‌বো! বোধ হয়, দেব-প্রেরিতা; মোহিনী, মায়াবিনী, মুগ্ধকারিণী,প্রভুকে মুগ্ধ ক'রেছে। রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে

কি এই কঠোর তপস্যা সকলই বিফল হ'লো! মা জগদম্বে, আশ্রিতা দুহিতাকে পদ-ছায়া প্রদান কর।

(বেদমাতার প্রবেশ)

বেদ। কেন, মা, তুমি হেথায় অনাথিনীর ন্যায় ব'সে র'য়েছ?

সুনেত্রা। মা, স্নেহময়ি, মধুর হাসিনি, তুমি কে, মা?

বেদ। তুমি কি জান, মা? আমার পরিচয় দিলে কি চিন্‌তে পার্‌বে?

সুনেত্রা। তুমি কোথায় থাক, মা?

বেদ। আমার চার্‌টী ছেলে, সকলের কাছেই ঘুরি। যে সে আমার বাছাদের ধ'রে নিয়ে যায়, আর গালমন্দ করে! বলে—তুই এই! তুই হেন! তুই তেন! আহা, বাছাদের আমার বড় সরল প্রাণ! কুটীল লোকে কুটীল ভেবে গাল দেয়।

সুনেত্রা। তোমার ছেলেগুলি কি করে, মা?

বেদ। তাদের বড় সাধ, লোক শিক্ষা দেওয়া; তা, কে শিখ্‌বে বল? ভোগসুখের কামনাই সবার; শেখ্‌বার কামনা কার আছে বল, মা?

সুনেত্রা। তারা কি করে?

বেদ। গান করে, বিধান দেয়, মন্ত্র পড়ে, হোম শেখায়।

সুনেত্রা। তোমার ছেলেদের নাম কি বল, মা, আমি তাদের কাছে যাব।

বেদ। আমার ছেলেদের নাম—সাম, যজু, ঋক্, অথর্ব্ব। তুমি তাদের কাছে যেতে চাচ্চ কেন? তাদের কাছে গিয়ে কি ক'র্‌বে?

সুনেত্রা। মা, আমার স্বামীর চিত্তমালিন্য জন্মেছে, এর কি প্রায়শ্চিত্ত আমি শিখ্‌বো। আমি সহধর্ম্মিনী, আমি কি প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌লে আমার স্বামী মোহমুক্ত হন।

বেদ। এ জন্য তাদের কাছে যাবে কেন? আমিই তোমায় বলে দিচ্চি;—আমি জানি না, মা, আমি তাদের প্রসব ক'রেছি?—আমি সব জানি।

সুনেত্রা। মা, যদি জান, আমায় বলে দাও, আমার নির্ম্মল স্বামী—কেন তাঁর চিত্ত কলুষিত হ'লো?

বেদ। মা, দুরন্ত কলুষের বহু সহায়। প্রধান সহায় ঐশ্বর্য্য। সকলরূপ ঐশ্বর্য্যই সহায়, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা যোগ-ঐশ্বর্য্য উচ্চ হৃদয়কে প্রতারিত করে। এই যোগ-ঐশ্বর্য্যে তোমার স্বামী প্রতারিত হ'য়েছেন। তাঁর মনে অহঙ্কার জন্মেছে, যে তিনি তপঃসিদ্ধ,এই তাঁর পতনের কারণ। তাঁর মনে অহঙ্কার জন্মেছিল, তিনি কামজয়ী মহাপুরুষ, কিন্তু দর্প-হারী তো কারো দর্প রাখেন না, সেই জন্যই তাঁর পতন। কিন্তু চিন্তিত হ'য়ো না,তিনি আশ্রিত-রক্ষার ফলে যোগসিদ্ধ হবেন। তুমি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গ, তোমার পবিত্রতায় তিনি পবিত্রতা লাভ ক'র্‌বেন। মা, বাসনা—ভোগ ব্যতীত পূর্ণ হয় না। সকলই সময়-সাপেক্ষ। যত দিন তোমার স্বামী ভোগে রত থাকেন, তত দিন তুমি নির্জ্জনে দুর্গার আরাধনা কর।

সুনেত্রা। আমি তো, মা, দুর্গার আরাধনা কিরূপ জানিনা, আমায় শিখিয়ে দাও।

বেদ। শিখিয়ে আর কি দেব, অতি সহজ। মুখে দুর্গা নাম উচ্চারণ

করাই তাঁর আরাধনা, তা অপেক্ষা তাঁর প্রিয় আরাধনা আর নাই। এস, তোমায় নির্জ্জন স্থানে ল'য়ে যাই।

সুনেত্রা। মা, কিরূপে জান্‌বো যে আমার কার্য্য সিদ্ধ হ'য়েছে?— আমার স্বামীর হৃদয়-মালিন্য দূর হ'য়েছে?

বেদ। স্বয়ং লোকপাবন অগ্নিদেব তোমায় মূর্ত্তি ধারণ ক'রে ব'লে দেবেন। যখন তোমার স্বামীর হস্তের হবি তিনি পুনরায় গ্রহণ ক'র্‌বেন, তখন জান্‌বে, তিনি নির্ম্মলত্ব লাভ ক'রেছেন।

সুনেত্রা। মা, ও রমণী কে? যে আমার স্বামীকে কলুষিত ক'রেছে?

বেদ। ও অপ্সরা মেনকা, ইন্দ্রের আদেশে মদন মেনকাকে তোমার স্বামীর অনুরাগিনী ক'রেছেন।

সুনেত্রা। মা, দেবতাদের কি এরূপ হীন কার্য্য!

বেদ। বৎসে, সংসার মহামায়ার শক্তিচালিত, কর্ম্মক্ষেত্রে ধার্ম্মিক রাজার প্রয়োজন। মেনকার গর্ভে তোমার স্বামীর ঔরসে যে কন্যা জন্মগ্রহণ ক'র্‌বে, সেই কন্যার পুত্র ভরত; তার পুণ্যবলে এই ধর্ম্মক্ষেত্রকে ভারতবর্ষ নামে জগদ্বিখ্যাত ক'র্‌বে। চল মা।

সুনেত্রা। তুমি কে, মা?

বেদ। যে হই, সে তত্ত্বের আবশ্যক নাই, তুমি নিজ কার্য্যে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বশিষ্ঠের আশ্রম।

বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী।

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, অতি কঠোর যন্ত্রণার জন্য প্রস্তুত হও; অতি কঠোর যন্ত্রণা, যে যন্ত্রণায় আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু তোমায় একমাত্র সান্ত্বনা প্রদান করি, তোমার পতি পাপমুক্ত। কামধেনুর লোভে ক্রোধ বশতঃ ব্রহ্মতেজ প্রয়োগে বিশ্বামিত্রের শতপুত্র নাশ ক'রে-ছিলেম, এই জন্মেই সেই কর্ম্মফল ভোগ দ্বারা আমি মহাপাপ-মুক্ত। মহামায়ি, তুমি দারুণ মোহ-বন্ধনে জীবকে আবদ্ধ রাখ, আবার নির্ম্মম হ'য়ে হৃদয়-তন্ত্রী ছেদ কর! লীলাময়ি, ইচ্ছাময়ি, তোমার সংসার, তোমার অধিকার, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, মা! এ দেহ-বন্ধন ছেদন ক'রে আত্মাকে মুক্ত কর। মাগো, কি দারুণ শেলাঘাত ক'র্‌লে, কি দারুণ শেলাঘাত ক'র্‌লে!

অরুন্ধতি। প্রভু, প্রভু, বলুন, কি ঘোর বিপদ-ঝটিকা প্রবাহিত হ'য়েছে— যাতে মেরু সদৃশ অটল হৃদয় বিকম্পিত! প্রভু, বলুন, দারুণ সন্দেহে আমার হৃদয় আকুলিত ক'র্‌বেন না—আমার হৃদয়ে ঘোর হাহাকার উত্থিত!

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, রোদন কর, রোদন কর,—রোদনই একমাত্র সান্ত্বনা, এ দারুণ যন্ত্রণার অন্য সান্ত্বনা নাই।

অরু। প্রভু, বলুন বলুন, কি ভয়ঙ্কর আশঙ্কা-ছায়া আমার হৃদয়ে

নিপাতিত ক'চ্চেন! আমার শক্ত্রির তো মঙ্গল? আমার মানা উপেক্ষা ক'রে সে অতি কুক্ষণে যাত্রা ক'রেছে!

বশিষ্ঠ। সতি, জীব প্রারব্ধে আবদ্ধ! শক্ত্রি তোমার মানা উপেক্ষা করে নাই। প্রারব্ধ তারে কুক্ষণে ল'য়ে গিয়েছে।

অরু। তার কি কোন' অমঙ্গল ঘটেছে?

বশিষ্ঠ। এখন সে সংসারের মঙ্গলামঙ্গলের অতীত, সাংসারিক মঙ্গলামঙ্গল আর তারে স্পর্শ ক'র্‌বে না।

অরু। প্রভু, প্রভু, আমার শক্ত্রি কি নাই?

বশিষ্ঠ। আর আমাদের নাই, প্রারব্ধ-নির্ণীত স্থানে গমন ক'রেছে।

অরু। হা জগদীশ্বরি, কি ক'র্‌লি, কি হ'লো! প্রভু, এ দারুণ শোকে কি ক'রে জীবনধারণ ক'র্‌বো!

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, প্রস্তরবৎ হও। সংসার শোকজননী, শোকতাপই সংসারের শিক্ষা; সংসার-স্পৃহা যেরূপ বলবান, শিক্ষা সেইরূপ কঠিন। আরও উৎকট সংবাদের জন্য মন বাঁধ'।

অরু। কি, কি, আমার অন্য পুত্রেরা কোথায়?

বশিষ্ঠ। পাপের পরিণাম অতি বিস্তৃত, ব্রহ্মতেজ অপব্যয় ক'রে সেই তেজে আপনাকে দগ্ধ হ'তে হয়। আমি বিশ্বামিত্রের বিরুদ্ধে সেই তেজ অপব্যয় ক'রেছি। সেই তেজ অপব্যয় ক'রে তোমার পুত্র, রাজা ত্রিশঙ্কুকে অভিশাপ দিয়েছিল; রাজা কল্মাষপাদকে অভিশাপ দিয়ে স্বয়ং বিনষ্ট হ'লো, নিজ ভ্রাতাগণের উচ্ছেদ সাধন ক'র্‌লে। রাজা কল্মাষপাদ শক্ত্রির অভিশাপে রাক্ষস হ'য়ে সকলকে ভক্ষণ ক'রেছে।

অরু। প্রভু, প্রভু, আশ্রিতাকে পদতলে আশ্রয় প্রদান করুন; যোগ-শক্তি-বলে আমার পুত্রগণকে পুনরর্পণ করুন। আপনার ইচ্ছা হ'লে, যমরাজ কখনই তাদের নিজপুরে রক্ষা ক'র্‌তে সমর্থ হবে না; তারা শরীর ধারণ ক'রে মা ব'লে আমার নিকট আস্‌বে।

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, আমায় প্রলোভিত ক'রো না। স্থাপিত নিয়ম বিরুদ্ধে শক্তি-চালনের উপদেশ দিও না। সত্য, ব্রহ্মশক্তি-বলে পুনরায় আমি তাদের ধরাতলে ল'য়ে আস্‌তে সক্ষম; কিন্তু বিশ্ব-নিয়ম পরিবর্ত্তিত হবে—যে নিয়মে সৃষ্টিস্থিতি লয় পরিচালিত, ও যাহা কল্পে কল্পে পরীক্ষায় হিতকর—সেই নিয়মের বিপর্য্যয় উৎপন্ন হবে।

অরু। সে রাক্ষস কোথায়? তারে বধ করুন, আমার কথঞ্চিৎ যন্ত্রণা দূর করুন।

বশিষ্ঠ। না, সাধ্বি, কল্মাষপাদের শাপ মোচন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব জগতে প্রচার ক'র্‌বো। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি, যদ্যপি তারা জান্‌তে যে ব্রাহ্মণ কি কঠোর নিয়মাধীন; ভোগসুখ বর্জ্জিত হ'য়ে দিবা-রাত্র কি কঠোর সাধন তার কর্ত্তব্য; আততায়ী শত্রুর প্রতিও কিরূপ দয়া প্রকাশ তার উচিত; কিরূপ ক্ষমাশীলতা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব; এ সমস্ত যদি অন্য বর্ণাশ্রম অবগত হ'ত, তাহ'লে কদাচ ব্রাহ্মণ হবার কামনা ক'রতো না। আমি ব্রাহ্মণ,ভাগ্যফলে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ক'রেছি, ক্ষমাই আমার একমাত্র পরিচয়। বিশ্বামিত্রের সহিত যুদ্ধে তুমিই আমায় সেই ক্ষমাশিক্ষা প্রদান ক'রেছ, এখন বিপরীত উপদেশ প্রদানে স্বামীর ব্রহ্মশক্তি হ্রাসের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রো না। অতি চঞ্চল মন,—পুত্র-শোকে, তোমার উত্তেজনায়—উত্তেজিত না হয়।

ধৈর্য্যাবলম্বনে শোক সংবরণ কর। পরম শত্রুরও অহিত কামনা বর্জ্জন কর। তোমার উপদেশে আমি ব্রহ্মতেজ সংবরণ করায় বংশ রক্ষা হ'য়েছে, পিতৃলোকের পিণ্ডস্থল হ'য়েছে। বধূমাতা গর্ব্ভবতী, সেই গর্ভে তোমারই পুণ্যে মহাঋষির উদ্ভব হবে। এস, আমি ঘোর তপস্যায় নিযুক্ত হব, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, এস, আমার সহায়তা ক'র্‌বে।

অরু। প্রভু, আপনার বাক্য আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু পুত্র-শোকে আমি বড়ই কাতরা!

(বেগে অদৃশ্যন্তীর প্রবেশ)

অদৃশ্যন্তী। পিতঃ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, এ দুরন্ত রাক্ষস আমার জীবন সংহারার্থে আগত।

(রাক্ষসবেশী কল্মাষপাদের প্রবেশ)

কল্মাষ। দাঁড়া, বশিষ্ঠ, তোর শত পুত্র খেয়েছি, তোরে খাব, তোর স্ত্রীকে খাব, তোর পুত্রবধূকে খাব! হা-হা— হা-হা—

বশিষ্ঠ। রাজা কল্মাষপাদ, আমার বাক্যে তোমার ব্রহ্মশাপ মোচন হোক্!—দুরন্ত কিঙ্কর রাক্ষসের প্রভাব তোমা হ'তে অপসৃত হোক্!—তুমি পূর্ব্ব প্রকৃতি ধারণ কর। (কমণ্ডলুর জল নিক্ষেপ)

কল্মাষ। (পূর্ব্বমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া) একি, একি! আমায় কি পিশাচ আচ্ছন্ন ক'রেছিল? হে ব্রাহ্মণ, হে তপোধন, তুমিই ধন্য! জগতে ব্রাহ্মণই প্রত্যক্ষ দেবতা! ঈশ্বরের ক্ষমা শক্তি ব্রাহ্মণরূপে জগতে অবতীর্ণ। হে ব্রাহ্মণ, তোমার পাদস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র! ক্ষমাগুণে

তুমি ত্রিলোকপূজ্য, তুমি দেবপ্রিয়, দেবমান্য ! তুমি সৃজন-শক্তিতে ব্রহ্মা, পালন-শক্তিতে বিষ্ণু, তোমার সংহার-শক্তি দেবদেব মহাদেব তুল্য ; কিন্তু তোমার ক্ষমা-শক্তির তুলনা ত্রিসংসারে নাই ! হে বশিষ্ঠদেব, হে জ্ঞানবান, হে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ, তোমার পাদপদ্মে সহস্র প্রণিপাত করি ! প্রভু, কৃপায় আদেশ করুন, এ দাস রাক্ষস-প্রকৃতিতে নরহত্যা-জনিত পাপে কিরূপে ত্রাণ পাবে ? আপনার শতপুত্র বিনাশ ক'রেছি, এই অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হ'চ্চে ! এ দারুণ অনল কিরূপে শীতল হবে ?

বশিষ্ঠ। মহারাজ, শঙ্কা দূর কর, সমস্ত তীর্থ ও সমস্ত সিদ্ধাশ্রম ভ্রমণ ক'রে স্বরাজ্যে গমন কর, তুমি পাপমুক্ত হবে। অন্তে বৈকুণ্ঠ লাভ ক'র্বে।

কল্মাষ। কৃপাময়, তুমিই ধন্য ! জয়, বশিষ্ঠদেবের জয় !

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বন।

অগ্নিকুণ্ড-সম্মুখে সুনেত্রা।

সুনেত্রা। কই, অগ্নিদেব তো মূর্ত্তিমান হ'য়ে দর্শন দিলেন না ! ভাল, আমি আমার স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ, এই প্রজ্বলিত অগ্নিতে আমার দেহ আহুতি প্রদান করি। অগ্নিস্পর্শে আমার দেহ পবিত্র হ'লে

তাঁর দেহ অপবিত্র থাক্‌বে না। আর যখন স্বামীর কার্য্য উদ্ধার হ'ল না, তখন এ দেহের প্রয়োজন কি? অগ্নিতে প্রবেশ করি। অগ্নিদেব, তোমার পবিত্র মুখে তনয়ার দেহ গ্রহণ কর।

(অগ্নিতে ঝম্পপ্রদানের উদ্যোগ ও অগ্নির আবির্ভাব)

অগ্নি। মা, তোমার কার্য্য সম্পন্ন হ'য়েছে। আমি তোমার স্বামীর হোমে আবির্ভূত হ'য়ে হবি গ্রহণ ক'র্‌বো। তুমি আর তোমার স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন ক'রো না, তুমি স্বরাজ্যে উপস্থিত হ'য়ে সমস্ত ব্রাহ্মণকে দান ক'র। তুমি বিদ্যামায়ার সহচরী, পৃথিবীতে যে রমণী তোমার আদর্শ গ্রহণ ক'রে স্বামীর উচ্চপথে সহায় হবে, সে ভাগ্যবতী অনন্তকাল বৈকুণ্ঠে বাস ক'র্‌বে।

সুনেত্রা। পিতা, পিতা, দাসীকে কৃতার্থ ক'রেছেন। কিন্তু চরণে নিবেদন, রাজ্যের অধিকারী, মহারাজের শিশু পুত্র মধুষ্যন্দ। সে রাজ্য আমি কিরূপে দান ক'র্‌বো?

অগ্নি। মা, তোমার পুত্র এখন রাজপুত্র নয়—ঋষিপুত্র, সুসন্তান। শিক্ষার্থে তোমার ননদী-তনয় ঋচীকের পুত্র জমদগ্নির শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রেছে। শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'লে আমি তারে ব্রহ্মজ্ঞান দেবার নিমিত্ত আমার নিকট আনয়ন ক'র্‌বো। রাজ্য দানে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার। তোমার পুত্র হ'তে ক্ষত্রিয় কুল রক্ষা হবে।

সুনেত্রা। পিতঃ, জ্ঞানহীনা কন্যাকে বলুন, ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসের কারণই বা কে, আর আমার পুত্রই বা সে কুল কিরূপে রক্ষা ক'র্‌বে?

অগ্নি। জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম, ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকুল পীড়িত

হ'ওয়ায়, রোষে একবিংশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় ক'র্‌বেন। তোমার পুত্র ঋষিত্ব লাভ ক'রে সে কুল রক্ষা ক'র্‌বে। স্বজন-স্নেহে পরশুরাম তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা ক'র্‌বেন না।

সুনেত্রা। প্রভু, ব্রাহ্মণবংশে এরূপ কঠোর ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাচারী পুত্র কিরূপে জন্ম গ্রহণ ক'র্‌বে?

অগ্নি। শুভে, চরু বিনিময়ে। এ সকল সংবাদ তুমি পশ্চাৎ অবগত হবে। (অগ্নির অন্তর্দ্ধান)

সুনেত্রা। পিতঃ, শ্রীচরণ-কমলে দাসীর শত সহস্র প্রণাম।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—*—

বিশ্বামিত্রের আশ্রম।

বিশ্বামিত্র।

বিশ্বা। তাইতো, পূর্ণ গর্ভবতী! পরিচর্য্যার জন্য কোন স্ত্রীলোক তো নাই, তা আমিই পরিচর্য্যা ক'র্‌বো; কয় দিন না হয় ধ্যানাদি বন্ধ রাখ্‌বো।

(মেনকার প্রবেশ)

একি, তুমি শয়ন না ক'রে হেথায় এলে কেন?

মেনকা। বোধ হয় আমার প্রসব সময় উপস্থিত, কোন বৃক্ষ-মূলে জঠরের কণ্টক উদ্ধার করি।

বিশ্বা। সে কি, আশ্রম ছেড়ে তরুমূলে কোথায় যাবে? না, না, কুটীর ত্যাগ ক'রো না।

মেনকা। কি ব'লছ? কুটীর অপবিত্র হ'বে!

বিশ্বা। কি অপবিত্র—প্রক্ষালন ক'র্লে সব পরিস্কৃত হবে। যাও, যাও, কুটীরে যাও। আমি সূতিকা-গৃহের প্রয়োজনীয় কাষ্ঠাদি আহরণ ক'রে ল'য়ে যাই।

মেনকা। কাষ্ঠের প্রয়োজন কি? আমরা অপ্সরা, আমরা মানবী নিয়মে সন্তান প্রসব করি না।

বিশ্বা। তা না হোক, এখন যাও যাও; শয়ন করগে, শয়ন করগে।

[মেনকার প্রস্থান।

বড়ই উদ্বেগ! সরলা স্ত্রীলোক, কিছুই বোঝে না, প্রসবকাল স্ত্রীলোকের পক্ষে বড়ই সঙ্কট সময়! ঐ না কে আস্‌ছে? ওকে জিজ্ঞাসা করি, সূতিকাগারে পরিচর্য্যার নিমিত্ত হেথায় কোন স্ত্রীলোক পাওয়া যাবে কি না। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) এঁ্যা, সেই বালক না!

(ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ)

বিশ্বা। কিহে ছোক্‌রা, বহুদিন যে তোমায় দেখি নাই, তুমি আর এসনা কেন?

ব্রহ্মণ্য। কি ক'রে আস্‌বো, তোমার গায়ে যে বৃদ্ধ ছাগের ন্যায় দুর্গন্ধ!

বিশ্বা। কিহে, আমি চন্দন লেপন ক'রে র'য়েছি, আর তুমি ব'ল্‌ছ দুর্গন্ধ!

ব্রহ্মণ্য। অঙ্গে চন্দন লেপন ক'রেছ, আর মন মল-মূত্র-শোণিতে হাবুডুবু খাচ্চে! দেশে ফিরে যাও, দেশে ফিরে যাও; কেন তপস্বীর ভাণ ক'রে র'য়েছ? আমার সরল প্রাণ, কপটতা দেখ্‌তে পারি না!

বিশ্বা। কি, কি, আমি কপট?

ব্রহ্মণ্য। কপট আর কারে বলে? রাজা ছিলে, রাজ্যে থাক্‌লে সহস্র পত্নী গ্রহণ ক'র্‌লে কে কি ব'ল্‌তো? এখন তপস্বী হ'য়েছ, কুটীরবাসী হ'য়েছ, সন্তানের কাঁথা সেলাই ক'র্‌বে। উনি আবার ব্রহ্মর্ষি হবেন!

বিশ্বা। কি, কি, কি ব'ল্লে বালক! হায়, হায়, কি হ'লো! আমি কি ছিলেম, কি হ'লেম! আমি নারীর প্রণয়ে আবদ্ধ হ'য়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লেম, আমি লোকসমাজে উপহাসভাজন হ'লেম, আমার সঙ্কল্প ভঙ্গ হ'লো! ধন-জন-রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে, কাননে এসে সংসারী হ'লেম!

ব্রহ্মণ্য। ও এক রকম মন্দ নয়, ও এক রকম মন্দ নয়! এই সন্তান হবে; ঘটা ক'রে অন্নপ্রাশনের আয়োজন ক'র্‌বে, এই দশ জন ঋষি-তপস্বী আস্‌বে, আমিও এসে ফলার ক'রে যাব। তোমার তো তপোবলে কিছুরই অভাব নাই, যা' মনে ক'র্‌বে, তাই হবে! যেমন সুমিষ্ট ফলমূল প্রস্তুত ক'রেছ, সুন্দর পুষ্প সৃজন ক'রেছ, তেম্‌নি উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন সৃজন ক'রো, আমরা সব ফলার ক'র্‌তে এসে তোমার সন্তানকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাব।

বিশ্বা। জ্ঞানদাতা, কে তুমি? কে আমায় মোহ-অন্ধকার হ'তে উদ্ধার ক'র্‌তে এসেছ?

ব্রহ্মণ্য। কে আমি, কে আমি? কে তুমি, আগে চেন, কে আমি তারপর চিন্‌বে। আমায় চিন্‌লেই হ'ল! দিনকতক চোখ বুজে ধ্যান ক'রে যোগশক্তি নিয়ে বাহাদুরী দেখিয়ে—ও কে, সে কে—সব চিনে নেবেন! আপনাকে চেনেন না, অন্যকে চিন্‌বেন!—বুড়ো মিন্সের আক্কেল নাই।

(গীত)

আপ্‌নাকে চে'ন আগে, চিন্‌বে আমায় তার পরে।
দেখ্‌ছ কি এদিক ওদিক, দেখ কে আছে ঘরে॥
গরবে চোখ ঢেকেছ, মুখে তাই পাঁক মেখেছ,
দোর খুলে চোর ঘরে ডেকেছ;
মনের ভুলে মূল খোয়ালে, কাঁচ নিলে সোণার দরে॥
মনকে ঠেরো না আঁখি, বুঝ্‌লে কি আঁখির ফাঁকী?
মিলে আঁখি, ভাব দেখি, আছে কি বাকী!
অকূলে আর ভেসো না, ওঠ কূলে জোর ক'রে॥

[ব্রহ্মণ্যদেবের প্রস্থান।

বিশ্বা। আমি কি মোহান্ধ! এই বালক আমার ইষ্টদেবতা নিশ্চয়; আমায় কৃপায় দর্শন দিয়েছেন। আমি সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা ক'র্‌লেম; আমি পলিতকেশ, পলিতশ্মশ্রু হ'য়েছি; কিন্তু বালকের যে কিশোরমূর্ত্তি দর্শন ক'রেছি, সেই কিশোরমূর্ত্তি

আজও আছে। আমি এতেও চিন্‌তে পার্‌লুম না! আমি কি হ'লেম, কি ক'চ্চি! তপস্যা ক'র্‌তে এসে নারীর প্রেমে আবদ্ধ হ'লেম!

(কন্যা-ক্রোড়ে মেনকার প্রবেশ)

মেনকা। তুমি ভাব্‌ছিলে, এই দেখ, আমি নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হ'য়েছি। তোমায় তো বল্লুম—অপ্সরা-নিয়ম, মানবী-নিয়মের ন্যায় নয়। চেয়ে দেখ, তোমার কেমন সুন্দরী কন্যা—চাঁদমুখে কেমন হাসি দেখ! মুখের ভাব তোমারই মত, তোমার দিকে চেয়ে র'য়েছে! একবার কোলে নাও, স্পর্শে অঙ্গ শীতল হবে, মুখ দেখে প্রাণ জুড়ুবে!

বিশ্বা। (মুখ ফিরাইয়া) সুন্দরি, স্বস্থানে গমন কর, আর আমায় লজ্জা দিও না। দেবরাজের মনস্কামনা পূর্ণ হ'য়েছে! তোমায় ছলনা ক'র্‌তে প্রেরণ ক'রেছিলেন, তাঁর সে কার্য্য সিদ্ধ হ'য়েছে!

মেনকা। প্রভু, প্রভু, আমি অপরাধিনী নই, আমি আপনাকে ছলনা ক'র্‌তে আসি নাই; দেবরাজও আমায় প্রেরণ করেন নাই। আমি আপনার গুণগ্রাম শ্রবণে মুগ্ধ হ'য়ে, আপনার পদ-সেবার নিমিত্ত পুষ্করে এসেছিলেম।

বিশ্বা। সুন্দরি, বুঝেছি, দেবরাজের আজ্ঞায় মদন অলক্ষ্যে তোমার হৃদয়ে আমার প্রতি প্রেমানুরাগ সঞ্চার ক'রেছিল। যাও, তোমার মঙ্গল হ'ক,—কন্যা ল'য়ে গমন কর।

[প্রণামান্তর কন্যা লইয়া মেনকার প্রস্থান।

ধন্য, ধন্য, মদন-তাড়না!
নিরাহারে, কঠোর সাধনে,
নিস্তার নাহিক পঞ্চবাণে!
দর্প খর্ব্ব হ'ল সমুদয়,
কলঙ্ক রটিল লোকময়—
কামাসক্ত বিশ্বামিত্র অপকীর্ত্তি ভবে।
আজি হ'তে সঙ্কল্প আমার—
বিঘ্ন বাধা করি অতিক্রম—
রব ঘোর সাধনে মগন;
হয় হ'ক শরীর পতন,
প্রতিজ্ঞা না ভঙ্গ হবে মম।
ত্যজি এই স্থান,
নারিলাম রাখিবারে তীর্থের সম্মান।
কঠোর তুষারাবৃত হিমাদ্রি প্রদেশে—
যথা দিবানিশি মেঘের গর্জ্জন,
ঝটিকা তাড়ন, হীন জ্যোতিঃ প্রভাকর—
ব্রহ্মার্চ্চনা করিব বিরলে।
উত্থান বা দেহ বিসর্জ্জন!

চতুর্থ অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

স্বর্গ।

ইন্দ্র ও রম্ভা।

রম্ভা। দেবরাজ, দাসীরে স্মরণ কিবা হেতু ?

ইন্দ্র। শুন, শুন, রম্ভা গুণবতী,
ঘুচে বুঝি ত্রিদিব-বসতি,
বিশ্বামিত্র ইন্দ্রত্ব বা করে।
সুমেরুশিখরে—
আছে ঘোর তপস্যামগন ;
তপোভঙ্গ প্রয়োজন তার,
নহে তপাগ্নিতে মজে বা সংসার।
কি জানি, কি বরপ্রার্থী কঠোর তাপস !
ত্বরাত্বরি যাও, কৃশোদরি,
হানি আঁখি-বাণ, ভঙ্গ কর ধ্যান,
দেবকার্য্য করহ সাধন।

রম্ভা। দেবরাজ, শঙ্কা ভাবি চিতে,

বিশ্বামিত্র সমীপে যাইতে ;
অতি উগ্র ঋষি, মেনকা রূপসী
সশঙ্কিত রহিত সর্ব্বদা।
যে দিন তাহায় দানিল বিদায়—
করিল বর্ণনা চন্দ্রাননা—
ঝরিল অনলরাশি ঋষির নয়নে।
উগ্রমূর্ত্তি হেরি কাঁপিল সুন্দরী,
কন্যা ল'য়ে ডরে আইল পলা'য়ে।
শাপগ্রস্ত হব তথা করিলে গমন।

ইন্দ্র। শুন বার্ত্তা, চারুনেত্রা, নাহি তব ডর।
কৌশলে মদন, পঞ্চ বাণে
প্রণয়ে পীড়িল মেনকায়,
প্রেরিলাম বিশ্বামিত্রে করিতে ছলনা।
কিন্তু, ধনি, জান তুমি পুরুষের মন ;
প্রেমাধিনী হইলে রমণী,
সে নারে মোহিতে কভু পুরুষের চিত,
হারায় মোহিনীশক্তি বিমোহিতা নারী।
তব হৃদে প্রেম না পরশে,
তব প্রেম-ফাঁসে,
মজাইবে বিশ্বামিত্রে অনায়াসে।
আমিও যাইব,
ঋতুরাজ বসন্তে লইব সাথে,

যাহে তুষার-ছাদিত
অভ্রভেদী ভীষণ পর্ব্বতে,
সারি সারি নানা রঙ্গে ফুটিবে কুসুম
বিলাস-দীপনকারী।
কোকিলের কুহুস্বরে পঞ্চমে গাহিব।
তুমি নিতম্বিনি,
নিত্য নব বিলাস-রঙ্গিনী,
ভুলাইবে বিশ্বামিত্রে পীনপয়োধরা।
অধর-সুধার আশে ব্যাকুল হইবে,
তপ পাশরিবে,
মম কার্য্য হইবে উদ্ধার।

রম্ভা। দেবরাজ, দুরন্ত সে ঋষি,
মেনকা সুকেশী কহে,
ভস্ম হবে যে যাবে নিকটে এবে তার।
তপ করে কামজয় হেতু,
যেতে তথা হৃদ্‌কম্প হয় উপস্থিত।

ইন্দ্র। শুন, হে চারুবদনি,
অপ্সরার মধ্যে তুমি, ধনি,
তপোভঙ্গে সুকৌশলী!
এস, সুরঙ্গরঙ্গিনি, বিলম্ব না কর,
সন্তাপিত সুরপুরী তপের প্রভাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:•:—

হিমালয় পর্ব্বত।

বিশ্বামিত্র।

বিশ্বা। দিগম্বর, দেবস্মরহর,
দেহ বর অনাথ কিঙ্করে—
হই কামজয়ী তব নাম স্মরি!
আশুতোষ, ত্রিপুরারি,
মদনতাড়ন, প্রভু পঞ্চানন,
পঞ্চবাণে কর ত্রাণ দেবদেব!
যেন তব কৃপাবলোকনে,
তপোবিঘ্নকারিনী রমণী,
আঁখিবাণ হানি আর
পুনঃ নাহি মজায় কিঙ্করে।
কৃত্তিবাস, মাগে দাস আশ্রয় চরণে!
(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)
একি.! সহসা, তুষারাবৃত এ তুঙ্গ বিজনে,
কোথা হ'তে কুসুম-সৌরভ আসে?
হেথা কেন অলির গুঞ্জন,

কেন বহে মলয় পবন ?
কোকিল পঞ্চমে তোলে তান !
এ কি হেরি, স্তবকে স্তবকে—
নানারঙ্গে কুসুম-বিকাশ !
তপোবিঘ্ন করিয়ে কামনা
নাহি জানি, কে করে ছলনা,
একি বিড়ম্বনা আজি পর্ব্বত-শিখরে !

(গীত গাহিতে গাহিতে রম্ভার প্রবেশ)

পিক কেন পঞ্চম তান তোলে।
ধীর সমীরে কলিকা দোলে॥
কেন গুঞ্জে অলি, চলি কুঞ্জবনে,
সুরভি তরঙ্গিত কেন কাননে ;
কেন কাতর স্বরে, সারী ডাকিছে শুকে,
কপোত পিয়ে সুধা কপোতী-মুখে,
বিহগ বিহগী সনে গাহিছে সুখে ;
সাজিয়ে লতিকা, তরু বেড়েছে ভুজে,
ঋতুরাজ আসি কেন মদনে পূজে,
বুঝি সুষমাদলে—
কামিনী কোমলপ্রাণ মজাবে ছলে॥

রম্ভা। এ কি, পঞ্চেন্দ্রিয় রোধ ক'রে তপস্যা ক'চ্চে ! আমার স্বর কি কর্ণে প্রবেশ করে নাই ? আমি কথা কই। (বিশ্বামিত্রের নিকটস্থ হইয়া)

কর আঁখি উন্মীলন, অহে তপোধন,
হের গুণমণি, আমি তপস্বিনী।
তপোবনে, এ বিজনস্থলে—
তুষার-আবৃত যাহা রহে চিরদিন—
নন্দনগঞ্জন সৃজিয়াছি সুন্দর কানন।
সাধ মনে, তাই নিবেদন করি শ্রীচরণে,
এ সুন্দর স্থানে, বিরলে বসিয়ে,
যুগলে করিব ধ্যান।
চাও, চাও, হেসে কথা কও,
সাধে নারী, কেমন কঠিন তুমি!

বিশ্বা। কেরে পাপিনি, আমার তপোভঙ্গের নিমিত্ত উপস্থিত হ'য়েছিস্? আরে দুষ্টা, আরে বারবিলাসিনী! প্রস্তর মূর্ত্তিতে অবস্থান কর!

রম্ভা। প্রভু, প্রভু, আমায় কৃপা করুন, দেবরাজ আমায় পাঠিয়েছেন। আমার অপরাধ নাই, অবলা রমণী বোধে ক্ষমা করুন।

বিশ্বা। আরে দুষ্টা, তোর প্রস্তর হওয়ার আশঙ্কা কি? তোদের অন্তর প্রস্তর, নচেৎ প্রেমহীন আলাপে তোদের প্রবৃত্তি হয়? ঋষির তপোভঙ্গ কামনায় আগমন করিস্? আমার বাক্য বিফল হবে না। যতদিন না কোন সাধ্বী তোরে স্পর্শ ক'র্বে, ততদিন এই অবস্থায় তোর দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ কর্!

রম্ভা। ধিক্, ধিক্,—স্বর্গসুখে ধিক্! অপ্সরা-জীবনে ধিক্! কি পরাধীন জীবন! ঋষিরাজ, তুমি বিনা অপরাধে আমায় অভিসম্পাত প্রদান ক'রেছ। যদি আমি নিরপরাধ হই, আমিও তোমায়

অভিসম্পাত ক'চ্চি, যতদিন না আমি মুক্ত হব, ততদিন তোমার অপকীর্ত্তি জগতে ঘোষণা ক'র্‌বে। মার্জ্জনা শিক্ষা ব্যতীত, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না।

(রম্ভার প্রস্তরাকারে পরিবর্ত্তিত হওন)

বিশ্বা। ইন্দ্র আমার প্রতিবাদী, নব স্বর্গসৃজনে ক্ষুব্ধ! আমি সহস্র বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে ইষ্টলাভে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হব। ঈর্ষাই ইন্দ্রের শাস্তি, আমার উন্নতিতে অহর্নিশি ঈর্ষাতে দগ্ধ হ'ক! এ আবার কে, এ বিজন প্রদেশে আগমন ক'চ্চে ?

(কল্মাষপাদের প্রবেশ)

কল্মাষ। রাজর্ষি, চরণাশ্রিতকে আশীর্ব্বাদ করুন! আমি বশিষ্ঠদেবের কৃপায় শাপমুক্ত হ'য়েছি, আমার রাক্ষস-প্রকৃতি দূর হ'য়েছে।

বিশ্বা। কিরূপ ?

কল্মাষ। প্রভু, বশিষ্ঠদেব মার্জ্জনাগুণে দেবতারও দেবতা! আমার রাক্ষসত্ব প্রভাবে তাঁর শতপুত্র ধ্বংশ ক'রে, তাঁকে সস্ত্রীক, গর্ভবতী পুত্রবধূর সহিত, বিনাশ ক'র্‌তে উপস্থিত হ'য়েছিলেম। তিনি আমায় ভস্মীভূত না ক'রে, অদ্ভুত মার্জ্জনাগুণে, কমণ্ডলু হ'তে আমার অঙ্গে বারি সিঞ্চন ক'রে, আমার রাক্ষসত্ব দূর ক'রেছেন। তাঁরই আজ্ঞায়, আমার রাক্ষস-বৃত্তির পাপ মোচনার্থে, তীর্থস্থান ও সিদ্ধাশ্রম ভ্রমণ ক'রে, এই পরম পবিত্র সিদ্ধাশ্রমে রাজর্ষিকে প্রণাম ক'র্‌তে দাস উপস্থিত। আমার ভ্রমণ শেষ হ'য়েছে ; আশীর্ব্বাদ করুন, স্বরাজ্যে গমন করি।

বিশ্বা। রাজা, তুমি রাক্ষসত্ব প্রভাবে বশিষ্ঠের শতপুত্র বিনাশ ক'রেছ, বশিষ্ঠ তা অবগত ?

কল্মাষ। হ্যাঁ, প্রভু, তিনি সম্পূর্ণ তা অবগত। তিনি দারুণ পুত্রশোক হিমাদ্রির ন্যায় অটলভাবে সহ্য ক'রেছেন। এইজন্য, তাঁর অদ্ভুত মার্জ্জনাগুণের প্রশংসা ক'রে, দেবতাগণ পুষ্প বরিষণ ক'রেছেন।

বিশ্বা। অদ্ভুত, অদ্ভুত, বশিষ্ঠই ধন্য! রাজা, তোমার মঙ্গল হ'ক! স্বস্থানে গমন কর। [কল্মাষপাদের প্রস্থান।

বিশ্বা। বশিষ্ঠই ধন্য! তার তুলনায় আমি অতি হীন! আমার তপস্যায় ধিক্! যোগ-ঐশ্বর্য্যে ধিক্! আমার স্বর্গ সৃজন, গ্রহ-নক্ষত্র সৃজন, ফল-পুষ্প সৃজনে ধিক্! আমি নরাধম, রিপুর দাস! দশ বৎসর কামরিপুর দাসত্ব ক'রেছিলেম! কাম-দমন-প্রয়াসে তপস্যা ক'রে, ক্রোধরূপ চণ্ডালগ্রস্ত হ'য়ে অবলা রম্ভাকে অভিশাপ প্রদান ক'রেছি! আমিই বশিষ্ঠের শতপুত্রের নিধনের কারণ, আমিই কল্মাষপাদকে দুরন্ত কিঙ্কর রাক্ষস কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন ক'রেছিলেম। আমার পুত্রশোকের প্রতিহিংসা অন্তরে জাগরূক ছিল; আমি মনের কপটতা, বশিষ্ঠের সঙ্গে শত্রুতা, আত্ম-প্রতারণায় অন্ধ হ'য়ে উপলব্ধি করি নাই! আজ মন সেই গরল উদ্গীরণ ক'চ্চে! তপস্যায় কিরূপ ফললাভ ক'র্‌বো! কামক্রিয়ায় আমার অস্থি অশুদ্ধ, ক্রোধে মন অশুদ্ধ, এই অশুদ্ধ কায়-মনে কিরূপে তপস্যায় ফললাভ ক'র্‌বো! সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করি। দেখি, যদি তীর্থের মাহাত্ম্যে আমার দেহ-মন পবিত্র হয়! [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•:*:•—

বন-পথ।

(অগ্রে ব্রহ্মণ্যদেব পশ্চাৎ সদানন্দের প্রবেশ)

সদা অহে ছোকরা, অহে ছোক্‌রা, আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্চি।

ব্রহ্মণ্য। কেন বল দেখি ?

সদা। দেখ, তোমার অনেক রকম দাঁও আসে, রাজাটাকে ফেরাতে পারো ? আমি তো অনেক রকম চেষ্টা ক'র্‌লুম, ফেরাতে পার্‌লুম না।

ব্রহ্মণ্য। না, তা হবে না, উনি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ না ক'রে ফির্‌বেন না।

সদা। ব্রহ্মর্ষিত্ব, ব্রহ্মর্ষিত্ব তো শুনি, ওর ব্যপার খানা কি ব'ল্‌তে পার ?

ব্রহ্মণ্য। কি জান, বশিষ্ঠের মতন হবেন।

সদা। রেখে দাও, বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠের বাবা হ'য়েছে ! এক কবিলে গাই নিয়ে তো বশিষ্ঠের নাড়াচাড়া ? সে গাই, না হয়, সরবৎ চোনায়, মোহনভোগ নাদে, গা ঝাড়া দিয়ে বরকন্দাজ বা'র করে ! এ, স্বর্গকে স্বর্গ বানিয়ে দিলে ! আর তোমার যে দেখা পাইনে ; যে ফল সব তোয়ের ক'রেছে, খাও যদি, তো মণ্ডা মুখে দিলে থুঃ ক'র্‌বে ! তোমার বেশ বুলি টুলি এসে, রাজাকে বাগিয়ে দেশে নিয়ে চল, আর কোন ফিকিরে ফির্‌তে হবে না। কি পাঁচীর

বাড়ী, তৃতীর বাড়ী, ছানা-চিনি খেয়ে ফেরো? রাজ-বাড়ীতে চল, খাও আর ঘুমোও, খাও আর ঘুমোও! বাগিয়ে দেখ দেখি!

ব্রহ্মণ্য। সে দু'দিন যাক্, ঝোঁকটা কমুক। জান তো, তোমার রাজা ঝোঁকের মানুষ,—ঝোঁকেই চলে?

সদা। তা বটে।

ব্রহ্মণ্য। তুমি আমার একটা কাজ কর' দেখি।

সদা। কি কাজ শুনি?

ব্রহ্মণ্য। মস্ত একটা যজ্ঞ হ'চ্ছে।

সদা। বেশ!

ব্রহ্মণ্য। রাজা আম্বরীষ যজ্ঞ ক'র্বে।

সদা। বেশ!

ব্রহ্মণ্য। নরমেধ যজ্ঞ।

সদা। ওটা কিরূপ?

ব্রহ্মণ্য। কিরূপ জান? মানুষ কেটে মাংস আহুতি দেবে।

সদা। ছোক্রা, তুমি থাক থাক—ধোঁকা মারো! সেই মাংস খাবার যোগাড়ে আছ না কি?

ব্রহ্মণ্য। না, তা কেন?

সদা। না কেন? তুমি বড় নিঘিন্নে! তোমার খাবার ভাল মন্দ বাচ্ বিচার নাই; যে যা দেয়, খাও দেখেছি।

ব্রহ্মণ্য। তুমি শুন্‌বে, না, নানান্ কথা কইবে? শোনো, ঐ যে আস্‌ছে দেখ্‌ছ, একটী ছেলে সঙ্গে?—

সদা। আচ্ছা, দেখ্‌লুম।

ব্রহ্মণ্য। ওকে যদি তোমাদের রাজার কাছে নিয়ে যেতে পার, তো এক মজা দেখ!

সদা। মজার চূড়ান্ত মজা দেখেছি! আর মজা দেখ্‌বার সখ নাই।

ব্রহ্মণ্য। তোমাকে এ কাজটী ক'র্‌তেই হবে। এই ছেলেটীকে কাট্‌তে নিয়ে যাচ্চে; কোন রকমে তোমার রাজার কাছে যদি ছেলেটীকে নিয়ে যেতে পার, তো ছেলেটী বেঁচে যায়।

সদা। ও তোমার কে?

ব্রহ্মণ্য। ভাই, আমার কাছে বড় কাঁদাকাটি ক'চ্চে, ওকে না বাঁচাতে পার্‌লে আমার প্রাণটা কেমন ক'র্‌বে!

সদা। দেখ, আমারও প্রাণটা কেমন ক'চ্চে! তা আমি কি ক'র্‌বো?

ব্রহ্মণ্য। কোন রকমে, ওদের ভুলিয়ে ভালিয়ে বিশ্বামিত্রের কাছে নিয়ে যাবে।

সদা। তার কাছে নিয়ে যাব কি? সে এখন পাহাড়ে উঠেছে। পেছ্‌লা বরফে উঠ্‌তে গেলে, ছাতু হ'য়ে যেতে হয়।

ব্রহ্মণ্য। না, না, তিনি তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হ'য়েছেন। অদূরে নদী-তীরে, বৃক্ষমূলে আসন ক'রেছেন, দেখে এলুম।

সদা। বটে, নেবে এয়েছে যে?—মন ফিরেছে না কি?

ব্রহ্মণ্য। তুমি ঐ ছেলেটার কাজে লাগিয়ে দাও না। পাঁচ্‌টা কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মন ফিরে যাবে।

সদা। আচ্ছা, কি ক'র্‌তে হবে,—বাৎলাও, শুনি। যদি রাজা ফেরে, আদর ক'রে তোমার দাড়ি ধ'রে চুমো খাব! আর আদুরে বেটার মতন তোমায় বুকে ক'রে থাক্‌বো! বল।

ব্রহ্মণ্য। বিশ্বামিত্রের কাছে নিয়ে গিয়ে, ঐ ছেলেটাকে শিখিয়ে দেবে, যেমন ত্রিশঙ্কুকে শিখিয়েছিলে,—বিশ্বামিত্রের পায়ে জড়িয়ে ধরে।

সদা। আচ্ছা,—দেখ্‌ছি। চল্লে কেন? তুমিও থাকো না! দু' একটা তো দম ঝাড়্‌তে হবে, নইলে চৌগোঁপ্পা বরকন্দাজ ব্যাটারা,ছেলেটাকে পথ ছেড়ে বেপথে নিয়ে যাবে কেন?

ব্রহ্মণ্য। আমার, ভাই, দমবাজী এসে না।

সদা। উটী কিন্তু, ভাই, তোমার বিনয়! তোমার যদি গোঁপদাড়ি বেরুতো, তোমায় দম্‌বাজীর টোল ক'রতে ব'ল্‌তুম!

ব্রহ্মণ্য। না, আমার কথা শুন্‌বে না।

সদা। আচ্ছা, আমিই দেখি।

(ব্রহ্মণ্যদেবের গীত)

বাজে না বেদনা প্রাণে, পরের প্রাণে ব্যথা দিতে।
আমি তার হিতকারী হই, তার কাছে রই, ফেরে যে জন পরের হিতে॥
দু'দিনের দুনিয়াদারি, কদর তারই, হিতবাণী বোঝে না চিতে,
দীন দেখে যার মন কাঁদে না, জানে না দিন কিনে নিতে,
যে যতন করে, শরণ নিলে,—সেই তো আমার প্রাণের মিতে॥

[ব্রহ্মণ্যদেবের প্রস্থান।

সদা। বড় রকমারি গান ঝাড়ে, বাবা, প্রাণটা উদাস ক'রে দেয়!

(শুনঃশেফকে লইয়া রাজদূতদ্বয়ের প্রবেশ)

ওরে বাপ্‌রে! ভারি বেঁচে গেছি! ভারি বেঁচে গেছি! ওঃ এখনি খেয়েছিল আর কি!

১ম দূত। কি, ঠাকুর, কি হ'য়েছে ?

সদা। র'স' র'স', চেঁচিয়ো না, গলার আওয়াজ পেয়ে এখনি ফিরবে !

১ম দূত। কে ফিরবে ?

সদা। আরে, শুনলে না ? ওই—নেচে গেয়ে চ'লে গেল ?

১ম দূত। কে, ও ?

সদা। আমার মেসোর সম্বন্ধি ! কে, ও ? মস্করা পেয়েছেন !

২য় দূত। কি হ'য়েছে, ঠাকুর, বল' না ?

সদা। হবে আর কি ! ও একটা রাক্কসের ছানা, মানুষ হ'য়ে চরা ক'র্‌তে বেরিয়েছে ! ঐ বনের ভেতর কন্দকাটা—ওর মাসী আছে, ও ব্যাটা গান ক'রে ভুলিয়ে নে যায়, আর সেই মাগী অম্‌নি দুটো হাত বাড়িয়ে ধ'রে কাটা গর্দ্দানায় পূরে দেয় !

২য় দূত। সত্যি না কি ?

সদা। দু' পা এগুলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে !

১ম দূত। শোন' শোন' ঠাকুর, আমি তো ঐ পথেই যাচ্ছিলুম !

সদা। যাবেই তো ! কালে ধ'র্‌লে আর ক'চ্চ কি !

১ম দূত। হ্যাঁ ঠাকুর, সত্যিই রাক্কস আছে ?

সদা। বিশ্বাস না হয়, ঐ নদীর তীরে বিশ্বামিত্র আছে, জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে চল।

২য় দূত। (১ম দূতের প্রতি) আরে যাও, ওর কথা কি শুন্‌ছ ? ওই পথ দিয়ে হামেসা আনাগোনা করি, সোজা পথ ফেলে, আবার বিশ্বামিত্রের ওদিক দিয়ে ঘুরে যাই !

সদা। ও চৌগোঁপ্পা ভায়া, তোমার মাগছেলে আছে তো ?

১ম দূত। আছে বই কি, ঠাকুর!

সদা। তবে ওকে ওই সোজা পথে এগিয়ে দিয়ে, তুমি একটু ঘুরে চল।

১ম দূত। নাহে, বামুন ব'ল্‌ছে, চল একটু ঘুরেই যাওয়া যাক্, বেশী তো নয়, ক্রোশ পাঁচ ছয় ফের প'ড়্‌বে বই তো নয়, ঘুরেই চল।

২য় দূত। ঠাকুর, ওদিকে পথ আছে তো?

সদা। তোফা পথ, এক দম্ ঠিকানায় পৌঁছে যাবে!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।
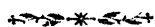
নদীতীরস্থ বৃক্ষমূল।

বিশ্বামিত্র।

বিশ্বামিত্র। কই, তীর্থ পর্য্যটন ক'রে তো শান্তি লাভ ক'র্‌তে পার্‌লুম না! বশিষ্ঠের শত পুত্র আমা দ্বারা হত হ'য়েছে, এই চিন্তা অগ্নির ন্যায় মস্তিষ্কে জ্ব'ল্‌ছে! রম্ভাকে অভিসম্পাত ক'রেছি,—সে কাতর মুখভাব চক্ষের উপর দেখ্‌চি! নিদ্রাবস্থায় মেনকা পাশে দেখি! অশান্ত মন, কিসে শান্ত ক'র্‌বো? কি প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বো।

(সদানন্দ ও শুনঃশেফের প্রবেশ)

সদা। যা, যা, গিয়ে পায়ে জড়িয়ে ধর।

শুনঃ। (ছুটিয়া বিশ্বামিত্রের পদদ্বয় ধারণ করিয়া) ঋষিরাজ, আমি অনাথ ব্রাহ্মণ বালক, আমার জীবন রক্ষা কর।

বিশ্বা। কে, বাবা, তুমি?

শুনঃ। আমি অনাথ ব্রাহ্মণকুমার! আমি আমার পিতার মধ্যম সন্তান! রাজা অম্বরীষের নরমেধ যজ্ঞে আহুতি দেবার জন্য, আমার পিতা আমাকে বিক্রয় ক'রেছেন। আমার খড়্গ দ্বারা মুণ্ডচ্ছেদ ক'র্‌বে; আমার মহাভয় হ'চ্চে, আমায় মহাভয়ে পরিত্রাণ করুন!

বিশ্বা। চিন্তা নাই, স্থির হও।

(দূতদ্বয়ের প্রবেশ)

২য় দূত। দেখ্ দেখি, এ পথে এসে কি ফ্যাসাদ ক'র্‌লি! এ বিশ্বামিত্রের আশ্রয় নিয়েছে।

শুনঃ। প্রভু, ঐ রাজদূত আমায় ধ'রে নিয়ে যেতে এসেছে!

বিশ্বা। ভয় নেই, স্থির হও।

২য় দূত। প্রভু, আপনি এই ব্রাহ্মণ বালককে অভয় দিচ্চেন, আপনার নিকট হতে আমরা ল'য়ে যেতে পার্‌বো না; কিন্তু এই বালককে ছেড়ে গেলে, আমাদের জীবন সংশয় হবে।

বিশ্বা। কি হ'য়েছে, বাপু?

১ম দূত। রাজা অম্বরীষের যজ্ঞের জন্য নির্দ্দিষ্ট পশু, কে অপহরণ ক'রেছে। তাঁর পুরোহিত বিধান দিয়েছেন, সেই পশুর পরিবর্ত্তে নরমাংস যজ্ঞে আহুতি না দিলে, রাজা নরকগ্রস্ত হবেন। সেই জন্য লক্ষ ধেনু ও তদুপযোগী দক্ষিণা দান ক'রে এই বালককে তার পিতার নিকট হ'তে ক্রয় করা হ'য়েছে?

বিশ্বা। বাপু, তোমার পিতা তোমাকে বিক্রয় ক'রেছেন ?

১ম দূত। ওঁর পিতা অতি দীন দরিদ্র, বহুদিন অনশনে সপরিবারে যাপন করেন। দরিদ্রতা নিবন্ধন পুত্র বিক্রয় ক'রেছেন।

বিশ্বা। তাঁর কয় পুত্র ?

শুনঃ। প্রভু, আমরা তিন ভাই ;—জ্যেষ্ঠ পিতার প্রিয়, কনিষ্ঠ মাতার প্রিয় ; আমি অনাথ—আমাকে বর্জ্জন ক'রেছেন !

২য় দূত। ঋষিরাজ, অনুমতি প্রদান করুন, আমরা বালককে ল'য়ে যাই।

বিশ্বা। অপেক্ষা কর, আমিই বালককে ল'য়ে যাচ্চি। (স্বগত) বোধ হয় নারায়ণ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ উপস্থিত ক'রেছেন। কায়মনোবাক্যে পরহিত-সাধনই একমাত্র প্রায়-শ্চিত্ত। শরণাগতকে রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। ছার ব্রহ্মর্ষিত্ব, পরহিত ব্রতই শ্রেয়ঃ ব্রত ! যে ব্যক্তি পরহিতে রত, তার মত উচ্চ-স্থানীয় আর কে আছে ! আমি সেই উচ্চ ব্রত সাধন ক'রবো, আমার ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের প্রয়োজন নাই।

২য় দূত। তবে আসুন, বালককে ছেড়ে গেলে আমাদের প্রাণবধ হবে।

বিশ্বা। চল। বালক, তুমি পিতৃ-মাতৃ-বর্জ্জিত ; আমি তোমার পিতা, আমি তোমার মাতা। রাজা তোমার প্রাণবধ ক'রবার মানস ক'রেছেন, আমি ভগবান পদ্মযোনীর কৃপায় রাজর্ষিত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছি, আমি তোমার প্রাণ রক্ষা ক'রবো। তুমি নির্ভয়ে আমার সঙ্গে আগমন কর। জেন, বিশ্বামিত্রের প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ হয় না।

শুনঃ। পিতা, পিতা, আমার প্রাণরক্ষা হবে? আমার ভয়ে প্রাণ আকুল হ'চ্চে! আমি মরে কোথায় যাব?—আমি মর্‌তে পারবো না! আমি বলি দেখেছি; মুণ্ড, ধড়, পৃথক হ'য়ে প'ড়ে থাকে,—আর চলে না, আর দেখে না! মৃত্যু অতি ভয়ঙ্কর—অতি ভয়ঙ্কর!

বিশ্বা। বালক, নির্ভয়ে এস! আমার নিকট হ'তে যমরাজও গ্রহণ ক'র্‌তে সক্ষম হবে না। তুমি প্রকৃতই আমার সন্তান, তোমার কল্যাণে, ব্রহ্মর্ষিত্ব অপেক্ষা উচ্চপদ প্রাপ্ত হব।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বন।

বেদমাতা ও সুনেত্রা।

বেদমাতা। মা, তুমি কোথায় চলেছ?

সুনেত্রা। আমার তো নিরূপিত স্থান কোথাও নাই, মা! আমি অগ্নিদেবের আজ্ঞায়, রাজ্য ব্রাহ্মণকে দান ক'রেছি—পতির নিকট যেতেও অগ্নিদেবের নিষেধ। ভাব্‌ছি, কোন' নির্জ্জন স্থানে পতির ধ্যানে নিমগ্ন থাক্‌বো। পতি ব্রহ্ম-আরাধনায় নিযুক্ত। আমার

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পরমব্রহ্ম—আমার পতি! আমি তাঁর ধ্যানে নিযুক্ত থাক্‌বো, যদি ভাগ্যফলে তাঁর চরণে স্থান পাই!

বেদ। মা, তোমার পতির ধ্যানে তো আর প্রয়োজন নাই, তুমি সে ধ্যানে সিদ্ধ হ'য়েছ। তুমি পতিগতপ্রাণা, অহোরাত্র পতি তোমার হৃদয়ে বিরাজমান।

সুনেত্রা। তবে, মা, পতিবিরহে কিরূপে দিন যাপন ক'রবো?

বেদ। পর-কার্য্যে রত হও। সতীপুর হ'তে সতীরাণী এসে তো তোমায় উপদেশ দিয়েছেন?

সুনেত্রা। কই, মা, কেউ তো আমায় উপদেশ দেন নাই?

বেদ। উপদেশ দিয়েছেন, তুমি স্বপ্নজ্ঞানে সে উপদেশ উপেক্ষা ক'রেছ।

সুনেত্রা। হ্যাঁ, মা, স্বপ্নে অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি দেখেছি, স্মরণ হ'চ্চে।

বেদ। সতীদেবীই দর্শন দিয়েছেন।

সুনেত্রা। মা, নিশ্চয় স্বপ্ন, নচেৎ সতীদেবীর মুখে কি অলীক কথা শুন্‌লেম! পাষাণে প্রাণ কিরূপে জাগরিত ক'র্‌বো?

বেদ। মা, সতীর স্পর্শে, পাষাণপ্রাণা রমণীর মন জাগরিত হয়।

সুনেত্রা। মা, আমি জ্ঞানহীনা, তোমার বাক্য তো আমার হৃদয়ঙ্গম হ'চ্চে না।

বেদ। জেন, বৎসে, প্রেমহীন অন্তর পাষাণ।
যে রমণী কুল-কলঙ্কিনী,
পতিপদে জীবন-যৌবন-প্রাণ করেনি অর্পণ,
পতিধ্যানে বঞ্চিতা যে নারী,
জীবনে পাষাণ সে রমণী,

জীবনান্তে প্রস্তর শরীর ধরে।
রহে আকাঙ্ক্ষা অন্তরে,
যুগ যুগান্তর,
জ্বলে নিরন্তর—সে অনল প্রস্তর হৃদয়ে।
অসতীর কঠোর শাসন!
হেরে, সাধ্বী সতীপুরবাসিনী কাতরা,
অমলিনা করিবারে ধরা,
তোমারে দেছেন দরশন।
যাহে কলঙ্কিনী, রূপে গরবিনী
কুলটা কামিনী, না মজায় পুরুষের মন,
উচ্চপথে বাধা না প্রদানে;
পায় পারত্রাণ,
বিধির নিয়মে, পাষাণ হইতে পরিণামে।

সুনেত্রা। কহ, মাতা, কহ,
কোন্ দেশে হেন নারী বসে,
প্রেমহীন শুষ্ক প্রাণ যার?—
রূপ বা যৌবন, কিবা প্রয়োজন,
পতিসুখে বঞ্চিতা যে নারী,—
নহে যেবা পতির কিঙ্করী,
পতি ধ্যান জ্ঞান নহে যার?
এ কি কঠোর বিকার কোমল রমণী-প্রাণে!
হেন অভাগিনী স্থান পায় কোন্ লোকে?

বেদ। বৎসে, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল প্রদেশে,
অদৃষ্টের বিড়ম্বনা-বশে,
হেন প্রেমহীনা করে অবস্থান।

সুনেত্রা। কেন হেন বিধির নিয়ম,
কেন হেন কুৎসিৎ সৃজন ?
শুনি, মাগো, ধাতার সৃজনে
নহে কিছু প্রয়োজনহীন ;
কিবা প্রয়োজনে হেন রমণী সৃজন ?

বেদ। বৎসে, ভোগবাসনায় ধরে নর কায়,
ভোগ তৃপ্তি হেতু ;
কামনা পূরাতে করে ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
তাহাদের শিক্ষার কারণ,
করিবারে বাসনা পূরণ,
স্বর্গপুরে
অপ্সরা নামেতে খ্যাত প্রেমহীনা নারী।
পরে, কামনার বিষময় ফল
বুঝে নর, স্বর্গভ্রষ্ট হ'য়ে ;
মৃত্যু সম ক্লেশ সে সময়।
পুন গর্ভবাসে কঠোর যন্ত্রণা,
রোগ-শোক-মরণ-তাড়না পুনঃ ;
ক্রমে জন্মে সংস্কার মনে,
নাহি শান্তি কামনা বর্জ্জন বিনা।

পশু সম যে সব মানব,
ভোগ্য বস্তু লাভ মাত্র যাহার গৌরব,
অতুল বৈভব নষ্ট করে কদাচারে,
তারি তরে, বিভ্রমকারিনী প্রেমহীনা
কুটীলা রমণী, ধরাধামে সৃজন ধাতার্।
স্পর্শি যার বিষাক্ত অধর,
ইহকালে রোগের তাড়নে জরজর,
দুস্তর নরকভোগী হয় পরলোকে।
নিরন্তর দহে, জন্মে জন্মে বহু ক্লেশ সহে,
যন্ত্রণায় ক্রমে হয় জ্ঞানের বিকাশ।
বিষজ্ঞানে কামনা বর্জ্জনে,
ঈশ্বর-চরণে মনপ্রাণ করে সমর্পণ।
মানবমোহিনী, পাপ-বিধায়িনী,
প্রস্তর শরীরে, নিবিড় তিমিরে
পশে শেষে রসাতলে।

সুনেত্রা। কহগো জননি, যে রমণী এ হেন দুখিনী,
দুস্তর যন্ত্রণার্ণবে কিসে পাবে ত্রাণ?

বেদ। সাধ্বীর করুণা মাত্র উপায় সবার,
সাধ্বী সেবা, সাধ্বী উপাসনা।
সাধ্বীর সেবায় যদি জন্মায় বাসনা
হীন পন্থা করিতে বর্জ্জন,
সাধ্বীর চিন্তায় হয় পবিত্র জীবন;

কালে, সাধ্বী-সেবা মহা পুণ্যফলে,
পায় পুনঃ পাষাণে জীবন।
সাধ্বীর করুণামাত্র উপায় সবার।
তাই সতীপুরবাসী, সাধ্বী নারী আসি,
উপদেশ দানিল তোমায়
পাষাণীরে করিতে উদ্ধার।

সুনেত্রা। আমি, মাগো, কিঙ্করী সবার ;
কলঙ্কিনী উদ্ধারের ভার,
কি কারণ ক'রেছেন আমারে অর্পণ ?
সাধ্বীগণ চরণ-পরশে
অনায়াসে তরে যত কলঙ্কী কুৎসিতা।

বেদ। চৈতন্য চৈতন্য সনে হয় সংমিলন,
জড় বিনা জড় না পরশে।
আবির্ভাবি তোমার শরীরে
করিবেন আদর্শ স্থাপন ;
সতীত্ব প্রভাব যাহে সংসার বুঝিবে,
ভূলোক দ্যুলোক হবে উজ্জ্বল বিভায়।
মহাকার্য্য তোমার সংসারে,
যেই ফলে, ভূমণ্ডলে, অতুল গৌরবে,
বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষিত্ব করিবে অর্জ্জন।
বিদ্যাশক্তি, তুমি পুণ্যবতি,
উচ্চকার্য্যে বিদ্যাশক্তি পরম সহায়। [বেদমাতার প্রস্থান।

সুনেত্রা। মা জগদম্বে, তোমায় চিনেছি, তোমার আজ্ঞা পালন ক'র্‌বো।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

হিমালয়-সংলগ্ন বন।

রম্ভার প্রস্তর মূর্ত্তি।

(উর্ব্বশী, ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরাগণের প্রবেশ)

উর্ব্বশী। হের, সখি, শোচনীয় কি পরিবর্ত্তন !
সেই কমনীয় কায় কঠিন প্রস্তর এবে !
ঢল ঢল লাবণ্যের জল
যে বয়ানে খেলিত সর্ব্বদা,
প্রস্তর আকার
সে বদনে কান্তি নাহি আর,
শীতল পাষাণ এবে !
নলিনী-লাঞ্ছিত, সুরাগরঞ্জিত,
খঞ্জন-গঞ্জন, চঞ্চল নয়ন,
ঈক্ষণে যাহার বিমুগ্ধ যোগীর মন,
শীলাময় ভাববিবর্জ্জিত !

শ্যামল উজ্জ্বল কুন্তল মদন-ফাঁস,
স্পর্শনে আঘ্রাণে চরণে চালিত প্রাণ,
র'য়েছে আকার মাত্র তার!
অধরের রাগ, বৈরাগ্য টুটিত যাহা হেরি,
গুঞ্জি অলি ধাইত বসিতে তায়,
পুতলি-অধরে পরিণত!
হায়, কি কঠিন পরিণাম!

ঘৃতাচী। সখি, কে জানে, কখন এ হেন বর্ত্তন
ঘটিবে মোদের ভালে!
শত ধিক্ অপ্সরা-শরীরে!
ধিক্ স্থির-যৌবন, সুরূপে!
দাসী সবাকার, সেবা ব্যভিচার,
অভিশাপভাজন নিয়ত!
আমা সবাকার, সৃজন ধাতার,
সজনিলো, সহিবারে অশেষ যন্ত্রনা!

উর্ব্বশী। সখি, জান কি বারতা?—
কত দিনে, শাপ বিমোচনে,
ত্রিদিবসঙ্গিনী,
তুলি পুনঃ তান তরঙ্গিণী,
বিমোহিবে দেবের সমাজ?—
বাজিবে কিঙ্কিণী, নৃত্যে নিতম্বিনী,
দেবরাজে মোহিবে আবার?—

রম্ভা সনে, নন্দন কাননে,
ভ্রমিব আমরা সবে ?

ঘৃতাচী। কে জানে কি আছে, সই, বিধির লিখন !
সুরলোকে ক'রেছি শ্রবণ,
সাধ্বি নারী পরশিবে যবে,
রসবতী রম্ভা আমোদিনী শাপমুক্তা হবে।
নাহি জানি কত পাপে অপ্সরা-জনম !

উর্ব্বশী। চল্, ভাই, চল্, কে এদিকে আস্‌ছে।

ঘৃতাচী। কে আর এ বনে আস্‌বে? কোন ঋষি-তপস্বী ম'রৃতে আস্‌বেন, আমাদের দেখে মদনবাণে ম'জ্‌বেন, শেষটা শাপ দিয়ে ঋষিত্ব জানাবেন! শঙ্কর তিন কুল মুক্ত, মদনের কিছু ক'রৃতে পারেন না! আপনার মন স্থির রাখ্‌তে পারেন না! চল্, স'রে যাই, কোন্ মড়া দেখ্‌বে, আর দাড়ি নেড়ে ব'ল্‌বে,—"সুন্দরি, কৃপা ক'রে আমার কুটীরে এস।" যত পোড়ার মুখোর মরণ এই আমাদের নিয়ে!

উর্ব্বশী। ও ভাই, না, না, যেন তপস্বিনী মনে হ'চ্চে।

ঘৃতাচী। ওলো, না, না, কে বুড়ো মড়া ওর সঙ্গে, আমাদের দেখ্‌লেই এখনি দাঁত ছিরকুটে প্রেম যাচ্‌ঞা ক'র্‌বে। দেখ্, দেখ্, ঐ বুড়ো মড়ার তপস্বিনীর সঙ্গে প্রেমালাপ হ'চ্চে না কি? আয়, আয়, লুকিয়ে দেখি আয়।

[সকলের অন্তরালে অবস্থান।

(সুনেত্রা ও ব্রাহ্মণবেশে ধর্ম্মরাজের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। আহা, বাছা, কে তোমায় এ বনে আস্‌তে ব'লেছে? এ ভয়ঙ্কর

অভিশপ্ত বন; এখানে যে আসে, সে প্রস্তর হয়! ঐ দেখ, এক ছুঁড়ি প্রস্তর হ'য়ে আছে।

সুনেত্রা। প্রভু, কতদূরে?

ধর্ম্ম। ঐ দেখ না, ঐ যে।

সুনেত্রা। প্রণাম হই, আমি চল্লুম।

ধর্ম্ম। কোথা যাবে গো, কোথা যাবে?

সুনেত্রা। আমি ঐ প্রস্তর মূর্ত্তি স্পর্শ ক'র্‌বো।

ধর্ম্ম। সে কি, মা, কি ব'ল্‌ছ? ও কুলটা, ও মহাপাপে প্রস্তর হ'য়েছে! তুমি সাধ্বী সতী, অপবিত্রা কুলটাকে স্পর্শ ক'রো না।

সুনেত্রা। ব্রাহ্মণ, কুলটার আচার ঘৃণিত, সত্য! কিন্তু যেই হ'ক যে তাপিত, যথাসাধ্য তার তাপ বিমোচন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। পাপীর বিচারকর্ত্তা আমরা নই, কিন্তু সকল দেহেই নারায়ণ জ্ঞানে সকলের সেবা আমাদের কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম। ওগো, যেও না, যেও না; অপবিত্রাকে স্পর্শ ক'র্‌লে, অপবিত্রা হ'য়ে, ওরই মত পাষাণ হবে।

সুনেত্রা। ব্রাহ্মণ,—স্বামীর চরণে আমার স্থির মতি—পৃথিবীতে কে এমন অপবিত্র আছে, যার স্পর্শে পতিপরায়ণা অপবিত্রা হবে? আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরহিত-কার্য্যে বাধা প্রদান ক'র্‌বেন না। প্রাণময়ী স্বাধ্বী জননীর উপদেশে আমিও প্রাণময়ী, আমি কখনও প্রস্তর হব না। (প্রস্তর-মূর্ত্তির নিকট গমন)

ধর্ম্ম। এখনও নিরস্ত হও, স্পর্শ ক'রো না!

সুনেত্রা। প্রস্তর-মূর্ত্তি, তুমি যে হও, যদি কোন কঠিন পাপে প্রস্তর

হ'য়ে থাক, আমি তোমায় স্পর্শের সহিত আমার পতি-সেবার ফল তোমায় অর্পণ ক'চ্চি ; প্রস্তর-দেহ পরিত্যাগ ক'রে, পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হও ।

রম্ভা । (চেতনা লাভ করিয়া) ঋষিরাজ, ঋষিরাজ, আমায় মার্জ্জনা কর, আমায় মার্জ্জনা কর, আমার অপরাধ নাই !

সুনেত্রা । ভয় নাই, ভয় নাই, স্থির হও ! তুমি শাপমুক্ত, স্বস্থানে গমন কর ।

রম্ভা । কে মা, সাধ্বি, এই ঘোর বনে প্রবেশ ক'রে, আমায় কৃপা ক'রে উদ্ধার ক'রেছ ? দেবি, আমায় বর দাও, যেন তোমার পবিত্র স্পর্শে ধরণীধামে সতী হ'য়ে জন্মগ্রহণ করি ।

সুনেত্রা । তোমার মনোবাঞ্ছা নারায়ণ পূর্ণ ক'রবেন । কেন, মা, তুমি এ দশাপন্ন হ'য়েছিলে ?

রম্ভা । ক্রোধনস্বভাব বিশ্বামিত্র আমায় অভিশাপ প্রদান ক'রেছিলেন । অতি কঠিন ঋষি, দয়ার লেশ নাই !

সুনেত্রা । মা, তুমি আমার প্রতি সদয়া হ'য়ে—ঋষি তোমায় অভিশাপ প্রদান ক'রেছিলেন—বিস্মৃত হও । আমি তাঁর পত্নী, আমার এই মিনতি ।

রম্ভা । মা, তোমার পদে আমার এই মিনতি, ঋষিরাজকে ব'লো যে আমি ইচ্ছাকৃত অপরাধে অপরাধিনী নই । দেবরাজের আদেশে, আমি তাঁর যোগভঙ্গের প্রয়াস পেয়েছিলেম । সাধ্বি, তোমার দয়াগুণে, দয়াময়ী জগজ্জননী তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করুন !

সুনেত্রা। ত্রিদিববাসিনি, তোমার আশীর্ব্বাদে অবশ্যই আমার মনো-
ভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

ধর্ম্ম। শুভে, আমি ধর্ম্মরাজ। আমি তোমার ধর্ম্মানুরাগ পরীক্ষা ক'রতে
এসেছিলেম। আমি পরম সন্তুষ্ট, তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হ'ক।

[ধর্ম্মরাজের প্রস্থান।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। মা, তুমি আমায় অনুতাপানলে রক্ষা ক'রেছ। আমারই আদেশ
প্রতিপালন ক'রতে এসে রম্ভা শাপগ্রস্তা হ'য়েছিল। আমি দেবরাজ
ইন্দ্র, আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

সুনেত্রা। সুরপতি, আশীর্ব্বাদ করুন, আমার স্বামীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ
হ'ক।

ইন্দ্র। অবশ্য হবে। তুমি যাঁর সহধর্ম্মিণী, স্বয়ং ধর্ম্মরাজ তাঁর পুণ্য-
কার্য্যের সহায়, ব্রহ্মণ্যদেব তাঁর রক্ষাকর্ত্তা! সতীর অভীষ্ট সিদ্ধ
হ'ক। তুমি আমার সহিত এস, আমি তোমায় কোন দ্রব্য অর্পণ
ক'রবো, সেই দ্রব্য ল'য়ে তুমি অম্বরীষ রাজার যজ্ঞে উপস্থিত
হ'য়ো; সেইদ্রব্যে তোমার স্বামীর মহাকার্য্য সম্পন্ন হবে।

[ইন্দ্র ও সুনেত্রার প্রস্থান]

পট পরিবর্ত্তন।

বন-পথ।

(রম্ভাকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া অপ্সরাগণের প্রবেশ)

নৃত্য-গীত।

সইলো, হানিস্‌নে নয়ন-বাণ।
সাম্‌লে থাকিস, কেশের ফাঁসে বাঁধিস্‌ না কার প্রাণ॥
তোলো তান শিখ্‌বে পাখী, লজ্জায় সনে শুন্‌বে শাখী,
কলিকা শিখ্‌বে হাসি, কর্‌লো হেসে গান॥
দেখে নাচ্‌ নবীন পাতা, মলয় সনে কইবে কথা,
অঙ্গ হেরে তরঙ্গিণী বইবে লো উজান।
নূপুরের রুণু রুণে, শিখ্‌বে ভ্রমরা শুনে,
চুমিবে গুন্‌গুনিয়ে কুসুমের বয়ান॥

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

অম্বরীষ রাজার যজ্ঞস্থল।

অম্বরীষ, পুরোহিত, শুনঃশেফ, ব্রাহ্মণগণ ও রক্ষিগণ।

পুরোহিত। আরে, সময় উপস্থিত হ'লো, বলি-নরকে কুশরজ্জু দ্বারা যূপকাষ্ঠে বন্ধন কর। (অন্য ব্রাহ্মণের প্রতি) অহে, খড়্গ উৎসর্গ কর, এখনই হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত ক'র্‌বো।

(সদানন্দের প্রবেশ)

সদানন্দ। অ্যাঁ, সেই ছোঁড়াকে এনেই যে বাঁধ্‌ছে! (শুনঃশেফের নিকট অগ্রসর হইয়া) তুই কোথাকার বোকা? তোকে শিখিয়ে দিলুম, যে পায়ে ধ'রে পড়ে থাক্‌বি, ছাড়্‌বি নি, তা পার্‌লি নি বুঝি?

শুনঃ। আমি তো পায়ে ধ'রেছিলুম।

সদা। তোর বাপের কাণ ধ'রেছিলি, নির্ব্বংশের ব্যাটা!

শুনঃ। হাঁ, ঠাকুর, তিনি বল্লেন,—'তুই যা, আমি যাচ্চি'।

সদা। তা যাও এখন যমের দক্ষিণ দোর! এই খাঁড়ায় ফুল দিচ্চে দেখ্‌ছিস? (নেপথ্যে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক) অরে, তোর ভাগ্যক্রমে বিশ্বামিত্র আস্‌ছে! চেঁচাতে থাক্, চেঁচাতে থাক্,—দোহাই বিশ্বামিত্র ব'লে!

শুনঃ। তিনি আস্‌বেন, আমায় ব'লেছেন।

সদা। না, ছোঁড়াকে যমে ধ'রেছে, ও কি ওষুধপালা মানে! স'রে যাই, ছেলেটা কাটা দেখ্‌তে পার্‌বো না। আঃ উত্তম আয়োজন ক'রেছিল! এখন কি করি! এ যে, এ কুল ও কুল, দু'কুল যেতে ব'স্‌লো! ঐ নৈবিদ্যির গোটা দুই মোণ্ডা তুলে নিয়ে দৌড় দিই! না, ঐ চৌগোঁপ্পা ব্যাটারা ঘিরে র'য়েছে, তা হবার যো নেই! আমাদের রাজা আস্‌ছে, একটা কিছু ক'র্‌বে! ক'র্‌বে না কি? দ্যাখ্‌ দেখি, বেটা, ভেড়ো বেটা, অল্লায়ে বেটা! বল্লুম ব্যাটাকে, পায়ে ধ'রে পড়ে থাকিস্। আমিই রাজার পায়ে ধ'রে জড়িয়ে পড়ি, বলি, ছেলেটাকেও বাঁচাও, ব্রাহ্মণেরও খুন রক্ষা কর; নচেৎ উপায় তো দেখ্‌ছি নি, এই রাশি রাশি ভোজ্য-সামগ্রী ছেড়ে

যেতে হয়! আমাদের রাজা যেন কি মতলব ক'রে আস্‌ছে, দেখা যাক্! যদি না কিছু ছেলেটার উপায় হয়, আর কি ক'র্‌বো বল'! জিহ্বায় লাল ঝ'র্‌তে ঝ'র্‌তে, কোন বৃক্ষমূলে গিয়ে ব'সে, জিহ্বাকে সান্ত্বনা ক'র্‌বো, আর কি! আহা, অবলা জিহ্বা কি বুঝ্‌বে! নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ নেহাত বিরল হ'য়ে প'ড়্‌লো! আহা, নাক্‌রে! আর গন্ধ সুঁকিস নি, সুঁকিস নি! গেলুম, প্রাণে মারা গেলুম!

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।)

বিশ্বা। মহারাজ, আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন!

অম্ব। রাজর্ষি, স্বাগত! আপনার আগমনে আমার যজ্ঞস্থল পবিত্র!

বিশ্বা। মহারাজ, এ অপবিত্র যজ্ঞস্থল, স্বয়ং নারায়ণ-আগমনে পবিত্র হবে না, আমি কোন ছার! এ নরবলির বিধান আপনাকে কে দিয়েছে?

পুরো। কেন? শাস্ত্রমত আমিই বিধান দিয়েছি। যজ্ঞের উৎসর্গীকৃত পশু অপহৃত; নরমেধ আহুতি ব্যতীত, অগ্নিদেবকে বঞ্চিত ক'রে, রাজা মহাপাপে কিরূপে ত্রাণ পাবেন?

বিশ্বা। পশু অপহৃত হ'য়ে থাকে, এক পশুর পরিবর্ত্তে সহস্র পশু প্রদান করুন।

পুরো। না, মশায়, তা হয় না! আপনি তপস্যা ক'রে রাজর্ষিত্বই প্রাপ্ত হ'য়েছেন, এ সব ক্রিয়াকাণ্ড তো বড় অভ্যাস নাই। (অন্য ব্রাহ্মণের প্রতি) নাও, নাও, খড়্গ মন্ত্রপূত হ'য়ে থাকে, মহারাজকে দাও। অগ্নিদেবতা নরমেধের নিমিত্ত জিহ্বা বিস্তার ক'চ্চেন।

সহকারী ব্রাহ্মণ। মহারাজ, খড়্গ গ্রহণ করুন।

(অম্বরীষের খড়্গ লইবার উদ্যোগ)

বিশ্বা। মহারাজ, ক্ষান্ত হ'ন! যজ্ঞফলে কি কাম্য বস্তু লাভ ক'র্‌বেন, যার জন্য নরহত্যা, বালক হত্যা, ব্রহ্মহত্যায় প্রবৃত্ত হ'চ্চেন? এ মহাপাতকে কিরূপে নিস্তার পাবেন? মহারাজ অবগত আছেন, যদিও সুরথ রাজা দেবী-সমক্ষে লক্ষ ছাগবলি দিয়েছিলেন, কিন্তু বধজনিত পাপে লক্ষ অস্ত্রাঘাত তাঁরে সহ্য ক'র্‌তে হ'য়েছিল। দেবীর কৃপায়ও অস্ত্রাঘাত রোধ হয় নাই, লক্ষ অস্ত্র এককালীন তাঁর দেহে পতিত হয়। নরহত্যা মহাপাপে আপনি কিরূপে নিস্তার পাবেন?

অম্ব। রাজর্ষি, উনি আমার পুরোহিত। ওঁর আজ্ঞা আমি কেমন ক'রে লঙ্ঘন ক'র্‌বো?

বিশ্বা। যদি নিতান্ত নরহত্যা আপনার সঙ্কল্প হয়, বালককে দেবারাধনার অবসর দেন। (শুনঃশেফের প্রতি) বালক, উপদেশমত দেবারাধনা কর।

(শুনঃশেফের নারায়ণ-স্তব-গান)

নবীন নীরদ, নব নটবর, নীল নলিন-নয়ন।
মধুসূদন, মুরলী-মোহন, মথিত-মান মদন॥
নাভ নীরজ, নাগশয়নে নিদ্রিত নিরঞ্জন।
রাজীব-রাজ রাতুল চরণ রাধিত হৃদিরঞ্জন॥
যজ্ঞেশ্বর, যোগেশ্বর, যম-যন্ত্রণা-ভঞ্জন।
ণ-নিবাস, নরকনাশ, নীরজা-নয়ন-অঞ্জন॥*
নারায়ণ, নারায়ণ, নম নম নারায়ণ!

পুরোহিত। রাজর্ষি, যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ যজ্ঞ পূর্ণ ক'র্‌বার জন্য শিলারূপে উপস্থিত। তিনি অবৈধ কার্য্য ক'রে, বালককে আশ্রয় দিয়ে, যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন ক'রবেন না।

বিশ্বা। রাজ-পুরোহিত, যদি পশুর পরিবর্ত্তে বালক দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তবে এই বালকের পরিবর্ত্তে ঋষির মেদ দ্বারা যজ্ঞ পূর্ণ করুন। (অম্বরীষের প্রতি) মহারাজ, আজ্ঞা দেন, এই বালকের বন্ধন মুক্ত ক'রে আমাকে এই যূপকাষ্ঠে বন্ধন করুক।

অম্ব। রাজর্ষি, কিরূপ আজ্ঞা ক'চ্চেন?—আপনি ঋষি, আপনাকে বধ ক'র্‌বো কিরূপে?

বিশ্বা। মহারাজ, আমি স্বেচ্ছায় শরীর অর্পণ ক'চ্চি। আমি যজ্ঞেশ্বর শালগ্রাম সম্মুখে ব'ল্‌ছি যে আমার বধজনিত পাপ আপনাকে স্পর্শ ক'র্‌বে না। এই ভয়ার্ত্ত বালককে বধ ক'র্‌লে, নিশ্চয় আপনি পাপভোগী হবেন; আমায় বধ ক'র্‌লে, আপনি পাপভোগী হবেন না; আপনার যজ্ঞ পূর্ণ হবে। আপনার মঙ্গল হ'ক! এই বালক পরিবর্ত্তে আমাকে বধ করুন।

পুরোহিত। বিশ্বামিত্র, তোমার যে বড়ই উদারতা! ভাল, পরিবর্ত্ত গ্রহণ ক'র্‌লেম। এই উৎসর্গীকৃত দ্রব্য সকল আহার ক'রে, যূপকাষ্ঠে মস্তক প্রদান করুন। অভুক্ত বলি প্রদান নিষেধ।

সদা। এই যে আমি ভোজন ক'চ্চি। (অম্বরীষের প্রতি) রাজা, আমি বলি যাব; আর কিছু নিয়ে এস, ততক্ষণ এই মোণ্ডা দুটো তুলে খাই।

পুরো। কে এ, কে এ?

সদা। কে এ, কি? আমি ব্রাহ্মণ।

অশ্ব। ব্রাহ্মণ, দণ্ড পাবে!

সদা। আর কি দণ্ড দেবে, রাজা? মুণ্ড দিতেই ব'সেছি, তা আর দণ্ড দেবে কি?

অশ্ব। ব্রাহ্মণ, স্থির হও! যদি তোমার ভোজন করবার ইচ্ছা হয়, প্রচুর ভোজ্য সামগ্রী দিচ্চি, ক্রিয়া নষ্ট ক'রো না।

সদা। প্রচুর দেন, এখনি ভক্ষণ ক'র্‌বো। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, যজ্ঞসূত্রও ধারণ করি; পেটের জ্বালায় সন্ধ্যা-আহ্নিক তত পারি আর না পারি, বাপ-পিতামহের মর্য্যাদা ভুলি নাই। বালক রক্ষা, ঋষি রক্ষার্থে দেহদানে আমি কাতর নই। আমি বিস্মৃত নই যে ব্রাহ্মণই লোক-হিতার্থে ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণের জন্য অস্থি প্রদান ক'রেছিলেন, যে বজ্রে বৃত্রাসুর বধ হয়! আমিও সেই ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র ধারণ করি, আমিও রাজর্ষি রক্ষার্থ, বালক রক্ষার্থ মুণ্ড প্রদান ক'রবো। তবে এক আক্ষেপ রইল, আপনার পুরোহিত হ'তে পার্‌লুম না; যদি পুরোহিত হতেম, যে যজ্ঞের পশু হারিয়েছে, তার পরিবর্ত্তে আপনার ওই নরপশু স্বরূপ পুরোহিত-পশুকে বলি প্রদানের বিধান দিতুম।

অশ্ব। এ কি বাতুল না কি!

সদা। আরে, না, না, তুমি ভোজ্য বস্তু আনাও! জিহ্বার অভিশাপ হ'তে মুক্ত হ'য়ে, তোমার যজ্ঞে মুণ্ড প্রদান ক'চ্চি। আনাও, আনাও—ততক্ষণ আমি তণ্ডুলই চালাই।

(নৈবেদ্যাদি আহার করণ)

বিশ্বা। মহারাজ, এ বাতুল ব্রাহ্মণকে নিরস্ত করুন! আমায় অস্ত্রাঘাত করুন। (সদানন্দের প্রতি) সখা, কার নিমিত্ত পবিত্র ব্রাহ্মণ-জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হ'য়েছ? আমি ব্যভিচারী, কাম-কলার মোহে মুগ্ধ হ'য়ে, তপস্যা বিসর্জ্জন দিয়েছিলেম! ক্রোধের বশীভূত হ'য়ে, নিরপরাধ রম্ভাকে কঠোর শাপ প্রদান ক'রেছি! আমি ক্ষত্রিয়াধম, আমার নিমিত্ত দেব-শরীর পরিত্যাগ ক'রো না!

(যূপকাষ্ঠে মস্তক প্রদান)

সদা। মহারাজ, মহারাজ, ও বলি হবে না, ওঁর গায়ে ঘা আছে। আরে ও ভেড়ে, ও পশু-পুরুত, আমার উপর তোর রাগ হ'চ্ছে না? আমায় বলি দিতে বল্ না! ও রাজা, ও বিশ্বামিত্র, তোর আক্কেল-অকুব সব খুইয়েছিস? ম'র্‌তে যাচ্ছিস কি! উঠ্‌বি তো ওঠ—

বিশ্বা। সখা, ক্ষান্ত হও! তুমি আমার জীবন রক্ষা ক'রে, আমায় প্রায়শ্চিত্ত হ'তে বঞ্চিত ক'র্‌বে। কলঙ্ক-কালিমাময় জীবন রক্ষা ক'রে, তুমি কলঙ্কিত হবে। আমার কঠোর পাপের প্রায়শ্চিত্তের বাধা দিও না।

সদা। তবে আয়, আর থাওয়া হ'লো না, একত্রেই মরি! দাও, রাজা, জোড়া কোপ দাও।

বিশ্বা। (সদানন্দকে নিবারণ করিয়া) রাজা, এই বাতুল ব্রাহ্মণকে স্থানান্তর ক'র্‌তে আজ্ঞা দিন।

সদা। রাজা, রাজা, আমার মমতা কেন ক'চ্চ? তুমি রাজ্যধন সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে, ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ আশায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হ'য়েছ,

এখনও তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। অভীষ্ট সিদ্ধ না হ'লে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। আমার অকর্ম্মণ্য জীবন দানে, পৃথিবীর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। মহারাজ অম্বরীষ, আমায় বলি প্রদান কর, ঋষি হত্যা ক'রো না। আমি ব্রাহ্মণ, তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি, তোম্মার যজ্ঞ পূর্ণ হ'ক !

পুরোহিত। (রক্ষিগণের প্রতি) তোম্‌রা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি! এই উন্মাদটাকে টেনে নিয়ে যাও।

(রক্ষিগণের সদানন্দকে আকর্ষণ করণ)

(অম্বরীষের প্রতি) রাজা, বলি প্রদান কর।

সদানন্দ। ব্রহ্মণ্যদেব, তুমি কি নাই!—আমি ব্রাহ্মণ হ'য়ে, প্রতি-পালকের জীবন, রাজার জীবন, ঋষির জীবন রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লুম না! তবে আমার যজ্ঞসূত্র ছিন্ন ক'র্‌বো,—বৃথা সূত্র কেন গলায় ধারণ করি! (যজ্ঞোপবীত ছিন্নের উপক্রম)

(ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ)

ব্রহ্মণ্য। কে বল্লে ব্রহ্মণ্যদেব নাই? এই দেখ, রাজার খড়্গ ভেঙ্গে গেছে!

অম্ব। (বিশ্বামিত্রকে বধ করিতে গিয়া ভগ্ন খড়্গ দেখিয়া) কি হ'ল! মহা বিঘ্ন!—আমার কার্য্য পণ্ড হ'লো!—পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে যজ্ঞের সূচনা ক'রেছিলেম, পিতৃলোকের অভিশাপগ্রস্ত হ'তে হ'ল। দেবগণ আহুত হ'য়ে বিমুখ হ'য়ে যাবেন, বিধি-বিড়ম্বনে নরকগামী হ'লেম! হায়, হায়, বহুকালব্যাপী আয়োজন ক'রেছিলেম, সমস্ত পণ্ড হ'ল!

(ছাগ লইয়া সুনেত্রার প্রবেশ)

সুনেত্রা। না, মহারাজ, আপনার কার্য্য পণ্ড হবে না, রাজর্ষির পদার্পণে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। এই নিন্, আপনার অপহৃত যজ্ঞের পশু,—দেবরাজ আপনাকে ছলনা কর্‌বার নিমিত্ত হরণ ক'রেছিলেন। আপনাকে নরহত্যায় লিপ্ত হ'তে হবে না, আপনার যজ্ঞ পূর্ণ হবে। স্বয়ং চতুর্ম্মুখ দেবরাজের সহিত আপনার যজ্ঞের হবি গ্রহণার্থে উপস্থিত।

বিশ্বা। সাধ্বি, ধর্ম্মসহায়িনি, যদি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সে তোমার অতুল পতিভক্তি-প্রভাবে! আত্মত্যাগিনি, নারীকুলে তুমিই ধন্য!

(ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ)

ব্রহ্মা। বিশ্বামিত্র, তুমি ধন্য! ধন্য তোমার আত্মত্যাগ! আজ তোমায় মহর্ষিত্ব প্রদান ক'র্‌লেম, লোক-সমাজে মহর্ষি নামে পরিচিত হও। মহারাজ অম্বরীষ, এই তোমার উৎসর্গীকৃত যজ্ঞের পশু। নরহত্যার প্রয়োজন নাই, আহুতি প্রদান কর। মহাতপা বিশ্বামিত্রের আগমনে তোমার যজ্ঞ পূর্ণ।

সকলে। জয়, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জয়!

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হিমালয় পর্ব্বত।

তপস্যারত বিশ্বামিত্র। তপঃ-প্রভাবে চতুর্দ্দিকে অগ্ন্যুৎপাদন।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ব্যতীত যে বর তুমি প্রার্থনা কর, সেই বর আমি তোমায় প্রদান ক'চ্ছি, তপস্যায় ক্ষান্ত হও।

বিশ্বা। পদ্মযোনি, আমি পুনঃ পুনঃ চরণে নিবেদন ক'রেছি, আমি অন্য বর প্রার্থী নই। আপনি স্বস্থানে গমন করুন।

ব্রহ্মা। তুমি মহর্ষিত্ব লাভ ক'রে কেন জীবের অকল্যাণ সাধন ক'চ্চ? তোমার ঘোর তপস্যায় সংসার তাপিত, দেবকুল আকুল; দেখ, এই তুষারাবৃত হিমাদ্রি-শৃঙ্গে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হ'চ্ছে।

বিশ্বা। দেব, আপনার আজ্ঞায় আমি তো তপস্যায় ক্ষান্ত হ'য়েছি। আমি প্রায়োপবেশনে আছি। আমি অনাহারে দেহ পরিত্যাগ ক'র্‌বো।

ব্রহ্মা। তুমি উচ্চ মহর্ষিত্ব লাভ ক'রেছ, তথাপি ক্ষুব্ধ কি নিমিত্ত?

বিশ্বা। হে বিরিঞ্চি, রাজীব চরণে নিবেদন,
দৃঢ়পণে, ধন জন সংসার বর্জ্জনে,
ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের কারণে
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি দৃঢ়।
কহ কোন্ বর্ণাশ্রমে স্থান মম এবে?
যদি না হই ব্রাহ্মণ,
হব আমি ক্ষত্রিয় অধম;
প্রতিজ্ঞা পূরণ, ক্ষত্রিয়ের জীবনের সাধ।
প্রতিজ্ঞা পালনে যেই ক্ষত্রিয় অক্ষম,
শ্রেয় তার দেহ পরিহার,
কর, ধাতা, স্বস্থানে গমন।

[ব্রহ্মার প্রস্থান।

করিলাম কঠোর সাধন,
উপহাসভাজন হইতে তিনলোকে।
জ্ঞান হয়, স্বল্পকালে
দেহ ক্ষয় হইবে নিশ্চয়।
(ছদ্মবেশী ধর্ম্মরাজের প্রবেশ)
কে তুমি?

ধর্ম্মরাজ। আমি শমন-কিঙ্কর।

বিশ্বা। হেথায় কি নিমিত্ত?

ধর্ম্ম। বিচারার্থে আপনাকে যমপুরে ল'য়ে যাবার জন্ত।

বিশ্বা। যাও, আমি যমরাজের বিচারাধীন নই।

ধর্ম্ম। অবশ্য বিচারাধীন! যে বক্তি পাপ সঞ্চয় করে, সেই বিচারাধীন। ঋষিগণ, তপস্বিগণ, যিনি পাপাচার, তারই প্রতি দণ্ড প্রদানে যমরাজের অধিকার আছে।

বিশ্বা। আমায় কি নিমিত্ত পাপাচার ব'লছ?

ধর্ম্ম। আপনি আত্মহত্যার মানস ক'রেছেন, আপনার অধিক পাপাচার কে?

বিশ্বা। প্রায়োপবেশন শাস্ত্র সঙ্গত, এতে আমি পাপাচারী নই।

ধর্ম্ম। এ প্রায়োপবেশন নয়। যে পুণ্যবান ঈশ্বর-লাভাশায় অনশনে দেহত্যাগ করেন, প্রায়োপবেশন তাঁর হয়। আপনি অভিমানে দেহত্যাগে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন, মানসিক আত্মহত্যা-পাপে আপনি লিপ্ত।

বিশ্বা। আমার কি মৃত্যুকাল নিকট?

ধর্ম্ম। আপনার পরমায়ু এখনও বহুদিন আছে, কিন্তু স্বেচ্ছায় দৈহিক নিয়ম পরিত্যাগ ক'রে দেহ ক্ষয় ক'রেছেন। আজ যদি অনাহারী থাকেন, আপনার আত্মা এ কলেবর ত্যাগ ক'র্‌বে। দেহভঙ্গে আত্মার দেহে আর স্থান হয় না। যে দিন আপনি মরণ সঙ্কল্প ক'রেছেন, সে দিন হ'তে আমি আপনার সঙ্গে ছিলেম; দূরে ছিলেম, এক্ষণে নিকটে এসেছি। আপনার যোগদৃষ্টি প্রস্ফুটিত; ঐ দেখুন, সম্মুখে নিবিড় অন্ধকার—ঐ তমোময় স্থানে আত্মহত্যাকারীদের বাস। এরা অভিমানে আত্মহত্যা ক'রেছে। আপনিও আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হ'য়েছেন। ওদের দল পুষ্ট হবে, সেই জন্য দেখুন, সকলে আনন্দ ক'চ্চে।

বিশ্বা। সত্য বলেছ, দেহনাশে প্রয়োজন নাই। এই তুষারাবৃত জন-শূন্য দেশে কোন ভোজ্যবস্তু তো নাই, দেখি যদি কোথাও কিছু পাই। দেহীর নিয়ম রক্ষা ক'রে পুনরায় ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হব।

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

(ব্রহ্মার পুনঃ প্রবেশ)

ধর্ম্ম। পদ্মযোনি, ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করুন, নচেৎ মহর্ষি পুনরায় ঘোর তপারূঢ় হবেন।

ব্রহ্মা। এখনও অন্তরায় আছে; সে অন্তরায় না দূর হ'লে ব্রাহ্মণত্ব কি রূপে প্রদান ক'র্‌বো!

ধর্ম্ম। এখনও অন্তরায়? হে ধাতা, আপনার নিয়মে কি নরক-দর্শনেও অন্তরায় দূর হয় নাই?

ব্রহ্মা। ধর্ম্মরাজ, তুমি তো সকলই অবগত আছ। পাপের ফল তপঃ-প্রভাবে লাঘব হয় সত্য, কিন্তু একেবারে নির্ম্মূল হয় না। তপের প্রভাবে যে স্থলে বজ্রাঘাত হ'ত, তা নিবারিত হ'য়ে, সূচিকাঘাত হবে নিশ্চয়। কিন্তু, ধর্ম্মরাজ, তোমার যখন কৃপা হ'য়েছে, সে অন্তরায় দূর হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

---*---

হিমালয় শৃঙ্গোপরি হ্রদ।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। এ তুষারময় প্রদেশে তো কোন ভোজ্যবস্তুই পেলেম না। (সহসা সম্মুখস্থ হ্রদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) একি, এ স্থানে এমন সুন্দর হ্রদ আছে, তা জানিনি! আশ্চর্য্য হ্রদ, তুষারাচ্ছাদিত নয়! একটী কমল বিকশিত রয়েছে নয়? অনুমান হয়, কোন তাপসের তপোফলে; নচেৎ এ প্রদেশে এরূপ কমল সম্ভব নহে। এই মৃণাল উত্তোলন ক'রে জীবন ধারণ করি। (হ্রদ হইতে মৃণাল উত্তোলন করিয়া) যদিও আমি দৈহিক নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে যমদণ্ড উপেক্ষা ক'র্‌তে সক্ষম, কিন্তু নিয়ম লঙ্ঘনের প্রয়োজন নাই। আমার আদর্শে বহু অনিষ্ট সম্ভাবনা, আত্মঘাতী হ'তে লোকে ভীত হবে না। ইষ্ট-দেবকে নিবেদন ক'রে, মৃণাল ভক্ষণ করি।

(ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া মৃণাল আহারের উদ্যোগ, এমন সময়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশে ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। ও কি, ও কি, ও কি মৃণাল? আমার মৃত্যু উপস্থিত, অদ্য অনাহারে থাক্‌লেই মৃত্যু হবে।

বিশ্বা। আপনি কে?

ইন্দ্র। আমি অনাহারী ব্রাহ্মণ, শীঘ্র মরণ হ'লেই যন্ত্রণার অবসান হয়।

বিশ্বা। স্থির হ'ন! এই মৃণাল আহার ক'রে জীবন রক্ষা করুন।

ইন্দ্র। আর, বাবা, তুমি? তুমি বোধ হয় রোজ ভোজ্যবস্তু পাও?

বিশ্বা। না, আমিও উপবাসী আছি।

ইন্দ্র। তুমি উপবাসী থাক্‌লে তো তোমার মৃত্যু হবে না?

বিশ্বা। অদ্য দিবারাত্র উপবাসী থাক্‌লে আমার মৃত্যু হবে।

ইন্দ্র। যেখান থেকে মৃণাল এনেছ, তথায় বোধ হয় আরও মৃণাল আছে, আহরণ ক'র্‌বে?

বিশ্বা। তুষারাবৃত প্রদেশ, তৃণ পর্য্যন্ত জন্মে না, এস্থান হ'তে চতুর্দ্দিকে শত ক্রোশের মধ্যে ভোজ্যবস্তু নাই। সম্মুখস্থ হ্রদে এই একটী মাত্র মৃণাল ছিল।

ইন্দ্র। এ্যাঁ, তবে কি হবে! তুমি যে মারা যাবে! আমি কিরূপে এ মৃণাল গ্রহণ ক'র্‌বো?

বিশ্বা। আপনি কুণ্ঠিত হবেন না, গ্রহণ করুন। আমি স্বেচ্ছায় উপবাসী, আপনার ন্যায় দৈব-বিড়ম্বনায় নয়।

ইন্দ্র। এ্যাঁ, তুমি স্বেচ্ছায় উপবাসী! সে কি? তুমিই আহার ক'রে প্রাণরক্ষা কর। আমার মৃত্যুতে আমি পাতকভাগী হব না, তুমি আত্মহত্যার পাপে পাতকী হ'য়ে, যমপুরে দণ্ড প্রাপ্ত হবে।

বিশ্বা। ব্রাহ্মণ, তুমি যেরূপ কাতর, তোমার কাতরতা দূর কর্‌বার জন্য আমি কোটী কল্প নরক-যন্ত্রণায় ভীত নই। তুমি প্রফুল্লচিত্তে আমার দান গ্রহণ কর। (মৃণাল প্রদান)

ইন্দ্র। ধন্য তোমার দয়াগুণ! তুমি ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষার্থ আত্মহত্যা-

পাপ-জনিত নরকগামী হ'তেও প্রস্তুত। তোমার এ মৃণালদান ত্রৈলোক্য দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ !

[মৃণাল লইয়া ইন্দ্রের প্রস্থান।

বিশ্বা। বোধ হয় মৃত্যু নিকট, ইন্দ্রিয় সকল বিকল হ'চ্ছে ! কিন্তু যে আত্মপ্রসাদ লাভ হ'য়েছে, এর নিকট ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ তুচ্ছ ! নরক-যন্ত্রণাও আমায় পীড়িত ক'র্‌বে না। তনুত্যাগের সময় উপস্থিত, নারায়ণের স্মরণ করি। নারায়ণ ! নারায়ণ !

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। বিশ্বামিত্র, আমি পুনরায় তোমার নিকট এসেছি। ব্রহ্মর্ষিত্ব ব্যতীত তুমি অপর বর প্রার্থনা কর। আমার আগমন নিষ্ফল ক'রো না। আমি তোমায় মৃত্যুমুখ হ'তে রক্ষা ক'চ্ছি।

বিশ্বা। চতুরানন, আমার অভীষ্ট বিফল ; আমি মৃত্যুমুখ হ'তে পরিত্রাণ লাভের ইচ্ছা করি না। যদি বর প্রদান ক'র্‌বেন, আমার এক প্রার্থনা, তপস্যায় আমি যে যোগৈশ্বর্য্য লাভ ক'রেছি, সেই যোগৈশ্বর্য্য গ্রহণ ক'রে আমায় ঐশ্বর্য্যবিহীন করুন।

ব্রহ্মা। যোগৈশ্বর্য্য বর্জ্জনে তোমার লাভ কি ?

বিশ্বা। মৃত্যুকালে অভিমানশূন্য হওয়া আমার প্রার্থনা ; নিরৈশ্বর্য্য হ'য়ে প্রাণত্যাগ ক'র্‌তে আমি ইচ্ছা করি। আমি অভিমানশূন্য হই, এই আমার একমাত্র বাসনা।

ব্রহ্মা। বিশ্বামিত্র, আজ হ'তে তোমায় ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান ক'র্‌লেম। আজ হ'তে তুমি ব্রাহ্মণ।

বিশ্বা। লোক পিতামহ, দাস কৃতার্থ! কিন্তু আমার ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি আপনি জনসমাজে প্রকাশ করুন, নচেৎ আমি জনসমাজে ব্রাহ্মণ ব'লে কিরূপে পরিগণিত হব?

ব্রহ্মা। বৎস, বশিষ্ঠের নিকট গমন কর। তাঁরে ব'লো, আমি তোমায় ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান ক'রেছি। তিনি তোমার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার ক'র্লেই, তুমি লোকসমাজে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হবে।

বিশ্বা। বশিষ্ঠ আমার কথায় প্রত্যয় ক'র্বে?

ব্রহ্মা। বশিষ্ঠ জানে, তুমি মিথ্যাবাদী নও; আমি বর প্রদান ক'রেছি, এ কথা সে অবিশ্বাস ক'র্বে না। তুমি বশিষ্ঠের নিকট গমন কর।

বিশ্বা। প্রভু, আমি অনাহারী, শারীরিক নিয়মে অদ্যই আমার দেহ ত্যাগ হবে। আমার অভীষ্ট লাভ হ'য়েছে, আর আমার দেহ-ধারণে প্রয়োজন নাই। আমি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ক'রেছি, সংসারে প্রচার হয়, এই মাত্র আমার অভিপ্রায়।

ব্রহ্মা। তোমার যশোলাভ ইচ্ছা?

বিশ্বা। না।

ব্রহ্মা। তবে প্রচারের প্রয়োজন?

বিশ্বা। অতি উচ্চ প্রয়োজন, শুন পদ্মযোনি!
উচ্চ তত্ত্ব বুঝিবে অবনী,
ব্রাহ্মণত্ব তপস্যা-অধীন।
বর্ণান্তরে জন্মি, যদি উচ্চচেতা জন
করে আকিঞ্চন ব্রাহ্মণত্ব করিতে অর্জ্জন.

তপের প্রভাবে তাহা লভিবে নিশ্চয়।
ব্যাপিয়ে সংসার, আছে সংস্কার,
ব্রাহ্মণ-ঔরসে মাত্র জন্মায় ব্রাহ্মণ।
আদর্শে আমার, হবে ভুবনে প্রচার,
শ্রেষ্ঠ নীচ আচারে মানব ;
তপাচারী যেই নর, ব্রাহ্মণত্ব তার।
শ্রেষ্ঠ হয় সর্ব্বাপেক্ষা আচারে ব্রাহ্মণ।
জন্ম লভি ব্রাহ্মণের ঘরে,
বাল্যাবধি সুদীক্ষিত হয় নিষ্ঠাচারে,
এই মাত্র বিপ্র-গৃহে জনমে গৌরব।
এই সত্য অবনীতে হইলে প্রচার,
নিশ্চয় হইবে, ধাতা, উন্নত সংসার।
সংসারের হিত-অর্থে, মম আকিঞ্চন,
ব্রাহ্মণত্ব লভিয়াছি, জানে জগজ্জন।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। ব্রহ্মর্ষি, আমি ইন্দ্র, তোমায় ছলনা কর্‌বার জন্য ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ ক'রেছিলেম। তুমি ব্রহ্মর্ষি, তোমার আর দেহাদির নিয়ম কি! তুমি সমস্ত নিয়মের বহির্ভূত।

বিশ্বা। দেবরাজ,
কুদৃষ্টান্ত স্থাপনে বাসনা নাহি মনে।
শাস্ত্রের বচন, ত্রিকালজ্ঞ হয় যেই জন,

ইচ্ছা মাত্র সাগর লঙ্ঘিতে ক্ষম;
তথাপিও বিধির নিয়ম,
লঙ্ঘন উচিত নহে তার!
ধাতার নিয়ম করি মস্তকে ধারণ।

ব্রহ্মা। আমারই নিয়মে, তোমার স্থায় তপাচারী, সকল নিয়মের অতীত। অদ্য হ'তে স্বেচ্ছায় তুমি ত্রিলোক ভ্রমণের অধিকারী। যখন যে লোকে ভ্রমণ ইচ্ছা হবে, মানসগতিতে তখনই সে লোকে উপস্থিত হ'তে পারবে। বৎস, ধরার হিতসাধনের জন্য তোমার দেহ ধারণ, কালে স্বয়ং নারায়ণ তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রবেন। তোমার মঙ্গল হ'ক্!

বিশ্বা। নমো নম, হে চতুরানন,
নম রক্তাম্বর, আরক্ত বরণ!
ভীম একার্ণবে, নাগপৃষ্ঠে অনন্ত-শয়ন
নাভিপদ্মে মহান্ উদ্ভব!
সৃষ্টির আকর, লোকস্রষ্টা লোক পিতামহ,
নম ধাতা, ব্রহ্মজ্ঞান দাতা!
বেদবিদ্যা বীণাপাণি নিয়ত আশ্রিতা!
বেদবক্তা, মগ্ন মহা ধ্যানে!
নম নম বিধি,
নিরবধি লোকত্রয় কল্যাণ-কামনা!
পূরিল বাসনা, অপার করুণা,
নমে দাস চরণ অম্বুজে!

(সিদ্ধচারণগণের প্রবেশ)

(গীত)

শুদ্ধ চিত্ত, ধরা পবিত্র, বরনর তপাচারী।
পৌরুষ যশ, পরম আদর্শ, তাপস-হর্ষকারী॥
বিশ্বামিত্র জগৎমিত্র, উদ্যমপ্রচারী,
উচ্চবিভব গৌরবলাভ, বিঘ্নবাধা বারি;
ব্রহ্ম-ঋষি, মনীষী পুরুষ, যাজি, যোগধারী,
জয় জয় জয়, পরহিতব্রত, আশ্রিত-ভয়হারী॥

[ব্রহ্মা ও ইন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ইন্দ্র। হে পদ্মযোনি, যখন স্বয়ং ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান ক'রেছেন, এখন বশিষ্ঠের অপেক্ষা কি?

ব্রহ্মা। দেবরাজ, ব্রাহ্মণ সামান্য নয়—যার পদচিহ্ন, নারায়ণ স্বয়ং বক্ষে ধারণ করেন। সম্পূর্ণ সংস্কার ব্যতীত ব্রাহ্মণ হয় না। বশিষ্ঠের সহিত মিলনে সে সংস্কার পূর্ণ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বশিষ্ঠের আশ্রম।

বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী।

অরু। প্রভু, আবার বিশ্বামিত্রের সহিত কলহ, আমার হৃদ্‌কম্প হ'চ্চে! অতি ক্রোধনস্বভাব ঋষি, তারই ক্রোধে আমার শতপুত্র বিনষ্ট হ'য়েছে। শক্তির একমাত্র পুত্র পরাশরের মুখ চেয়ে গৃহবাসী হ'য়ে আছি। বংশধর একটী সন্তান, বিশ্বামিত্রের কোপে তার না অমঙ্গল হয়। তাহ'লে, প্রভু, কা'কে নিয়ে গৃহবাসী হব? বিশ্বামিত্রের সহিত আর কলহে প্রয়োজন নাই।

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, আমি কলহপ্রিয় নই; বিশ্বামিত্রের সহিত আমার কোনও বিবাদ নাই।

অরু। তবে, প্রভু, কি নিমিত্ত তাঁকে ব্রাহ্মণ স্বীকার ক'চ্চেন না? বিশ্বামিত্র দু'বার দ্বারস্থ হ'য়েছেন, তথাপি কেন তাঁকে বিমুখ ক'রেছেন?

বশিষ্ঠ। শাস্ত্রের অমান্য আমি কিরূপে ক'র্‌বো? ব্রাহ্মণের লক্ষণ দর্শন ব্যতীত কিরূপে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার পাব?

অরু। প্রভু, অবলার অপরাধ মার্জ্জনা করুন! স্বয়ং পদ্মযোনি তাঁকে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান ক'রেছেন, আপনি কেন অস্বীকার ক'চ্চেন? তবে কি পদ্মযোনি তাঁকে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করেন নাই?

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র মিথ্যাবাদী নন। ব্রহ্মা তাঁরে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান ক'রেছেন।

অরু। তবে, প্রভু, আপনি কেন অস্বীকার ক'চ্চেন?

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, বেদবিধি ব্রহ্মার মুখ-নিঃসৃত। তিনি ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান ক'রেছেন, আমার বিশ্বাস; তথাপি আমি চির-প্রচলিত শাস্ত্র অমান্য কদাচ ক'র্‌বো না। যখন তাঁরই আদেশ, যে আমি ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার ক'র্‌লে, তবে বিশ্বামিত্র জগতে ব্রাহ্মণ ব'লে প্রচার হবে, তখন আমি শাস্ত্রীয় লক্ষণ বিশ্বামিত্রে না দেখে কদাচ তাঁকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার ক'র্‌বো না।

অরু। প্রভু, বংশরক্ষার জন্য দাসী অনুরোধ ক'চ্চে। ব্রহ্মা যাঁরে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার ক'রেছেন, আপনি কেন তাঁরে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার ক'র্‌বেন না?

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, বংশরক্ষা কি ছার! আমি কোন প্রকার অনিষ্ট আশঙ্কায়, ব্রাহ্মণ হ'য়ে শাস্ত্রের অমান্য কদাচ ক'র্‌বো না। যতদিন না বিশ্বামিত্রে ব্রাহ্মণের লক্ষণ দৃষ্টি করি, আমি কদাচ তারে ব্রাহ্মণ স্বীকার ক'র্‌বো না।

অরু। প্রভু, ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি?

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, তুমি তো সে সকল অবগত। যখন সবলার নিমিত্ত বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বিবাদ হয়, তখন ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, তুমিই তো আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলে। শম, দম, তিতিক্ষা, অহিংসা, যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ, এই সকল লক্ষণ যাতে প্রকাশ, সেই-ই ব্রাহ্মণ। কুটীরে গমন কর, বিশ্বামিত্র আসৃছে।

[অরুন্ধতীর প্রস্থান।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। নমো নারায়ণ! কি, তুমি এখনও আমায় ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার ক'র্‌লে না? আমি তৃতীয় বার তোমার নিকট এসেছি। এবার যদি তুমি আমায় ব্রাহ্মণ ব'লে না স্বীকার কর, তোমার ঘোর অনিষ্ট হবে!

বশিষ্ঠ। ইষ্ট হ'ক বা অনিষ্ট হ'ক, অব্রাহ্মণকে আমি কি ব'লে ব্রাহ্মণ স্বীকার ক'র্‌বো?

বিশ্বা। শোন, তুমি কি আমায় অবিশ্বাস কর? ব্রহ্মা আমায় বর প্রদান ক'রেছেন, আমি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ক'রেছি।

বশিষ্ঠ। ব্রহ্মা বর প্রদান ক'রেছেন আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু যতদিন তোমাতে আমি ব্রাহ্মণের লক্ষণ না দেখ্‌বো, আমি ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার ক'র্‌বো না।

বিশ্বা। আমি কোথা হ'তে আগমন ক'চ্চি, জান?

বশিষ্ঠ। সে জান্‌বার প্রয়োজন আমার নাই।

বিশ্বা। শোন, আমি ব্রহ্মার আদেশে তোমার নিকট এসে তোমায় নমস্কার করায়, তুমি প্রতি-নমস্কার কর নাই। এ সংবাদ আমি ব্রহ্মাকে জানাই, তিনি পুনর্ব্বার তোমার নিকট আস্‌তে বলেন। আমি পুনর্ব্বার এসে তোমায় নমস্কার করি, তুমি প্রতি-নমস্কার কর নাই। সেইজন্য পুনর্ব্বার ব্রহ্মলোকে গিয়েছিলেম।

বশিষ্ঠ। এ সংবাদে আমার প্রয়োজন কি?

বিশ্বা। আমি ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হ'য়েছি।

বশিষ্ঠ। উত্তম, আমি তার অংশী নই।

বিশ্বা। আমি তোমার ঘোর অনিষ্ট ক'র্‌তে পারি, জান ?

বশিষ্ঠ। তা তুমি পার্‌তে পার, এই যে তুমি আমার শতপুত্রকে রাক্ষস দ্বারা নিধন ক'রেছ।

বিশ্বা। ব্রাহ্মণ, তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর, সে শোক বিস্মৃত হও। আমারও শতপুত্র তোমার ব্রহ্মতেজে ভস্মীভূত হ'য়েছে। যা হবার হ'য়েছে, তুমি প্রসন্ন হ'য়ে আমাকে ক্ষমা কর।

বশিষ্ঠ। তোমার ক্ষমা প্রার্থনার অপেক্ষা করি নাই, তোমায় বহুদিনই ক্ষমা ক'রেছি।

বিশ্বা। তবে তুমি আমার ব্রহ্মর্ষিত্ব অস্বীকার ক'চ্চ কেন ?

বশিষ্ঠ। যা অসত্য, তা কিরূপে স্বীকার ক'র্‌বো ?

বিশ্বা। কি, বার বার তোমার এই উক্তি ?

বশিষ্ঠ। ব্রাহ্মণের বাক্য অটল। তুমি ব্রাহ্মণ নও, তাই জান না।

বিশ্বা। বটে, তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা ! ব্রহ্মার বাক্যে আমি ব্রহ্মর্ষি, তা তুমি অস্বীকার কর ? ব্রহ্মার নিকট আমি শক্তিপ্রাপ্ত হ'য়েছি, জান, যে শক্তিতে তোমার বধ সাধন ক'রতে পারি ?

বশিষ্ঠ। ইচ্ছা হয়, বধ সাধন কর।

বিশ্বা। আমি তোমার ইষ্টের নিমিত্ত ব'ল্‌ছি, আর আমায় উপেক্ষা ক'রো না। আমি মারণ-যজ্ঞ ক'রে তিনবার তোমার নামে আহুতি প্রদান ক'র্‌লে, তৎক্ষণাৎ তোমার মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হ'য়ে যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হবে। তুমি যদি বার বার আমায় অবজ্ঞা কর, আমি সেই মারণ-যজ্ঞে প্রবৃত্ত হ'ব।

বশিষ্ঠ। আমি শাস্ত্রের বশীভূত, তোমার প্রবৃত্তির বশীভূত নই। আমি

শাস্ত্র অমর্য্যাদা ক'রে তোমায় ব্রাহ্মণ স্বীকার ক'র্‌বো না, আমার মৃত্যু হ'লেও না।

বিশ্বা। আমি নিশ্চয় তোমার মারণযজ্ঞ ক'র্‌বো।

বশিষ্ঠ। তুমি যথা ইচ্ছা ক'র্‌তে পার।

বিশ্বা। তুমি আমার ব্রহ্মর্ষিত্ব স্বীকার ক'র্‌বে না? আমায় মহর্ষি স্বীকার কর?

বশিষ্ঠ। অবশ্য করি। অম্বরীষের যজ্ঞে সমস্ত দেবগণের সহিত তোমায় মহর্ষি ব'লে অভিবাদন ক'রেছি।

বিশ্বা। আমি কল্য তোমার বধ-যজ্ঞ আয়োজন ক'র্‌বো। তোমায় পৌরহিত্যে বরণ ক'চ্চি, তুমি সেই যজ্ঞে উপস্থিত থেকে আমার যজ্ঞ সম্পন্ন কর।

বশিষ্ঠ। অবশ্য ক'র্‌বো। তুমি মহর্ষি, আমায় বরণ ক'চ্ছ, কদাচ উপেক্ষা ক'র্‌বো না।

বিশ্বা। ভাল, বুঝ্‌বো তোমার দার্ঢ্য। আমি প্রতিজ্ঞা ক'চ্চি, যদি তুমি উপস্থিত হ'য়ে আমার যজ্ঞে পৌরহিত্য গ্রহণ না কর, আমি যজ্ঞে ক্ষান্ত হব; কিন্তু তোমায় ভীরু, মিথ্যাবাদী, পৌরহিত্য গ্রহণ ক'রে উপস্থিত হ'লে না, কপটাচারী, কাপুরুষ ব'লে প্রচার ক'র্‌বো।

বশিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ-বাক্য অলঙ্ঘ্য।

[বশিষ্ঠের প্রস্থান।

বিশ্বা। অতিশয় দম্ভ! ব্রহ্মার বাক্য উপেক্ষা! পুত্রশোক ভোলে নাই; ও আমায় কদাচ মার্জ্জনা করে নাই। আমার সহিত শত্রুতা

পোষণ ক'চ্ছে। একে দমন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, নচেৎ আমার সমস্ত তপ-জপ পণ্ড হবে। বশিষ্ঠের প্ররোচনায় লোকে আমায় ব্রহ্মর্ষি ব'লে স্বীকার ক'র্‌বে না। যজ্ঞে উপস্থিত হয়, আমি নিশ্চয় ওর মারণ-আহুতি প্রদান ক'র্‌বো। কিন্তু যদি না যায়, সেও আমার পরম মঙ্গল। ব্রহ্মহত্যা হবে না, বশিষ্ঠ মিথ্যাবাদী প্রচার হবে। বশিষ্ঠের কথায় কেহ আর আস্থা স্থাপন ক'র্‌বে না। সকলে আমার ব্রহ্মর্ষিত্ব স্বীকার ক'র্‌বে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বন-পথ।

হামাগুড়ি-রত সদানন্দ।

(ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ)

ব্রহ্মণ্য। ও কি ক'চ্চ ?

সদা। (উত্থিত হইয়া) এই যে, ছোক্‌রা, এতদিন্ কোথায় ছিলে ? দেখ্‌তে পাইনি যে ?

ব্রহ্মণ্য। তুমিই কোথায় থাক !

সদা। আচ্ছা, ছোক্‌রা, তুমি মেয়েমানুষ না ব্যাটা ছেলে ? তুমি কি মেয়ে মানুষ, ব্যাটাছেলে সেজে বেড়াচ্চ ?

ব্রহ্মণ্য। কেন বল দেখি ?

সদা। তোমার সঙ্গে তো এই কত বৎসরের আলাপ, তুমি তো তোমার চেহারাখানা সমান খাড়া রেখেছ। বাড়্‌লেও না, কম্‌লেও না।

ব্রহ্মণ্য। আমার যোগের শরীর, তাই এমন আছে।

সদা। যোগের শরীরটা কিহে ?

ব্রহ্মণ্য। ও এক রকম।

সদা। তার ক'টা পেট ? তার খুব জবর রকম খোল, না ? তাইতে অনেক জজমান বজায় রাখ, দিব্যি আহার চলে !

ব্রহ্মণ্য। তুমি কি ক'চ্চ ?

সদা। ভারি বিপদ, ভাই, ভারি বিপদ।

ব্রহ্মণ্য। কি বিপদ হে ?

সদা। এই একদিনে পাঁচ পাঁচটা নিমন্ত্রণ।

ব্রহ্মণ্য। তা হামাগুড়ি দিচ্ছিলে কেন ?

সদা। শুনেছি, চার পায়ে চ'ল্লে পেট্‌টা বাড়ে। গরুগুলো চারপায়ে চ'লে দেদার খায়। তাই ক্ষুধা ক'চ্ছিলেম।

ব্রহ্মণ্য। তোমার খেয়ে আশ মেটেনা না কি ?

সদা। খেয়ে কি আশ মেটে, দাদা! দুর্জ্জয় রসনা, মা কালীর জিবের মতন লক্‌লকই ক'চ্চে! রক্তবীজ গোত্রের মিষ্টান্নের বীজ থাক্‌তে, এ রসনার তৃপ্তি হ'চ্ছে না। এই, দাদা, আপনা হ'তে বোঝো না, এইতো তোমায়ও পাঁচ জায়গায় ঘুরে খেয়ে বেড়াতে হ'চ্চে ?

ব্রহ্মণ্য। আমি মুখে খাইনা, দৃষ্টিতে খাই।

সদা। এঁ্যা, বল কি! আমায় শিখিয়ে দিতে পার, তো ভূতো ময়রার দোকান উজাড় করি।

ব্রহ্মণ্য। তুমি যা মনে ক'র্‌বে, ক'র্‌তে পার্‌বে। ইচ্ছা কর তো, না খেয়ে থাক্‌তে পার্‌বে।

সদা। তোমার চোদ্দ পুরুষ না খেয়ে থাকুক!

ব্রহ্মণ্য। তুমি দেবপ্রিয় ব্রাহ্মণ, তোমার সরল প্রাণ। তাই, ব্রহ্মণ্যদেব তোমার অন্তরে-বাহিরে, তোমার আর খাওয়ার প্রয়োজন কি?

সদা। আমার প্রয়োজন তুমি কি বুঝ্‌বে বল? মনের আবেগ অনেক ক'রে সহ্য ক'রে থাকি। আর কেউ হ'লে দম ফেটে ম'রে যেত।

ব্রহ্মণ্য। তোমার আবার মনের আবেগ কি?

সদা। দাদা, আমার মতন যদি দুরন্ত রসনা তোমার হ'ত, তাহ'লে তুমি বুঝ্‌তে। ভোরের বেলা উঠেই, মধোর বাপের শ্রাদ্ধের মোণ্ডার কথা, রসনা মনে ক'রে রাখে, যেন আব্‌দারে ছেলে, বলে, 'খাব খাব!' সে তাল যদি সাম্‌লালুম, ক্ষুদি বাম্‌নীর তালনবমীর ব্রত, তালের বড়া মনে প'ড়্‌লো! সেও যদি স'য়ে সম্বুরে নিলুম,—'মঘা, এড়াবি ক'ঘা' অমনি সারবন্দী ঢেউয়ের উপর ঢেউ চ'ল্‌তে লাগ্‌লো;— কা'র' বেটার অন্নপ্রাশন, কা'র' মার সপিণ্ডকরণ, কা'র' তিলে সংক্রান্তির তিলে খাজা, কা'র' ইতুসংক্রান্তির পিটে—এই দৈত্য-দানার মত সাম্‌নে নাচ্‌তে লাগ্‌লো! এতে কি আর প্রাণ বাঁচে, দাদা! যাক্, ও কথা ছেড়ে দাও, কোথাও যজ্ঞ-টজ্ঞ একটা বাগালে নাকি?

ব্রহ্মণ্য। না, আমি তোমার কাছে একটী জিনিষের জন্যে এসেছি।

সদা। বাঃ—বেশ মুরুব্বি ধ'রেছ! এদিকে এমন চালাক চতুর দেখ্‌তে পাই, আমি পাঁচ দোরে খেয়ে বেড়াই, আমার কাছে কি নিতে এসেছ?

ব্রহ্মণ্য। এই—তোমার পাঁচ বাড়ীর খাওয়াটা।

সদা। ও, প্রাণে মার্‌তে এসেছ! কেন, দাদা, তোমার সঙ্গে কি শত্রুতা ক'রেছি, যে আমার পাঁচবাড়ীর খাওয়া মার্‌তে এসেছ?

ব্রহ্মণ্য। তোমায় আমি বড় ভালবাসি।

সদা। হ্যাঁ, তা তো দেখ্‌ছি! গলায় পা দিতে এসেছ! বন্ধুর কাজ ক'র্‌তে এসেছ!

ব্রহ্মণ্য। সত্যি, আমার ইচ্ছা, তোমার সঙ্গে আমি অষ্টপ্রহর থাকি, তোমার ঐ হ্যাঙ্গ্‌লাপনাতে পারিনে।

সদা। কেন, দাদা, ও দোষটা আমার উপরেই চাপাচ্চ! তোমার হ্যাঙ্গ্‌লাবৃত্তিতে আমিই চম্‌কে যাই! চাঁড়াল মাগীর পান্তাগুলো সেদিন মার্‌লে, আমি দেখে অবাক্!

ব্রহ্মণ্য। আহা, সে না খেলে যে মাগী দুঃখ ক'র্‌তো!

সদা। দাদা, সেই চাঁড়ালমাগীর দুঃখ ভাব্‌ছ'; আর এই বামুনের ছেলে যে না খেতে পেয়ে মারা যাব, তা একবার ভাবনা, দাদা!

ব্রহ্মণ্য। আচ্ছা, তোমায় যদি এমন সামগ্রী দিই, যাতে তোমার ক্ষুধা আর না হয়?

সদা। ঐ তো' দাদা, বুঝ্‌লেনা! ক্ষিদের চোটে কি খাই, রসনার তাড়নায় খাই! ভালমন্দ সামগ্রী দেখ্‌লে অম্‌নি কেঁদে কাপড় চোপড় ভাসিয়ে দেয়, বলে— "দে দে, আমায় দে!" উদর বলে, "আমি

গেলুম।" রসনা বলে, "গেলি গেলি, আমার ব'য়ে গেল! মর্‌তে হয়—তুই ফেটে মর; আমি মিষ্টান্ন ছাড়্‌তে পার্‌বো না।"

ব্রহ্মণ্য। তুমি একটী কাজ যদি কর, তুমি রসনায় দিবারাত্র অমৃতের আস্বাদ পাও।

সদা। দাদা, তা যদি বাৎলে দাও, তোমার গোলাম হ'য়ে থাকি। কি ক'র্‌তে হবে বলতো, কি ক'র্‌তে হবে—বলতো?

ব্রহ্মণ্য। এই—লোভ সংবরণ করা।

সদা। বেশ বলেছ! আমি আপনি রোগ ভাল করি, তারপর তুমি ওষুধ দেবে!

ব্রহ্মণ্য। অহে, বড় সোজা।

সদা। সোজা হয়, তুমিই কর না। দৃষ্টি দিয়ে খাও, আর মুখেই খাও, পাঁচ জায়গায় তো খেয়ে বেড়াতে হয়?

ব্রহ্মণ্য। কি ক'র্‌বো বল, আমায় যে ছাড়ে না!

সদা। তোমায় যে বল্লুম, আমার রসনাও নাছোড়বান্দা।

ব্রহ্মণ্য। তুমি এক কাজ কর দেখি, একমুহূর্ত্ত আমি যা বলি, তা কর দেখি?

সদা। কি বল, মরি বাঁচি দেখি।

ব্রহ্মণ্য। একবার গায়ত্রী জপ কর'।

সদা। ঐ তো, দাদা, সে বহুদিনের কথা, সে'টী ভুলে গেছি।

ব্রহ্মণ্য। আমি তোমায় শিখিয়ে দিচ্চি, শোনো,—নাও, পৈতে হাতে জড়াও, আমি কাণে কাণে ব'ল্‌ছি।

(সদানন্দের কর্ণে ব্রহ্মণ্যদেবের গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান)

সদা। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) তাইতো, একি হ'লো! একি ভেল্কি লেগে গেল! ও নির্ব্বংশের ব্যাটা, কি মন্ত্র দিলি? আমার সব ঘোচালি! দে, দে, আমার মা কোথায় এনে দে! মা ব্রহ্মবাদিনি, কোথায় তুমি!

(বেদমাতার প্রবেশ)

বেদ। এই যে, বাবা, আমি তোমার হৃদয়েই অষ্টপ্রহর আছি।

সদা। মা, মা, এতদিন আমায় সামান্য মিষ্টান্ন দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলে?

বেদ। বাবা, খেল্‌তে এসেছ, চোখ বেঁধে খেল; খেলা ফুরুলেই তোমায় নিয়ে চলে যাব।

ব্রহ্মণ্য। অহে, চলহে চল, একটা যজ্ঞের যোগাড় দেখা যাক্।

সদা। আরে নে, ছোঁড়া, তোর চালাকি আমি বুঝে নিয়েছি। তোর গরজ, পাঁচ বাড়ীতে তুইই ঘুর্‌গে যা। আমার তোর মতন ভেল্কীবাজী ক'র্‌তে হবেনা, আমি মা চিনেছি! [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০:*:০—

বশিষ্ঠের আশ্রম-সম্মুখ।

(বশিষ্ঠ ও তৎপশ্চাৎ অরুন্ধতীর প্রবেশ)

অরু। প্রভু, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে গমন ক'চ্চেন?

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, কি নিমিত্ত চমৎকৃত হ'চ্চ?

অরু। আপনার মারণ যজ্ঞ, আপনি পৌরহিত্য গ্রহণ ক'রে সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ ক'র্‌বেন? সত্যই যদি ব্রহ্মা তারে বর দিয়ে থাকেন, তার ব্রহ্মর্ষিত্ব স্বীকার ক'র্‌লে সকল বিঘ্ন দূর হয়। কিন্তু আমি হীনবুদ্ধি রমণী—আমার বলা শোভা পায় না—বোধ হয়, শ্রীচরণে কোন অপরাধী, নচেৎ এ দারুণ শেলাঘাত ক'র্‌তে কেন প্রস্তুত হ'য়েছেন! আমি পুত্রশোকাতুরা, মনকে কি প্রবোধ দেব! স্বামী করাল মৃত্যুমুখে অগ্রসর দেখে কিরূপে ধৈর্য্যধারণ ক'র্‌বো! আজীবন শ্রীচরণ ধ্যান, শ্রীচরণ সেবা ভিন্ন দাসীর অন্য কামনা নাই। আমার দেব-সেবার অধিকার কি এতদিনে দূর হবে! আমি যে দশ দিক শূন্য দেখ্‌ছি! প্রভু, কি ব'লে মনকে প্রবোধ দেব!

বশিষ্ঠ। অরুন্ধতি, তুমি কি নিমিত্ত আত্মবিস্মৃত হ'চ্চ? যখন প্রাণরক্ষার্থ ব্রহ্মদণ্ড প্রভাবে বিশ্বামিত্রের প্রাণবধ ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিলেম, তুমিই আমায় নিবারণ ক'রে বলেছিলে—ব্রাহ্মণের আবার জন্মমৃত্যু কি! যখন বিশ্বামিত্রের কৌশলে তোমার শতপুত্র বিনষ্ট হয়, তখন তোমার অভিশাপে বিশ্বামিত্র ভস্ম হ'তো, তুমি কি নিমিত্ত সে অভিশাপ প্রদান কর নাই? তুমি বিদ্যাশক্তি, তোমার নিকটেই আমার কর্ত্তব্য শিক্ষা, আমার ক্ষমা শিক্ষা। সাধ্বি, কর্ত্তব্য কার্য্যে কি নিমিত্ত বিরত ক'র্‌বার আকাঙ্ক্ষা ক'চ্চ? বিশ্বামিত্র মহর্ষি, আমায় পৌরহিত্যে বরণ ক'রেছে। এ বরণ উপেক্ষা ক'র্‌লে মহর্ষির অমর্য্যাদা করা হয়। বিশেষতঃ বিশ্বামিত্রের মনের ভ্রম, যে আমি ঈর্ষায় তার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করি নাই। আমি ব্রাহ্মণ, সে ভ্রম দূর করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যজ্ঞে উপস্থিত হ'লে বিশ্বামিত্র

দেখ্‌বে, প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব কি! বুঝ্‌বে যে ঈর্ষায় নয়, তার ব্রাহ্মণত্বের অভাবেই আমি তার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার পাই নাই। আমার ক্ষণভঙ্গুর দেহবর্জ্জনে যদি তপাচারী বিশ্বামিত্রের শিক্ষালাভ হয়, আমি শতবার দেহ বর্জ্জনে প্রস্তুত। তুমি আমার সহধর্ম্মিনী, অবিচল চিত্তে সহ্য কর। ধৈর্য্য-ধারণ শিক্ষা-লাভার্থে ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ ক'রেছ, ব্রাহ্মণের সহধর্ম্মিনী হ'য়েছ। জানতো সাধ্বি, কর্ত্তব্যপথ কুসুমাবৃত নয়।

অরুন্ধতী। প্রভু, আর আপনাকে নিবারণ ক'র্‌বো না, কিন্তু নয়নজল মার্জ্জনা করুন—আমি রমণী, আমার প্রাণের ব্যাকুলতা কিরূপে নিরোধ ক'র্‌বো! একবার পাদপদ্ম বক্ষে প্রদান করুন, নচেৎ হৃদয়-পিঞ্জর ভেদ ক'রে এখনি প্রাণ আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হবে! ধৈর্য্য? কোথায় ধৈর্য্য! পতি ধৈর্য্য, পতি জীবন, পতি প্রাণ, আমি কিরূপে ধৈর্য্য ধারণ ক'র্‌বো! অতি কঠোর কর্ত্তব্য! আমায় ধৈর্য্য-ধারণ-শক্তি প্রদান করুন, আমি বড়ই অধীরা!

বশিষ্ঠ। নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ কর, তিনিই তোমায় ধৈর্য্য প্রদান ক'র্‌বেন।

অরুন্ধতী। প্রভু, সম্মুখে আমার নারায়ণ মূর্ত্তি, অপর নারায়ণমূর্ত্তি কখনও আমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, আমার বাক্যে তোমার হৃদয়ে সে মূর্ত্তি কখনও বিলুপ্ত হবে না। (প্রস্থানোদ্যম)

(বেগে অদৃশ্যন্তীর প্রবেশ)

অদৃশ্যন্তী। পিতঃ, পিতঃ, কোথায় যান! পতিহারা কন্যাকে অকুল-

সাগরে ভাসাবেন না, বালক পরাশরকে বর্জ্জন ক'র্‌বেন না! পিতঃ, আমরা নিরাশ্রয়, আপনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়! আপনি বর্জ্জন ক'র্‌লে কোথায় স্থান পাব? নিষ্ঠুর হবেন না! যদি আমাদের বর্জ্জন করেন, বালক পরাশরকে বর্জ্জন ক'র্‌বেন না! সে পিতৃহীন বালক, আপনার চরণ-আশ্রয় ব্যতীত তার আর স্থান নাই। ছার যজ্ঞে উপস্থিত হ'য়ে সর্ব্বনাশ ক'র্‌বেন না!

বশিষ্ঠ। বৎসে,—রক্ষাকর্ত্তা, আশ্রয়দাতা, একমাত্র ধর্ম্ম! সে ধর্ম্ম বর্জ্জনে পরাশরের ঘোর অমঙ্গল! আমি ধর্ম্মের নিমিত্ত যজ্ঞে গমন ক'চ্চি। আমি ধর্ম্মের হস্তে তোমাদের অর্পণ ক'রে যাচ্চি, ধর্ম্ম তোমাদের আশ্রয়দাতা, ধর্ম্ম তোমাদের রক্ষা ক'র্‌বেন।

(পরাশরের প্রবেশ)

অদৃশ্যন্তী। (পরাশরের প্রতি) আরে অনাথ, আরে অভাগা, তোর পিতামহকে ফেরা! আমাদের কথায় উনি কর্ণপাত ক'চ্চেন না, যদি তোর কথায় ফেরেন,—অনাথ ব'লে যদি দয়া করেন!

পরাশর। দাদা, দাদা, কি নিমিত্ত আমায় পরিত্যাগ ক'চ্ছেন? মাতৃগর্ভে পিতৃহীন, পিতার কখনও মুখ দেখ্‌লেম না! মহাতপা খুল্লতাতগণ, অভাগার ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ ক'রেছেন! তুমি আমার পিতা, তুমি আমার খুল্লতাত! আমি বালক, আমার শিক্ষা, দীক্ষা, ভরণপোষণের ভার আপনার। সে ভার কারে অর্পণ ক'চ্চেন? দাদা, তুমি ভিন্ন আমার দশদিক শূন্য! এ সংসার-অরণ্যে তোমাহারা হ'য়ে আমি কিরূপে জীবন-ধারণ ক'র্‌বো! পিতৃহীন ব'লে কখনও চোখের আড়াল করনি!

স্নেহের আবরণে কখনও পিতৃহীন ব'লে জান্‌তে দাও নি! আজ কেন নির্ম্মম হ'য়ে বর্জ্জন ক'রে যাচ্চ?

বশিষ্ঠ। পরাশর, পরাশর, আমার নয়ন-আনন্দ, কেন তুমি ক্ষুব্ধ হ'চ্চ?

পরাশর। যদি অজ্ঞানতা বশতঃ শ্রীচরণে অপরাধী হ'য়ে থাকি, আমার দুখিনী জননী অপরাধিনী নয়, আমার পিতামহী আপনার চরণাশ্রিতা, কেন তাঁদের পরিত্যাগ ক'চ্চেন? দাদা, দাদা, আমি কি কোন অপরাধ ক'রেছি? পিতামহী কি কোন অপরাধ করেছেন? না আমার অভাগিনী জননী কোন অপরাধ ক'রেছেন? তাই আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য, আশ্রয়হীন ক'রে চলে যাচ্চেন? দাদা, দাদা, আমাদের চরণে ঠেল্‌বেন না!

বশিষ্ঠ। বৎস, যদিও তুমি বালক, কিন্তু যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণ। কর্ত্তব্য-পালন যার জীবন, সেই কর্ত্তব্য পালনে তোমার পিতামহ অগ্রসর। তুমি শিক্ষা কর, ব্রাহ্মণের জীবন কি কঠোরতা পূর্ণ! অন্যান্য বর্ণ, ব্রাহ্মণের ঈর্ষা করে, তারা জানে না যে নিরবচ্ছিন্ন কণ্টকাকীর্ণ পথে ব্রাহ্মণের গমনাগমন। বিরামহীন কার্য্য, আত্মত্যাগ কার্য্য, পরহিত-সাধন কার্য্য,—সে কার্য্যে কায়মনপ্রাণ বিসর্জ্জন, ব্রাহ্মণের আজীবন ব্রত।

পরাশর। দাদা, এ কঠোর বিশ্বামিত্র! একে কি কেউ শাস্তি প্রদান করে না? শুনেছি, এর কৌশলেই আমার পিতৃদেব হত, ঊনশত খুল্লতাত হত। আবার আপনার নিধন-কামনা ক'রেছে। এ দুরাচার কি দণ্ডনীয় নয়?

বশিষ্ঠ। বৎস, দণ্ডপ্রদানের ভার আমাদের নয়। রোষ পরিত্যাগ

কর। রোষপরবশ হ'য়ে দেবদুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব বর্জ্জন ক'রো না। ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা, দণ্ড প্রদান নয়। বৎস, আমি বিদায় হ'লেম।

(গমনোদ্যোগ)

(বেগে সুনেত্রার প্রবেশ)

সুনেত্রা। প্রভু, প্রভু, দাসীর প্রতি করুণা করুন! চিরদুখিনীকে আশ্রয় প্রদান করুন! চরণাশ্রিতাকে চরণে স্থান দিন!

বশিষ্ঠ। কে মা তুমি?

সুনেত্রা। আমি গাধিরাজ-কুলকামিনী মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঘরণী।

বশিষ্ঠ। আমার নিকট কেন মা?

সুনেত্রা। স্বামীর কল্যাণ-কামনায়। স্বামীর ব্রহ্মহত্যা নিবারণের নিমিত্ত! স্বামীর জীবনব্যাপী কঠোর তপস্যা না বিফল হয়, সে জন্য আপনার শরণাগতা, দাসীর প্রতি কৃপা করুন, যজ্ঞে উপস্থিত হবেন না।

বশিষ্ঠ। মা, আমি প্রতিশ্রুত। আমায় মিথ্যাবাদী ক'র্‌বার কামনা ক'রো না।

সুনেত্রা। প্রভু, প্রভু, আমার স্বামীকে ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ হ'তে রক্ষা করুন, সতীকে পতি ভিক্ষা দেন।

বশিষ্ঠ। শুভে, তপঃপ্রভাবে তোমার স্বামী দেবরক্ষিত, তাঁর অমঙ্গল আশঙ্কা কি নিমিত্ত কর?

সুনেত্রা। প্রভু, প্রভু, দাসীর সহিত কি নিমিত্ত প্রতারণা ক'চ্ছেন?

কোথা, কেবা আছেন দেবতা

ব্রহ্মঘাতী রক্ষণে সক্ষম ?
মহা অমঙ্গল সম্মুখে আমার—
ব্রহ্মবধ স্বামীর কামনা।
যে ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মার বদন বিনিসৃত,
যেই ব্রাহ্মণের পদধুলি
বক্ষঃস্থলে করিয়ে ধারণ,
নারায়ণ গৌরব করেন জ্ঞান ;
যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মশক্তি বলে—
সুরধুনী গণ্ডুষে করেন পান ;
বিন্দু সম সিন্ধুবারি করিলা শোষণ ;
যে ব্রাহ্মণ ত্যাগ-শক্তি বলে,
বাসবের স্বর্গলাভ হেতু,
তৃণসম নিজ অস্থি করিলেন দান ;
যেই ব্রাহ্মণের কৃপা-দৃষ্টি লভি—
মহাপাপী পাপ-মুক্ত হয় ;
সেই ব্রাহ্মণের নিধন-সাধনে,
যজ্ঞ আয়োজন পতির আমার।
প্রভু, প্রভু,
অমঙ্গল এ হ'তে অধিক কিবা !
রক্ষা করো পতিরে আমার !

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, ব্রাহ্মণের কার্য্যে কেন বাধা প্রদান কর ?

(গমনোদ্যত)

সুনেত্রা। না, প্রভু, সে নিদারুণ যজ্ঞে আপনাকে যেতে দেব না। এই আমি আপনার গমনপথ রোধ ক'রে পতিত হ'লেম, দাসীকে বধ ক'রে যজ্ঞে গমন করুন।

(বশিষ্ঠের পথাবরোধ করিয়া পতন)

বশিষ্ঠ। সাধ্বি, গাত্রোত্থান কর। তোমার সতীত্ব প্রভাবে তোমার স্বামী জগদ্‌পূজ্য হবে।

সুনেত্রা। প্রভু, অবলাকে বঞ্চনা ক'র্‌বেন না,—বলুন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে?

বশিষ্ঠ। সতীর মনোবাঞ্ছা নারায়ণ পূর্ণ করেন।

[অগ্রে বশিষ্ঠ, তৎপশ্চাৎ সুনেত্রার প্রস্থান।

অদৃশ্যন্তী। মা, তুমি কি কঠিনা, যজ্ঞে যেতে বিরত কর্‌লে না! অকূল সাগরে আমাদের ভাসালে! আমরা আশ্রয়হীনা হ'য়ে কিরূপে জীবন ধারণ ক'র্‌বো! আমার পরাশরের দশা কি হবে?

অরুন্ধতী। মা, আমায় বৃথা ভৎর্সনা কি নিমিত্ত ক'চ্চ? তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, ব্রাহ্মণ-পত্নী, ব্রাহ্মণ-জননী,—তুমি ব্রাহ্মণ-গৃহে অবস্থিতি ক'রে কি ব্রাহ্মণের আচার অবগত নও? আমি সামান্যা রমণী, আমার কি শক্তি, যে ওঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি! করুণায় ব্রাহ্মণ কোমল হৃদয়, কিন্তু প্রতিজ্ঞায় মেরুর ন্যায় অটল। যদি তিন লোক একত্রিত হ'য়ে প্রভুকে নিবারণ ক'রতো, তথাচ তিনি যজ্ঞে যেতে বিরত হতেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের বাক্যেও ব্রাহ্মণ, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে না। ব্রাহ্মণ সত্যবাদী, তাঁর সত্য ভঙ্গ হওয়া অসম্ভব।

বৎস পরাশর, এই বালক বয়সে তুমিই আমাদের আশ্রয়। মা, তুমি বালকের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাক, বিলাপে ফল কি !

পরাশর। মা, যদি ব্রাহ্মণের বাক্য এরূপ অটল হয়, আমিও ব্রাহ্মণ, গায়ত্রী আমার সহায়,—আমিও প্রতিজ্ঞা ক'চ্চি, গায়ত্রীদেবীর সাহায্যে আমি বিশ্বামিত্রের মারণ-যজ্ঞ বিফল ক'রবো। আমি তাঁরই উপাসনায় প্রবৃত্ত হ'লেম।

[পরাশরের প্রস্থান।

অদৃশ্যন্তী। মা, মা, পরাশর আবার কি ক'রে, ও আবার কি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হ'ল? জানিনা অদৃষ্টে আরও কি আছে !

অরুন্ধতী। মা, চিন্তিত হ'য়ো না, একমাত্র বেদমাতা গায়ত্রী ব্রাহ্মণের সুহায়। বালক সেই ব্রহ্মবাদিনীর আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌বে, এতে অমঙ্গল-আশঙ্কা নাই। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—০:*:০—

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ-স্থল।

বিশ্বামিত্র ও ব্রাহ্মণগণ।

বিশ্বা। সভাস্থ সকলে শ্রবণ করুন। যদিচ স্বয়ং লোক-পিতামহ আমায় ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান ক'রেছেন, তথাচ বশিষ্ঠ বলেন, আমাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণের অভাব। কোন্ স্থানে আমার ত্রুটি, তা পরীক্ষার

নিমিত্ত আমার এই যজ্ঞের আয়োজন। বশিষ্ঠ দম্ভভরে ব্রহ্মার বাক্য উপেক্ষা ক'রেছেন। দম্ভভরে তাঁর মারণ-যজ্ঞে আমার পৌর-হিত্য স্বীকার ক'রে আমার যজ্ঞ সম্পন্ন ক'র্‌বেন, অঙ্গীকার ক'রে-ছেন। আজ পরীক্ষিত হবে, তাঁর ব্রাহ্মণত্বের কত তেজ, তিনি কোন তেজে ব্রহ্মার বাক্য উপেক্ষা করেন।

১ম ব্রাহ্মণ। মহর্ষি, আপনি ক্ষান্ত হ'ন, ব্রাহ্মণের মারণ-যজ্ঞ আপনার উচিত নয়।

বিশ্বা। আমি সর্ব্বসমক্ষে বল্‌ছি, আমি মারণ-যজ্ঞে বিরত হব, যদি বশিষ্ঠ উপস্থিত না হন। তবে এই মাত্র প্রচার ক'র্‌বো, বশিষ্ঠ অসত্যবাদী।

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ অসত্যবাদী হয় না। আমি তোমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর্‌-বার জন্য উপস্থিত। হোমানল প্রজ্জ্বলিত ক'রো, আমি তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন ক'চ্চি।

…গণ। বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠ, উন্মত্ত হ'য়ো না। বিশ্বামিত্রের সহিত …ভাব কর। ব্রহ্মার বচন কি নিমিত্ত উপেক্ষা ক'চ্ছ?

বশিষ্ঠ। আমি ব্রহ্মার বচন উপেক্ষা করি নাই, শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা ক'চ্চি।

বিশ্বা। তোমারই মারণ-যজ্ঞ, স্মরণ আছে?

বশিষ্ঠ। আমি কর্ত্তব্যপরায়ণ, তোমার পুরোহিত,—তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন ক'র্‌তেই উপস্থিত হ'য়েছি। (যজ্ঞকুণ্ড-সম্মুখে উপবেশন)

বিশ্বা। (স্বগত) এ কি উন্মাদ ব্রাহ্মণ!

কিম্বা মিথ্যা জ্ঞান করিয়াছে ব্রহ্মার বচন?

নহে, নিজ প্রাণ আহুতি প্রদানে,
কি সাহসে উপস্থিত মম যজ্ঞ-স্থানে?

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র,কি চিন্তা ক'চ্ছ? হোমানল প্রজ্জলিত,উপবেশন কর।

বিশ্বা। তথাচ তুমি আমায় ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার ক'র্‌বে না?

বশিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ হ'য়ে অশাস্ত্রীয় কার্য্য কিরূপে ক'র্‌বো? বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, যজ্ঞ আরম্ভ করি।

ব্রাহ্মণগণ। ওঠো, ওঠো, ব্রহ্মহত্যা কে দেখ্‌বে!

বশিষ্ঠ। হে ব্রাহ্মণমণ্ডলি, আমার করযোড়ে নিবেদন,—সকলে আমায় ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা নির্ব্বাচন ক'রেছেন,—আমার অনুরোধ, সকলে যজ্ঞে উপস্থিত থাকুন। আপনাদের আশীর্ব্বাদে যেন ব্রাহ্মণের মান, ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'র্‌তে সক্ষম হই।

বিশ্বা। (স্বগত) এ কি চকৎকার!

অগ্রসর আপন সংহারে,
তৃণ সম উপেক্ষা করিয়া প্রাণ!
কোথা হ'তে হেন তেজ ধরে এ ব্রাহ্মণ!
আসন্ন মরণ,
তিল মাত্র নহে বিচলিত!
ব্রাহ্মণত্ব যদি ইহা হয়,
এ অতি অদ্ভুত পরিচয়!
নাহি মম হৃদে হেন বল,—
অহেতু আপন মুণ্ড আহুতি প্রদানে!
অদ্ভুত— অদ্ভুত!

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র, উপবেশন কর।

(বিশ্বামিত্রের উপবেশন)

হে সর্ব্বভুক্, আমার যজমানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, ব্রহ্মার বাক্য রক্ষা কর! বশিষ্ঠ নিধন স্বাহা!

(যজ্ঞকুণ্ডে ১ম বার আহুতি প্রদান)

বিশ্বা। বশিষ্ঠ, স্থির হও।
(স্বগত) বাতুল ব্রাহ্মণ!
বাতুল ব্যতীত,
স্বেচ্ছায় কে হয় আত্মঘাতী!
উন্মাদ লক্ষণ অধিক কি আছে আর—
নিজ বধ-যজ্ঞ পূর্ণ করিতে উদ্যত!
প্রফুল্ল বদন,
উদ্ভাসিত তেজোরাশি তায়,
হোমাগ্নি সদৃশ জ্যোতি বদনমণ্ডলে!
উন্মত্ততা প্রভাবে এ রাগ!
হিতাহিত নাহি জ্ঞান আর!
একাগ্রতা সহ করে ল'য়েছে আহুতি,
সত্য যেন হিতকারী পুরোহিত মম!
উন্মত্ততা এ যদি না হয়,
তবে কিবা উন্মাদ লক্ষণ!
নাহি কার্য্য এ উন্মাদ বধে।
তপ, জপ, বিফল সকল!

বিফল ব্রহ্মার বাক্য উন্মাদের হেতু!
মম কর্ম্মফল, দোষ ইথে নাহি কার।
যা হবার হবে,
এ উন্মাদ বধে নাহি প্রয়োজন!

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র, আমি যখন তোমার পৌরহিত্য গ্রহণ ক'রেছি, তুমি নিষেধ ক'র্লেও আমি তোমার যজ্ঞ পূর্ণ ক'র্বো। চিন্তা ত্যাগ কর। বিলম্ব কি নিমিত্ত?

বিশ্বা। দম্ভ, দম্ভ,—নহে বাতুলতা।
অবিশ্বাস ব্রহ্মার বচনে!
কর' আহুতি প্রদান।

বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ নিধন স্বাহা!

(যজ্ঞকুণ্ডে ২য় বার আহুতি প্রদান)

বিশ্বা। (স্বগত) সত্যই কি উন্মাদ! উন্মাদ না দাম্ভিক, কিছুই স্থির ক'র্তে পার্ছি নে। যাই হোক, ব্রাহ্মণকে নিরস্ত করি। (প্রকাশ্যে) এখনও বিবেচনা কর। আমি সত্য ব'ল্ছি, আমি ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত। ব্রহ্মার বাক্য বিফল হবে না। এই তৃতীয় বার আহুতি প্রদানে তোমার মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হবে।

বশিষ্ঠ। আমি তোমার পৌরহিত্যে ব্রতী হ'য়েছি, তোমার যজ্ঞ পূর্ণ করাই আমার কার্য্য। এই তৃতীয় আহুতি দানেই তোমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে।

বিশ্বা। স্থির হও।
এ কি, এ কি, কি প্রপঞ্চ করি দরশন!

অটল মেরুর সম নেহারি ব্রাহ্মণ !
কি মহা প্রভাবে হেন মহা আত্মত্যাগ !
এ মাহাত্ম্য অভাব আমার,
হেন কার্য্যে নহিতো সক্ষম আমি !
প্রাণবধ হেতু করি যজ্ঞ আয়োজন,
নাহি তাহে রোষের লক্ষণ,
উদ্যত আহুতি দানে অবিচল ভাবে !
জগদম্বে, বুঝিয়াছি কি ত্রুটি আমার,—
ক্ষমাহীন কঠোর হৃদয় মম !
মহামায়া, মোহঘোর নিবিড় তোমার !
তপোবলে ঘোর তম নাহি হয় দূর !
রোষ-বশে অভিশাপ প্রদানি রম্ভায়,
উদ্যত হ'য়েছি পুনঃ ব্রহ্ম-বধ হেতু !
ধিক্, ধিক্, তপস্যায় মম !
ধিক্, ধিক্, রাজর্ষিত্ব, মহর্ষিত্ব লাভ !
শতধিক্, ব্রহ্মর্ষিত্ব-লাভ-আকাঙ্ক্ষায় !
ক্রোধনস্বভাব, চণ্ডালত্ব ক'রেছে আশ্রয়।
পদরেণু ব্রাহ্মণের করিতে গ্রহণ,
কদাচন যোগ্য নহি আমি !
হে ব্রাহ্মণ, কর ক্ষমা,
ক্ষান্ত হও আহুতি প্রদানে।

বশিষ্ঠ। করিয়াছি আহুতি গ্রহণ,

নিষ্ফল না হবে কদাচন।
লোলুপ করাল জিহ্বা অগ্নি দেবতার*
আহুতি গ্রহণ হেতু,—
হব তবে নিরস্ত কিরূপে?

বিশ্বা। আহুতি প্রদান কর মম বধ হেতু!
কর আশীর্ব্বাদ,
মৃত্যুতে হউক মম চণ্ডালত্ব দূর!
হে ব্রাহ্মণ,
কৃপায় মার্জ্জনা কর অধম কিঙ্করে,
বুঝি নাই মাহাত্ম্য তোমার।
যজ্ঞসূত্রধারী, দেবতার দেবতা ব্রাহ্মণ,
অজ্ঞান অধম,
হয় নাই ধারণা আমার।
প্রায়শ্চিত্ত রূপে,
মস্তকে করহ মম আহুতি প্রদান;
দ্বিখণ্ড হউক মুণ্ড আহুতি-প্রভাবে।
দাও দাও, বিরত কি হেতু?

বশিষ্ঠ। আমি পুরোহিত তব,
আসি নাই অহিত সাধনে।

বিশ্বা। নির্ব্বাণ হউক তবে পাপ যজ্ঞানল!

(বারি-নিক্ষেপে যজ্ঞানল নির্ব্বাণ করণ)

বশিষ্ঠদেব, ব্রহ্মার বচনেও আমার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় নাই। তোমার

কৃপায় আমার মনের প্রতারণা বুঝ্‌তে পেরেছি। আমি ক্রোধন-স্বভাব, আমায় মার্জ্জনা শিক্ষা দাও।

বশিষ্ঠ। সাধু, সাধু! তুমি পরম মার্জ্জনাশীল, তোমার নিকট জগৎ মার্জ্জনা শিক্ষা ক'র্‌বে। হে ব্রহ্মর্ষি, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

বিশ্বা। নমস্কার! একি, তুমি আমার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার ক'র্‌লে?

বশিষ্ঠ। অবশ্য স্বীকার ক'র্‌বো। তুমি পরম তিতিক্ষাশীল ব্রাহ্মণ। পবিত্র ব্রহ্মণ্যশ্রীতে তোমার মুখমণ্ডল দীপ্তিমান! তুমি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভার্থ কঠোর তপস্যা ক'রেছ; আমি তোমার ব্রাহ্মণত্ব অস্বীকার করায় তোমার ব্রহ্মার নিকট বর লাভ বিফল হ'য়েছিল। আমি তোমার পরম শত্রু, তোমার ইষ্টলাভের বাধা। তৃতীয় আহুতি প্রদানে আমার মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হ'ত নিশ্চয়। কিন্তু তুমি পরম মার্জ্জনাশীল, এ পরমশত্রু সংহারের শক্তিপ্রাপ্ত হ'য়েও ব্রাহ্মণ-ভূষণ তিতিক্ষা-গুণে মার্জ্জনা ক'রেছ। তুমি রাজর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, আমার প্রণম্য।

বিশ্বা। বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠ, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার নয়ন উন্মুক্ত ক'রলে। আমার এতদিন ধারণা হয় নাই যে অভিমান বর্জ্জনই ব্রাহ্মণত্ব। আমি ঘোর তপাভিমানী ছিলেম, আজ তোমার কৃপায় আমার সে অভিমান দূর হ'ল! আমায় পদধূলি প্রদান কর।

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র, তুমি আমার সখা, আমায় আলিঙ্গন প্রদান কর। তুমি মহাতপা, আমি তোমায় পদধূলি প্রদানে যোগ্য নই।

ব্রাহ্মণগণ। জয়, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের জয়।

(ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ)

ব্রহ্মণ্য। বিশ্বামিত্র, তুমি আমার পরিচয় পেয়েছ কি ?

বিশ্বা। হাঁ, প্রভু !

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

(বেদমাতার প্রবেশ)

বেদ। বিশ্বামিত্র, আমি তোমার নিকট নিয়ত অবস্থান ক'র্‌তে এসেছি।

বিশ্বা। মা ব্রহ্মবাদিনি, এতদিনে প্রসন্ন হ'লে ?

বেদ। এই আমার প্রদত্ত যজ্ঞসূত্র ধারণ কর।

(বিশ্বামিত্রের গলদেশে যজ্ঞোপবীত অর্পণ)

(সুনেত্রার প্রবেশ)

সুনেত্রা। মা, মা, বিশ্বজননি, কন্যার প্রতি তোমার অপার স্নেহ !

বেদ। মা, মা, তোমার স্বামী তপস্বী, তুমি তপস্বিনী। পতি-পত্নী সম্বন্ধ পরিত্যাগ ক'রে, তপস্বী-তপস্বিনী ভাবে অবস্থান কর।

(সদানন্দের প্রবেশ)

সদা। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। রাজা, আমি এসেছি। এই বেটী, আর এই ছোঁড়া, আমায় চেনা দিয়েছে। তুমি লুচী-মোণ্ডা সাম্‌নে এনে ধর, আর আমার নোলায় জল ঝ'র্‌বে না।

বিশ্বা। সখা, সখা, হিতৈষী ব্রাহ্মণ !

(সদানন্দকে আলিঙ্গন)

হে মানব,
ব্রহ্মর্ষিত্ব, দেব-দ্বিজ-কৃপায় লভিয়ে,

আকাঙ্খা নহেক সংপূরণ।
আকাঙ্খা আমার—
নরত্ব দুর্লভ অতি বুঝুক মানব।
নাহি জাতির বিচার,
লভে নর উচ্চপদ তপোবলে।
তপ দৃঢ় সহায় জীবনে ;
প্রভাবে যাহার,
ঘুচে নীচ সংস্কার,
মলিনত্ব হয় বিদূরিত ;
জন্মে আত্মবোধ,
ঘুচে তায় জনম-মরণ-ভ্রম ;
উচ্চ হ'তে উচ্চতর স্তরে,
তপোবলে করে আরোহণ।
তপ অতুল সম্পদ,
দানে সেই উচ্চপদ,
যেই পদ আকাঙ্খা যাহার।
সাধ্যাসাধ্য নাহিক বিচার,
পায় সর্ব্ব অধিকার,
হীনজন অতি উচ্চ হয় তপোবলে।
বেদমাতা কোলে লন তারে,
বিহরে ব্রহ্মণ্যদেব হৃদয়-মাঝারে,
তপের প্রভাব বুঝ, মানবমণ্ডল!

যদি মম উপদেশ করহ গ্রহণ,
বুঝিব, সফল মম শরীর ধারণ!
তপ, তপ, হও তপাচারী!

(দেব-দেবীগণের প্রবেশ)

সমবেত সঙ্গীত।

ব্রহ্মবিদ, হিতব্রত, বর্জ্জিত-চিত-বাসনা,
চিরভূষণ মার্জ্জনা, করুণা হৃদয়-আসনা,
অজ্ঞান-তম-বারণ, পদ-রজ ভব-তারণ।
উদার চেতা, বিধান-নেতা, মহাবিদ্যা অর্জ্জন,
র্ণকাম আত্মারাম, প্রেমে আত্মা-মজ্জন,
দুষ্কৃতি-ভীতি-ভঞ্জন, দেহি পদফুল্ল-সরোজ ব্রাহ্মণ॥

যবনিকা।
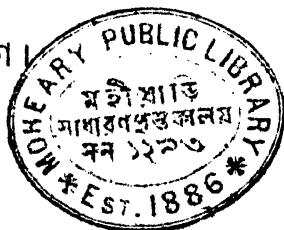
☞ সময়-সংক্ষেপার্থ অভিনয়কালীন নাটকের কিয়দংশ পরিত্যক্ত হয়।